প্রথম আলো

Prothom Alo North America
6 December 2022, Thursday, 5th Year, Issue 251 40 Pages

৬ জানুয়ারি ২০২২, ২২ পৌষ ১৪২৮, ৩ জমাদিউস সানি ১৪৪৩, বৃহস্পতিবার, বর্ষ ৫, সংখ্যা ২৫১, পৃষ্ঠা: ৪০

পিটার তাবিবিয়ান: বিক্রয়কর্মী থেকে সফল ব্যবসায়ী পৃষ্ঠা: ২৪

করোনার এ সংকটেও প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা আছে আপনাদের পাশে। সবাই সুস্থ ও নিরাপদ থাকুন। সংক্রমণরোধে নিয়মকানুন মেনে চলুন।

আরেকদফা প্রণোদনার প্রস্তাব উঠছে কংগ্রেসে

যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষুদ্র ব্যবসা

- ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মিসঙ্কট দেখা দিয়েছে। সংক্রমণের কারণে লোকজন কাজে যোগদান করতে পারছে না।
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সহায়তায় আগের অব্যবহৃত অর্থের সঙ্গে ৪৮ বিলিয়ন যোগ করার কথা বলা হয়েছে।

ইব্রাহীম চৌধুরী

মহামারি কোভিড-১৯ এর নতুন ধরন ওমিক্রন সংক্রমণ ব্যাপক হয়ে ওঠার কারণে আমেরিকার ব্যবসা-বাণিজ্য আবার বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। থমকে গেছে জনজীবন। সঙ্কটের এ সময়ে আমেরিকার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং বিপর্যস্তদের জন্য আরেকটি প্রণোদনা দেয়ার আলোচনা শুরু হয়েছে।

মার্কিন কংগ্রেসের উভয়দলের প্রভাবশালী কিছু সদস্য নতুন করে নাগরিক প্রণোদনা প্রদানের জন্য আইন প্রস্তাবের খসড়া করছেন বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এ নিয়ে হোয়াইট হাউস থেকে সরাসরি কোনো মন্তব্য না করা হলেও বিষয়টি নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে দ্যা ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকা।

ডেমোক্র্যাট সিনেটর ব্যান কার্ডিন এবং রিপাবলিকান সিনেটর রোজার উইকার আমেরিকার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের নতুন করে একটি প্রণোদনা প্রদানের ব্যাপারে প্রস্তাব প্রস্তুত করেছেন বলে ফক্স বিজনেস নিউজেও প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

শীত নিউইয়র্কে তীব্র শীতে তাপমাত্রা হিমাংকের নিচে। এর সঙ্গে বাড়ছে ওমিক্রনের সংক্রমণ। তবুও ধর্মপ্রাণ স্বদেশীরা যাচ্ছেন মসজিদে। ৪ জানুয়ারি ব্রংকসের স্টারলিং এভিনিউ বাংলাবাজার জামে মসজিদের সামনে ছবিটি তুলেছেন প্রথম আলোর আলোকচিত্রী সৈয়দ মাসুদুল কবির।

এ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া কনস্যুলার সেবা স্থগিত

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ কনস্যুলেট

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ কনস্যুলেটে ৭ জানুয়ারি শুক্রবার থেকে কেবল ডাকযোগে এবং অনলাইন এ্যাপয়েন্টমেন্টের ভিত্তিতে কনস্যুলার সেবা প্রদান করা হবে। এ্যাপয়েন্টমেন্ট ব্যতীত সশরীরে কনস্যুলার সেবা সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ কনস্যুলেট এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, করোনা ভাইরাসের পুনরায় সংক্রমণ বিস্তার বিশেষত ওমিক্রন ভেরিয়েন্টের দ্রুত সংক্রমণ প্রতিরোধে নিউইয়র্কের স্থানীয় সরকার কর্তৃক আরোপিত নির্দেশনা অনুযায়ী জনস্বাস্থ্যের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল,

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৫

রাজনীতিতে অস্থিরতাই দেখছেন বিশ্লেষকেরা!

রহমান মাহবুব

ডোনাল্ড ট্রাম্প

ঠিক একবছর আগে আমেরিকার রাজধানীতে তাণ্ডব ঘটেছিল। নির্বাচনে কারচুপি হওয়ার অমূলক অভিযোগ এনে ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি করেছিলেন তখনকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি তাঁর সমর্থকদের নিয়ে রাজধানীর ক্যাপিটল হিলের সামনে সমাবেশ ডাকলেন। উস্কে দিলেন সমর্থকদের। নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে ফয়সালা করায় ব্যস্ত কংগ্রেস।

৬ জানুয়ারি ক্যাপিটিল হিলে হামলা চালাল ট্রাম্প সমর্থকেরা। হামলায় এক পুলিশ কর্মকর্তাসহ পাঁচ জন মারা যায়। ভাইস প্রেসিডেন্ট, স্পিকারসহ

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

সংস্কার নয়, ট্রাম্পের অভিবাসন আইনে ফিরতে হচ্ছে

রওশন হক

অভিবাসন নিয়ে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন কার্যকর কিছুই করতে পারছেন না। গত এক বছরে সীমান্তে সবচেয়ে বেশি গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটেছে। প্রায় ১০ লাখ নথিপত্রহীন লোকজনকে সোশাল সিকিউরিটি নম্বর দেয়া হয়েছে। নথিপত্রহীন

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

জেবিবিএ নির্বাচন নিয়ে টানটান উত্তেজনা

মনজুরুল হক

জ্যাকসন হাইটস বিজনেস এসোসিয়েশনের (জেবিবিএ) নির্বাচন নিয়ে নিউইয়র্কে ব্যবসায়ীদের মধ্যে তুমুল উত্তেজনা বিরাজ করছে। ৯ জানুয়ারি নির্বাচনকে সামনে রেখে উভয় প্যানেলর প্রার্থীরা গণসংযোগে ব্যস্ত। অভিযোগ আর পাল্টা-অভিযোগ চলছে। উত্তেজনায় জড়িয়ে পড়ায় বিষয়টি আর ব্যবসায়ীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। জ্যাকসন হাইটসের সীমানা পেরিয়ে সক্রিয় স্বদেশীদের ঘরে ঘরে এখন চলছে জেবিবিএ নির্বাচন নিয়ে আলোচনা।

ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করার

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

আমেরিকা আত্মার মুক্তির জন্য লড়াই করছে: বাইডেন

রোকেয়া দীপা

জো বাইডেন

ক্যাপিট্যাল হিলে হামলার বর্ষপূর্তিতে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন তাঁর পূর্বসূরী মিথ্যার বেসাতি করেছেন। ফলে আমেরিকাকে

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

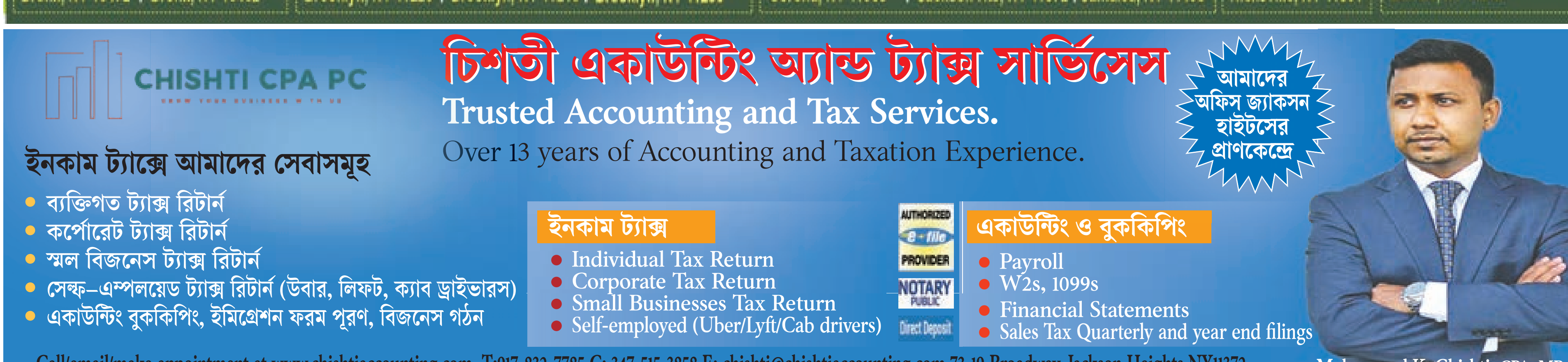

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপস করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- **বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।**
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC

147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 — TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 — TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 — TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

- Do you want apply for a green card?
- Are you having credit card problems?
- Has your bank account been sealed?
- Are you being deported?
- Are you unable to pay your debts?
- Are you getting harrassed by creditors?

আমরা বাংলায় কথা বলি

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

Ms. Farzana Choudhury

ACE INSTITUTE OF TECHNOLOGY
এইস্ ইন্স্টিটিউট অফ টেকনোলজি

২০১৯ সাল বাঙালীদের জন্য দারুন সুখবর!

Where it's all about excellence in education
নিউইয়র্ক স্টেট শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত
Licensed by New York State Department of Education.
কাউন্সিল অব অকুপেশনাল এডুকেশন (সিওই) কর্তৃক এক্রেডিয়েশনপ্রাপ্ত

BECOME A **MEDICAL ASSISTANT**
- EKG Technician & Phlebotomy Technician
- Medical Insurance, Billing & Records

Diagnostic Medical Sonographer

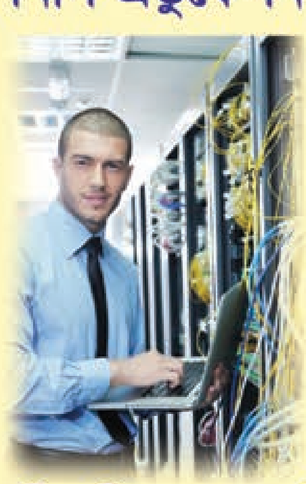

BECOME A **COMPUTER NETWORK ADMINISTRATOR**
- PC Technician (A+ Cert.)
- Networking Concepts (N+ Cert.)
- Network Security (Security+ Cert.)
- Computer Networking (MCITP/MCTS)

Web & Graphic Design

সুবিধাজনক ক্লাশসূচি
প্রভাতী ক্লাশ
সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা
সন্ধ্যাকালীন ক্লাশ
বিকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা

সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও ক্লাশের সুযোগ রয়েছে।

আনুষাঙ্গিক সুবিধা সমূহ
Financial Aid available for select program to those who qualify.

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন:
www.acecareer.edu | info@acecareer.edu

যোগাযোগ: MANHATTAN 212-695-9700, QUEENS 718-575-3223

40-38. 75th Street, Elmhurst, NY 11373

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
JBBA
Jackson Heights Bangladeshi Business Association of NY (JBBA)
জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন অব নিউইয়র্ক (জেবিবিএ)
Election-2022
January 09, 2022- SUNDAY
Giash-Tareq
Panel
গিয়াস-তারেক পরিষদে
ভোট দিন
Giash Ahmed
President
Immigrant Elder Home Care LLC
Mohammad Tareq H. Khan
General Secretary
Global NY Travels Inc
Vote for Giash-Tareq Panel
গিয়াস-তারেক
পরিষদে ভোট দিন
A4
Md Tareq H. Khan
General Secretary
Global NY Travels Inc
মো: তারেক এইচ খান
সাধারণ সম্পাদক
আপনার সুচিন্তিত ও মূল্যবান ভোট দিন

শেখ হাসিনা ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে ‘সেভ সিলেট’এর সিইও মুমিনুল হক। ছবি : সংগৃহীত

‘সেভ সিলেট’ পেল শেখ হাসিনা ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড

বিশেষ প্রতিনিধি

মানবিক অবদানের স্বীকৃতি দিতে ‘ঢাকা ওআইসি ইয়্যুথ ক্যাপিটাল ২০২০’-এর অধীনে প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রীর নামে ‘শেখ হাসিনা ইয়্যুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড ২০২০’ অনুষ্ঠান ওসমানী মেমোরিয়াল অডিটোরিয়ামে আয়োজন করা হয়। সিলেট বিভাগের সর্ববৃহৎ সামাজিক প্লাটফর্ম ‘সেভ সিলেট’-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও আয়ান মুমিনুল হক এ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন।

বিশ্বের ৬০০০ আবেদনের মধ্যে বাংলাদেশের সিলেট বিভাগ থেকে একমাত্র ব্যক্তি হিসেবে তিনি এই ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন। ১০টি ক্যাটাগরির মধ্যে মোস্ট ইন্সপায়ারিং স্টোরি ক্যাটাগরিতে সেভ সিলেট এই চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছে। বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন তাঁর হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ। অনুষ্ঠানের শুভ কামনা জানিয়ে ভিডিও বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

তরুণ উদ্যোক্তা ও গবেষক আয়ান মুমিনুল হক ২০২০ সালের ২৬ মার্চ প্রতিষ্ঠা করেন সেভ সিলেট নামে সিলেট বিভাগের সবচেয়ে বড় সামাজিক প্লাটফর্ম। যার সদস্য সংখ্যা এক লাখ আট হাজার ও এক্টিভ ভলান্টিয়ারের সংখ্যা সাড়ে পাঁচ হাজার।

করোনা ক্রান্তিকালে মাত্র ১৫০দিনে সাধারণ জনগণের সহায়তায় এক লাখ ১৭ হাজার পরিবারের কাছে ইমারজেন্সি ফুড প্যাক পৌঁছে দিয়েছিলেন। যা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কাছে অনন্য খ্যাতি অর্জন করে। পুরস্কারপ্রাপ্তির প্রতিক্রিয়ায় আয়ান মুমিনুল হক বলেন, আমরা সেভ সিলেট শুরু করি কোনো কিছু পাওয়ার বা সন্মাননা বা পুরস্কার বা স্বীকৃতির জন্য নয়। সাধারণ মানুষ হিসেবে দেশের মানুষের জন্য কিছু করার সুযোগ পেয়েছিলাম, তা কাজে লাগিয়েছি, আর কিছু নয়। সমাজ, রাষ্ট্র ও দেশের মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকে আমরা এসব করেছি।

আয়ান মুমিনুল হক বর্তমানে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল লিডিং টু পিএইচডি কোর্স করছেন। পাশাপাশি তিনি রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার। তাঁর দাদা বিজ্ঞানী রফিক উদ্দিন আহমেদ প্রথম বাংলাদেশি নাসা বিজ্ঞানী ও একমাত্র বাংলাদেশি বিজ্ঞানী যিনি চন্দ্রজয়ের এপোলো-১১ মহাকাশযান যানের রাডার ডিজাইনিংয়ে কাজ করেন।

বিদেশে নামীদামি মানুষকে দিয়ে সরকারের উন্নয়ন প্রচারের উদ্যোগ

ঢাকা ডেস্ক

বাংলাদেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির খবর ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য জন কূটনীতিতে জোর দিচ্ছে সরকার। বিদেশে নামীদামি ও গ্রহণযোগ্য লোকদের মাধ্যমে সরকারের উন্নয়নের কথা প্রচারে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আবদুল মোমেন।

সোমবার সন্ধ্যায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেওয়ার সময় এ কথা বলেন তিনি। এ সময় ২০২২ সালের কূটনীতিতে বাংলাদেশের অগ্রাধিকার ও প্রতিবন্ধকতা নিয়ে কথা বলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

বাংলাদেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির খবর ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য জন কূটনীতিতে জোর দেওয়া হচ্ছে উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘বাংলাদেশের উন্নয়নের খবর সরকার পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে। আর সেই সঙ্গে বিদেশে নামীদামি মানুষ, যাদের গ্রহণযোগ্যতা বেশি ও যাদের কথা মানুষ শুনে, তাদের দিয়ে এ কথাটি প্রচার করাতে চায় বাংলাদেশ।’

এ সময় প্রবাসী বাংলাদেশিদের জাতীয় পরিচয়পত্র দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন করলে মন্ত্রী বলেন, ‘প্রায় ১ কোটি ২৩ লাখ প্রবাসী বাংলাদেশি রয়েছেন। ফলে সব দেশে জাতীয় পরিচয়পত্র দেওয়ার সেবা চালু করা সম্ভব হবে না। ধাপে ধাপে দেওয়া হবে।’

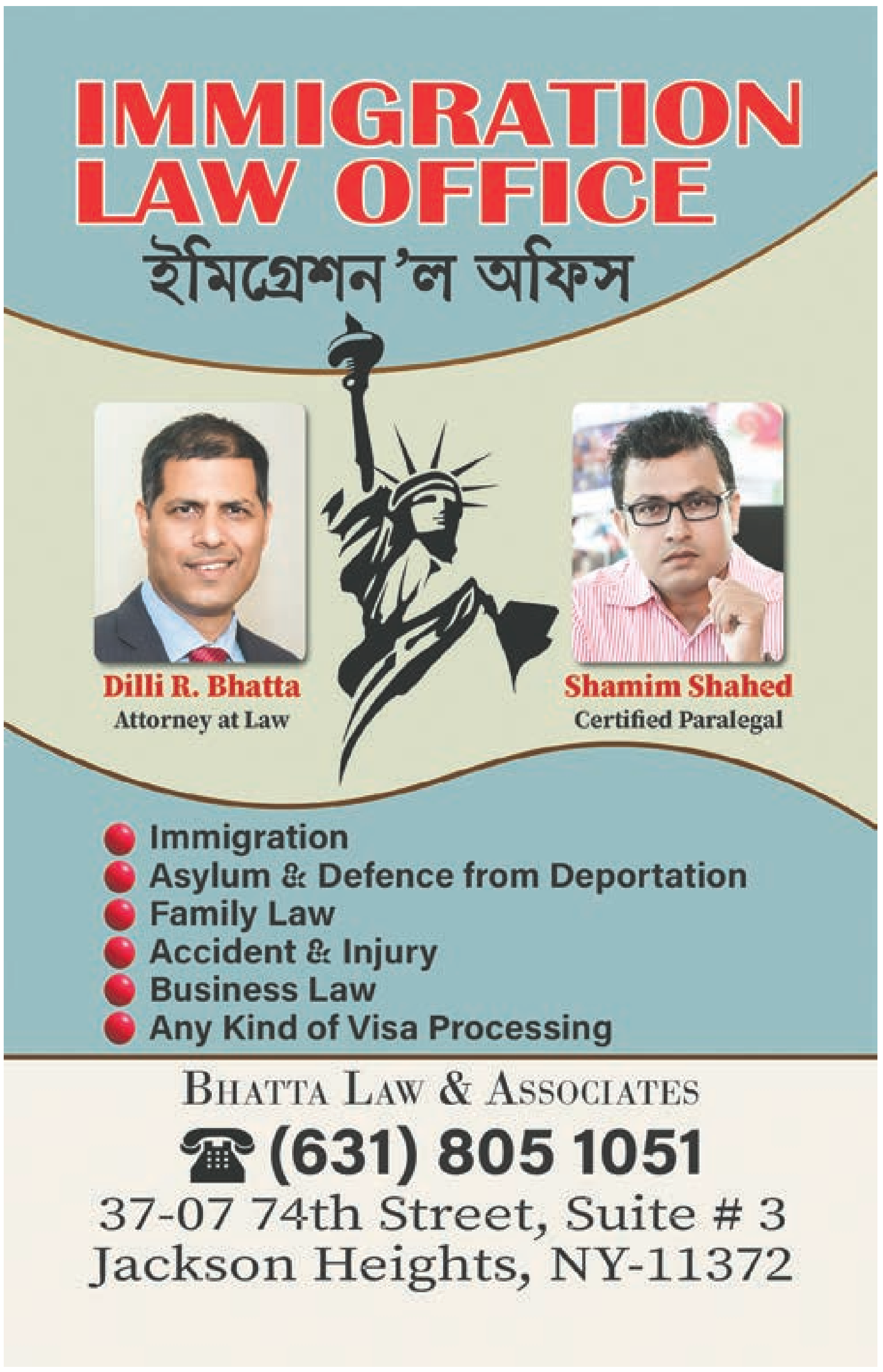

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

আনন্দ আর ইচ্ছা পূরণের হোক নতুন বছর

ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টে গেছে। বিদায় নিল আরও একটি বছর। নতুন দিনের নতুন সম্ভাবনা নিয়ে হাজির হয়েছে নতুন একটি বছর। অতীতের ঘরে জমা হওয়া দুঃখ-হতাশা-ক্ষোভ-ভুলকে দূরে ঠেলে নতুনভাবে সামনে এগোনোর বার্তা নিয়ে হাজির ২০২২। গত কয়েক বছরের মতো এবারও মহামারির উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে হয়েছে। ২০২১ সালের মতো ২০২২ সালেরও যাত্রা শুরু হলো করোনাভাইরাসের মহামারিকে সঙ্গে নিয়ে। আর এ কারণেই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বর্ষবরণের আয়োজনে রয়েছে মহামারি শেষের প্রত্যাশা।

খ্রিষ্টীয় নতুন বছর উপলক্ষে দেশবাসী ও বিশ্ববাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রাষ্ট্রপতি তাঁর বাণীতে বলেছেন, ‘নববর্ষ সকলের মাঝে জাগায় প্রাণের নতুন স্পন্দন, নতুন আশা, নতুন সম্ভাবনা। বিগত বছরের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা পেছনে ফেলে নতুন বছরে অমিত সম্ভাবনার পথে এগিয়ে যাক বাংলাদেশ, খ্রিষ্টীয় নববর্ষে এ প্রত্যাশা করি।’

প্রধানমন্ত্রী তাঁর বাণীতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আদর্শে উন্নত-সমৃদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে নতুন বছরে মানুষে মানুষে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন জোরদার, সকল সংকট দূরীভূত এবং সকলের জীবনে অনাবিল সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন। দেশে কঠোর নিরাপত্তা ও বিধিনিষেধের মধ্যেও ৩১ ডিসেম্বর সন্ধ্যা থেকেই রাজধানীর অনেক এলাকায় বাসাবাড়ির ছাদে নানা আয়োজনে মেতে ওঠেন উৎসবপ্রেমী মানুষ। গান বাজিয়ে, আতশবাজি পুড়িয়ে, ফানুস উড়িয়ে নতুন বছরের প্রথম প্রহর উদ্‌যাপন করেন তাঁরা। রাজধানীর বাইরে দেশের বিভিন্ন এলাকায়ও একই ধরনের আয়োজন রয়েছে। রাতে ঘড়ির কাঁটা ১২টার ঘর স্পর্শ করতেই ঢাকার আকাশ আলোকিত হয়ে ওঠে আতশবাজিতে। তবে বর্ষবরণটা যেমনই হোক না কেন, নতুন বছরটি বাংলাদেশের জন্য হয়ে এসেছে অমিত সম্ভাবনার বছর। অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলছে দেশ। এ বছরই পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, কর্ণফুলী টানেল, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) ব্যবহার করতে পারবে মানুষ। রোহিঙ্গাসংকট সমাধানের আশাও দেখাচ্ছে নতুন বছরটি। ধর্ষণ, নির্যাতনের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসবেন নারীসহ সর্বস্তরের মানুষ। প্রত্যাশা, দ্রব্যমূল্য থাকবে হাতের নাগালে। সব মিলিয়ে নতুন বছরটা হোক সবার জন্য আনন্দের, ইচ্ছা পূরণের।

বিদায়ী বছরে যেমন ছিল মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শাসনামলে পররাষ্ট্রনীতির চিরায়ত অবস্থান থেকে অনেকটাই দূরে সরে গিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। ট্রাম্প প্রশাসনের বিভিন্ন পদক্ষেপ একরকম বিস্ময়ই ছিল অনেকের কাছে। তবে পরিবর্তনের অঙ্গীকার নিয়ে চলতি বছরের ২০ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতায় বসেন জো বাইডেন। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে তাঁর স্থির অবস্থান একদিকে যেমন প্রশংসিত হয়েছে, তেমনি স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের মতো বিষয়গুলোতে বাইডেনের নীতি কতটা সফল হবে, তা নিয়ে রয়ে গেছে অনিশ্চয়তা। সবকিছু ছাপিয়ে বছরজুড়ে আলোচনায় ছিল বাইডেনের প্রথম মেয়াদে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির নানান দিক। ওয়াশিংটন কীভাবে বিশ্বের সঙ্গে তার সম্পর্কের ধারাবাহিকতা বা যোগাযোগ রক্ষা করবে, সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ‘একলা চলো’ নীতি থেকে সরে আসার প্রতিশ্রুতি এবং মার্কিন স্বার্থ বজায় রেখে বিশ্বজুড়ে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার বিস্তৃত পরিকল্পনা নিয়ে গত ২০ জানুয়ারি দেশ পরিচালনা শুরু করেন বাইডেন।

২০২১ সাল শেষ হওয়ার আগে প্রকৃতপক্ষেই মূল মিত্রদের সঙ্গে সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করার পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সংকট মোকাবিলার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকায় নিজ অবস্থান দৃঢ় করতে সক্ষম হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। তবে পররাষ্ট্রনীতিতে মানবাধিকার রক্ষায় দেয়া প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হওয়ায় সমালোচনার সম্মুখীনও হয়েছেন বাইডেন, যেখানে সবচেয়ে বড় সংকট হিসেবে দেখা দিয়েছে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের মতাদর্শগত পার্থক্য।

তবে এমন এক সময়ে এই দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে, যখন বৈশ্বিক সহযোগিতার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। বিশেষ করে পরাশক্তিগুলোর মধ্যে। ক্ষমতায় বসার পরপরই বৈশ্বিক বিভিন্ন সংস্থা ও মিত্রদের সঙ্গে সম্পর্ক পুনরুদ্ধারে জোর দিয়েছিলেন বাইডেন। হোয়াইট হাউসে প্রবেশ করে প্রথমদিনই পুনরায় প্যারিস জলবায়ু চুক্তি ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় (ডব্লিউএইচও) যোগ দেয়ার ঘোষণা দেন জো বাইডেন। এর আগে যথাক্রমে ২০১৭ ও ২০২০ সালে প্যারিস চুক্তি ও ডব্লিউএইচও থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন ট্রাম্প। প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর গত নভেম্বরে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সঙ্গে ভার্চুয়ালি প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিক বৈঠক করেন জো বাইডেন। নানা ইস্যুতে দুই পরাশক্তির মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনাকে শীতল করার প্রচেষ্টা হিসেবেও দেখা হয় এই সম্মেলনকে। যদিও ২০১৮ সাল থেকে বাণিজ্যযুদ্ধে লিপ্ত ওয়াশিংটন ও বেইজিং, যা বাইডেনের শাসনামলেও অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া চীনা প্রভাব মোকাবিলায় ইউরোপীয় ও এশীয় মিত্রদের একত্রিত করার চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছে মার্কিন প্রশাসন। গুরুত্বপূর্ণ ও বহুল আলোচিত ইরান পরমাণু চুক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টায় আলোচনা অব্যাহত রেখেছে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের ক্ষমতাধর কয়েকটি রাষ্ট্র। এ আলোচনা সফল হলে নিষেধাজ্ঞা শিথিলের বিনিময়ে পারমাণবিক কর্মসূচি কমাতে হবে তেহরানকে। তবে আলোচনা ব্যর্থ হলে ‘বিকল্প’ ভাবার কথা জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার অধীনে শুরু হওয়া এবং ট্রাম্পের অধীনে অব্যাহত থাকা মধ্যপ্রাচ্যকে গুরুত্ব দেয়ার নীতিতেই অটল আছে বাইডেন প্রশাসন।

‘মানবিক’ অভিবাসন নীতির প্রতিশ্রুতি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য গত ফেব্রুয়ারিতে তিনটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছিলেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। সম্প্রতি শরণার্থী সংকটের ‘মূল কারণ’ খুঁজে বের করতে উদ্যোগ নেয়ার কথাও জানিয়েছেন তিনি। নতুন বছরে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি বিশ্বের জন্য কল্যাণকর হোক। দেশের অভ্যন্তরে সব সমস্যা সামাল দিয়ে একটি মানবিক রাষ্ট্র হিসেবে আমেরিকা বিশ্বের বুকে পরিচিত হয়ে উঠুক—এমন প্রত্যাশা আমেরিকার লোকজনও করতে পারেন।

এক গোধূলি আলোয় গ্রামবাংলা

মামুনুর রশীদ

নদীভাঙন শুরু হলে ওসব এলাকায় লঞ্চ দেখলেই মানুষ ঢিল ছুড়ত। এখন অবশ্য এসব নদীতে লঞ্চ চলাচল বন্ধই করে দেওয়া হয়েছে। কারণ, প্রায় সব জায়গায়ই চালু হয়েছে ছোটখাটো বা মাঝারি ধরনের ইঞ্জিনচালিত নৌকা। যদিও এই নৌকাগুলো প্রবল শব্দে চলে, তাই মাঝির কণ্ঠে আর ভাটিয়ালি গান শোনা যায় না।

বছরের শেষ দিন ৩১ ডিসেম্বর পড়ন্ত শীত-বিকেলে গিয়েছিলাম টাঙ্গাইলের অদূরে বড়বাসালিয়া গ্রামে। দুদিকে সরিষার খেত। মায়াবী হলুদ রং ছড়াচ্ছে, তার সঙ্গে বিকেলের আলো মিলে চমৎকার একটা আবহ সৃষ্টি হয়েছে।

বন্ধু শাহজাহানের সঙ্গে তার আবাসভূমির দিকে যাচ্ছিলাম বড়বাসালিয়া গ্রামে। এই বড়বাসালিয়া গ্রামের সঙ্গে আমার আশৈশবের পরিচয়। এ গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে এককালের স্রোতস্বিনী লৌহজং নদী। এই নদী ঢাকা থেকে মির্জাপুর হয়ে অনেক খাল তৈরি করে শেষ পর্যন্ত মিশে গেছে যমুনায়। নদীর ওপারেই কয়েকটি গ্রাম, তার মধ্যে মনে পড়ে একটি গ্রামের নাম ‘বাঁশি’। বাঁশি গ্রামটি ছিল হিন্দুপ্রধান। বিভিন্ন পূজা-পার্বণে গ্রামটি মেতে উঠত! সারি সারি লিচুগাছ এবং সুপারিবাগান, মনে করিয়ে দিত নজরুলের কবিতা-বাতায়ন পাশে গোবাক তরুর সারি। ওই গ্রামেই ছিল আমার প্রিয় প্রাণনাথ স্যারের বাড়ি। প্রাণনাথ স্যার বিনা মূল্যে ছাত্রদের প্রাইভেট পড়াতেন। বিশেষ করে অঙ্ক। আরেকটু দূরেই এলেঙ্গা, ওই স্কুলেই আমি পড়তাম। এলেঙ্গার পাশ দিয়ে আরেকটি নদী চলে গেছে।

নদীভাঙনে প্রায়ই এলেঙ্গা গ্রাম একটা নতুন চেহারা নিত, ওই গ্রামেই আছে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের বাড়ি, তাঁর পিতাও প্রয়াত দেবেশ ভট্টাচার্য বিচারপতি ছিলেন। বিশাল জমিদারবাড়ির প্রাচীন দালানকোঠার সামনেই ছিল একটা বড় পুকুর। শারদীয় পূজা থেকে কালীপূজা পর্যন্ত উৎসবের ধুম লেগে থাকত। নানা ধরনের পালাগান, যাত্রাগানসহ অনেক লোক আঙ্গিকের আয়োজন করা হতো তখন। এখন এলেঙ্গা এক গুরুত্বপূর্ণ ছোট্ট শহর। উত্তরবঙ্গের সব পরিবহনের যাতায়াত ওখান দিয়েই।

অদূরেই যমুনা সেতু। একসময় একটা টং চায়ের দোকানের জায়গায় এখন অসংখ্য রেস্তোরাঁ এবং বিরাট বাজার। বড়বাসালিয়ার সেই আম-লিচু বাগানঘেরা গ্রামটিতে এখন অনেক অট্টালিকা। তবু এই গ্রামে এখনো কিছুটা সেই আমার বাল্যস্মৃতির অবশেষ আছে। শাহজাহান আমাকে এবং আমার অনুজ শিল্পী রশীদ আমিনকে নিয়ে গেল নদীর ধারে একটা ছোট্ট চায়ের স্টলে। স্টলের পাশেই বিখ্যাত সংশিল্পী গফুরের বাড়ি। গফুর এবং বড়বাসালিয়ার সংশিল্পীদের জীবন নিয়ে আমি একটি নাটক লিখেছিলাম সঙক্রান্তি। আরেকজন শিল্পী ছিল, তার নাম আইয়ুব। দুজনেই এখন প্রয়াত। ওই শিল্পীদের মধ্যে মিয়াচান এখনো বেঁচে আছে। মিয়া চানের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর সংশিল্পীরা যা করে থাকে—একটি অত্যন্ত কৌতুকপূর্ণ সংবাদ পরিবেশনা। সে আমাদের একটি দীর্ঘ সংলাপ শোনায়। চারদিকে হাসির রোল শুরু হয়ে গেল। চায়ের দোকানের মালিক বাহেস, সে-ও এই শিল্পীদের সঙ্গে যুক্ত। যেখানেই সং হয়, সেখানে গিয়ে সে যোগ দেয়, গান গায়। চা খেতে খেতে সামনের চায়ের দোকানের সামনে আস্তে আস্তে ভিড় বাড়তে থাকে। ইতিমধ্যে গফুরের ছেলে লাল চান এসে হাজির হয়। সে এবার ইউপি নির্বাচনে সদস্য পদে দাঁড়িয়েছিল এবং যথারীতি পরাজিত হয়েছে। এবার শুরু হলো চায়ের কাপে ঝড়। বিষয় একটাই—রাজনীতি। সম্প্রতি সমাপ্ত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন। নির্বাচনে এলাকায় কে কীভাবে বিজয়ী হলো, কে কত টাকা খরচ করেছে—তার একটা খতিয়ান প্রথমেই জানা গেল। চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী যে লোকটি পরাজিত হয়েছে, সে দুই থেকে আড়াই কোটি টাকা খরচ করেছে, আর যে জিতেছে সে কোনো টাকাই খরচ করতে পারেনি। সে সংগতি তাঁর ছিল না। কিন্তু তাঁর ছিল জনসমর্থন। ভোট গণনার একটা পর্যায়ে যখন ব্যালট বাক্সগুলো জেলা সদরে নিতে চাচ্ছিল, তখন গ্রামের, বিশেষ করে নারীরা রুখে দাঁড়াল। অবশেষে ওখানেই ভোট গণনা শুরু হলো এবং গণনায় সঠিক প্রার্থীই বিজয়ী

নদীগুলোতে নাব্যতা না থাকায় আমাদের বদ্ধ জলাশয়ের মাছ খেতে হয়।

> টাঙ্গাইল শহরে শতাধিক ক্লিনিক রমরমা ব্যবসা করে যাচ্ছে। ওষুধ একটা সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়েছে। ছুটির দিনে ঢাকার বিখ্যাত ডাক্তারেরা ছোট ছোট শহরে মাইক্রোবাস ভাড়া করে নিয়ে ভিড় করেন এবং রাতের বেলায় ব্যাগ বোঝাই টাকা নিয়ে ঢাকায় ফেরেন। বড়বাসালিয়া গ্রামে ওষুধের দোকানের কাটতি দেখে বোঝা যায়, চিকিৎসা এখন আর সেবা নয়, একটা বড় ব্যবসা।

হয়ে গেল। কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় জনগণ তা রোধ করতে পারেনি।

নির্বাচনের সূত্র ধরে দ্বিতীয় বিষয়টি এল দুর্নীতি। খাল কাটায় অনিয়ম এবং গম চুরির ঘটনা থেকে নানা বিষয়। মুহূর্তেই বিষয়গুলো এত খোলামেলাভাবে আসতে শুরু করল, যেন আমরা ফিরে গেলাম ষাটের দশকে। যখন এমন একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ ছিল যে, সব কথা বলা যেত। সেই সময়ে আশাজাগানিয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং মওলানা ভাসানীর বক্তৃতাও এসব সংশিল্পী অসাধারণ দক্ষতায় উচ্চারণ করত। ইউপি নির্বাচনে ব্যাপক সহিংসতা হওয়ার পরও গ্রামবাংলায় একটা মুক্ত পরিবেশ আবিষ্কার করলাম। এমনই ৬৮ হাজার গ্রামের মধ্যে একধরনের গণতান্ত্রিক পরিবেশ এখনো রয়ে গেছে।

প্রবল উত্তেজনা, সহিংসতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যেও সত্য কথাটি উচ্চারিত হয়ে এসেছে। টি স্টলের সামনে নদীটি একসময় শুকিয়ে গিয়েছিল, নদী খননের জন্য সরকারি টাকাও এসেছিল; কিন্তু চুরির এমন দুর্নীতি ঘটেছিল যে, শেষ পর্যন্ত কোনো কাজ হয়নি। বিষয়টি গ্রাম পর্যায়ে আলোচিত হতে হতে বাধ্য হয়ে আবার নদী খনন শুরু হয়। এখন এই শীতকালেও নদীতে মোটামুটি পানি থাকে। ওখানেই পরিচয় হলো এক মৎস্যজীবী নিমাই মাঝির সঙ্গে। বেশ বয়স হয়েছে মাঝির। বংশপরম্পরায় তারা মৎস্যজীবী। তার মধ্যেও কয়েক দিন আগে সে এই নদী থেকে সাড়ে পাঁচ কেজি ওজনের একটি বোয়াল মাছ ধরেছে। এতেই মনে হয়, নদীতে নাব্যতা আছে। এ অঞ্চলের বোয়াল মাছ খুবই বিখ্যাত। ছোটবেলায় অবশ্য দেখতাম, এ অঞ্চলে বড় বড় রুই মাছ পাওয়া যেত। আরেকটু উজানে গেলে বড় বড় বাগাড় মাছ ধরা পড়ার পর এলাকায় একটা খবর হয়ে যেত। নদীগুলোতে নাব্যতা থাকলে আজকের দিনে যে পরিমাণে আমাদের বদ্ধ জলাশয়ের মাছ খেতে হয় এবং ডিপটিউবওয়েল দিয়ে হাইব্রিডের চাষ করতে হয়, তা হয়তো করতে হতো না।

নদীকে নিয়ে নদীপারের মানুষের যেমন আনন্দ তেমনি বেদনা ছিল এককালে। কিন্তু নদী শুকিয়ে যাওয়ার পর বেদনাটাও শুকিয়ে গেছে। নদীকে নিয়ে স্বপ্নযাত্রার অবসান হয়েছে। সেই নদীতে এখন পানি, দু-পাড় আবার কিছু কিছু ভাঙতে শুরু করেছে। নদীভাঙন শুরু হলে ওসব এলাকায় লঞ্চ দেখলেই মানুষ ঢিল ছুড়ত। এখন অবশ্য এসব নদীতে লঞ্চ চলাচল বন্ধই করে দেওয়া হয়েছে। কারণ, প্রায় সব জায়গায়ই চালু হয়েছে ছোটখাটো বা মাঝারি ধরনের ইঞ্জিনচালিত নৌকা। যদিও এই নৌকাগুলো প্রবল শব্দে চলে, তাই মাঝির কণ্ঠে আর ভাটিয়ালি গান শোনা যায় না। নৌকাগুলো মাঝিকে বা মালিককে অর্থ দিচ্ছে বটে; কিন্তু কেড়ে নিয়েছে শিল্প।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যা পার হয়ে গিয়েছে। আমরা নদীর পাড় থেকে গ্রামের ভেতরে প্রবেশ করি। সেখানে বেশ দোকানপাট, যার মধ্যে লক্ষণীয় বেশ কিছু ওষুধের দোকান। আমার সেই বাল্যকাল এবং কৈশোরের কথা মনে পড়ে, যখন একটিও ওষুধের দোকান ছিল না সেখানে। ছিল না কোনো ডাক্তার। মানুষ অসুস্থ হলে ওই বাঁশি গ্রামের ডিসপেনসারিতে যেত। ছিলেন কালীপদ ডাক্তার, তাঁর পায়ের সমস্যা ছিল। তিনি ঘোড়ায় করে গ্রামে গ্রামে রোগী দেখে বেড়াতেন। দুই ধরনের মিকশ্চার ছিল—জ্বরজারি হলে এলকালি মিকশ্চার আর পেটের সমস্যা হলে কার্মেনেটি মিকশ্চার। আর পথ্য হিসেবে কিছু পরামর্শ দিতেন কম্পাউন্ডার বাবু এবং তাতেই রোগবালাই সেরে যেত গ্রামবাংলায়। তবে কলেরা-বসন্ত হলে তা এক মহামারির রূপ পেয়ে যেত এবং স্কুল, কলেজে, গ্রামগঞ্জে কলেরার ইনজেকশন ও বসন্তের টিকা দেওয়ার ধুম পড়ে যেত।

বড়বাসালিয়া গ্রামের মতো আরও অনেক গ্রাম ও উপজেলা শহরে শত শত ওষুধের দোকান দেখা যায়। একদিকে বিত্ত বাড়ছে আর অন্যদিকে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছে মানুষ আর সেই সঙ্গে বেড়েছে স্বাস্থ্য-বাণিজ্য। টাঙ্গাইল শহরে শতাধিক ক্লিনিক রমরমা ব্যবসা করে যাচ্ছে। ওষুধ একটা সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়েছে। ছুটির দিনে ঢাকার বিখ্যাত ডাক্তারেরা ছোট ছোট শহরে মাইক্রোবাস ভাড়া করে নিয়ে ভিড় করেন এবং রাতের বেলায় ব্যাগ বোঝাই টাকা নিয়ে ঢাকায় ফেরেন। বড়বাসালিয়া গ্রামে ওষুধের দোকানের কাটতি দেখে বোঝা যায়, চিকিৎসা এখন আর সেবা নয়, একটা বড় ব্যবসা।

আনন্দ ও কিছুটা বিষণ্নতা নিয়ে শাহজাহানের বাড়িতে গিয়ে বসি। খুবই প্রাকৃতিক পরিবেশ। টিনের ঘরের চালের ওপর শিশির পড়ছে। টুপটুপ করে শিশিরের শব্দ শুনতে পাচ্ছি আর ভাবছি, এই যে একসময় নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ জীবনে কিছুটা চঞ্চলতা যেমন এসেছে, তেমনি একধরনের বিক্ষোভও দানা বেঁধে উঠেছে। যার পরিণতি হতে পারে বড় ধরনের বিক্ষোভ অথবা বড় ধরনের হতাশা। কারণ, বাংলার শিক্ষার সংস্কৃতির পাশাপাশি অপসংস্কৃতির শিক্ষাও পঙ্গপালের মতো বেড়ে উঠছে।

ওমিক্রনের থাবা

এম আর ফারজানা

বছর শেষ হয়, ক্যালেন্ডারের পাতা বদলায়। শুধু বদলায় না আমাদের সদ্য বিদায়ী বছরের আপনজন হারানোর বেদনা। আমরা যখন করোনার থাবা থেকে কিছুটা মুক্তি নিয়ে পা বাড়িয়েছি সামনে যাবার তখন আবার যেন করোনার নতুন ধরন ওমিক্রন অজগর সাপের মতো পেঁচিয়ে ধরছে। সেই বাধা ডিঙিয়ে সামনে যেতে হচ্ছে আমাদের।

করোনায় এ পর্যন্ত বিশ্বে সবচেয়ে বেশি মারা গিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। দেশটিতে আক্রান্তও হয়েছে সবচেয়ে বেশি। জনস হপকিনস ইউনিভার্সিটির করোনা ভাইরাস রিসোর্স সেন্টারের তথ্য মতে, সারাবিশ্বে করোনায় মারা গেছে এ পর্যন্ত ৫৪ লাখ ১৩ হাজারের বেশি। শনাক্ত হয়েছে ২৮ কোটি ২৭ লাখের ওপরে। ওমিক্রন ছড়াচ্ছে বাতাসের গতির মত। সকালে যে সংখ্যা দেখানো হচ্ছে, বিকালেই তা পাল্টে গিয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে ভাবনার চেয়েও বেশি। ভাইরাসের এই গতিরোধ করতে ভ্যাকসিন দাঁড়িয়ে আছে শরীরের মধ্যে। ওমিক্রন ছোবল দিলেও যেন নিশ্বাসের ওঠানামা বন্ধ না হয়। যুক্তরাষ্ট্র একটি উন্নত দেশ। বিশেষ করে গবেষণা বিজ্ঞানে পৃথিবী থেকে যারা অনন্য অবস্থায় আছে এমন একটি দেশ করোনার থাবায় লণ্ডভণ্ড বলা চলে। অর্থনৈতিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে এখনও পারেনি সেই সময় ওমিক্রন আবার দ্রুতগতিতে ছড়াচ্ছে

পাল্লা দিয়ে। যেন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে আর বলছে আমি অতিক্ষুদ্র এক ভাইরাস দেখ আমি কি করতে পারি। আসলেই তাই। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষটি বলেছিল, এই অতিক্ষুদ্র ভাইরাস আমাদের কিছুই করতে পারবে না। সেই ব্যক্তি এই ভাইরাসের সাথে যুদ্ধ করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাঁর নাম ফ্রেডেরিক সিনিস্ত্রা। অনেকে তাঁকে আন্ডারটেকার নামেও চেনেন। বেলজিয়ামের সবচেয়ে শক্তিশালী পুরুষ বলা হতো এই বক্সারকে। তিনবারের বিশ্ব কিক চ্যাম্পিয়ন এই বক্সার ক্ষুদ্র ভাইরাসকে পাত্তাই দেননি। নেননি কোনো টিকা। কিন্তু করোনার তাঁকে জানিয়ে দিয়ে গেছে, কতটা কি করতে পারে। এই বক্সার করোনার কাছে পরাজিত হয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন গত ১৫ ডিসেম্বর। ডি টেলিগ্রাফ পত্রিকার মাধ্যমে তা জানা যায়। বেজলিয়ামের এই কিক বক্সার ভাবতেই পারেননি ভাইরাস তাঁকে এভাবে বিদায় করে দেবে। তাকে বিদায় নিতে হবে মাত্র ৪১ বছর বয়সে।

যুক্তরাষ্ট্র এত উন্নত। তবুও হিমশিম খাচ্ছে ভাইরাসের সাথে তাল মেলাতে। চাইছে ঠেকাতে। ভ্যাকসিন হলো একমাত্র অস্ত্র যা ভাইরাসকে দুর্বল করে দিতে পারে। অবহেলার একটু সুযোগ পেলেই ওমিক্রন থাবা বসায় শরীরে। এই ওমিক্রন অতটা শক্তিশালী নয়। কিন্তু ছড়ায় দ্রুতগতিতে। তবে প্রতিরোধহীন টিকা না নেয়া থাকলে ওমিক্রনের ছোবলেই মৃত্যু হতে পারে। জনস হপকিনস ইউনিভার্সিটির করোনা ভাইরাস রিসোর্স সেন্টারের তথ্য মতে, সারাবিশ্বে এ পর্যন্ত টিকা নিয়েছে ৯০২ কোটি ৭৯ লাখ ২২ হাজারের মতো এবং তা অব্যাহত আছে।

আমেরিকা, চীন, ভারত, ইতালি যে কত বিপর্যস্ত হয়েছে ভাইরাসের কারণে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর ভাইরাসের নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন হাতছানি দিয়ে ডাকছে আয় দেখে যা আমার অস্তিত্ব। ইতিমধ্যে ওমিক্রনের কারণে বাতিল হয়েছে শত শত ফ্লাইট। ব্যবসায় ধস নামতে শুরু করেছে। আক্রান্ত হচ্ছে দ্রুতগতিতে। সবচেয়ে বড় কথা মানুষ এখন যতটা না ভাইরাসের কারণে ভাবিত, তারচেয়ে বেশি চিন্তিত ভবিষ্যত নিয়ে। হতাশার মাঝে দেখা দিচ্ছে আত্মহত্যার প্রবণতাও। কথা আছে না— বনের বাঘে খায় না, মনের বাঘে খায়।

পরিবারের কারও ভাইরাসে মৃত্যু হলে সেই পরিবারের মানুষেরা ঘুরপাক খেতে থাকে। অনেকের ধারণা, এই ভাইরাস কোনো স্বাভাবিক ভাইরাস নয়, মানুষের সৃষ্টি। ব্যবসায়িক স্বার্থে সারাবিশ্বে উন্নীত হবার এক প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতা চলছে উন্নত রাষ্ট্রগুলোতে। একদিকে ভাইরাস। অন্যদিকে ভ্যাকসিন নিয়ে তাদের ব্যবসা। না হয় ভাইরাস যেখানে অর্থনীতি বিপর্যস্ত। সেখানে শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় লোক পরিণত হয়েছে অর্থের মহীরুহে। তাদের এটা ব্যবসা। কারণ ভাইরাস এমনভাবে ওক্রমন করছে। তা থেকে বাঁচতে হলে ভ্যাকসিনের কোনো বিকল্প নেই। ভ্যাকসিন হচ্ছে একমাত্র অস্ত্র যেটি দিয়ে ভাইরাস থেকে আমরা মুক্তি না পেলেও মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে আসতে পারি। সাধারণ মানুষের এমন ধারণার যদিও কোনো ভিত্তি নেই। তবুও মানুষ এমনই ভাবছে। তাদের সেই ভাবনার মধ্যেই অনেকে ঘুরপাক খায়।

বিশেষ করে এশিয়ার দেশগুলোতে তা বহুভাবে বিদ্যমান। ক্রিসমাস এবং ইংরেজী নববর্ষের উল্লাস-আনন্দ থেকেই বোঝা যায়। যদিও সরকারি বিধিনিষেধ আছে। তা মানতে চায় না মানুষ। অনেকে বিরক্ত হয়েছে বলে, যা হবার হবে। আর কত! আমেরিকার নিউইয়র্কে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে ওমিক্রনে। অন্যান্য রাজ্যে তা ছড়াতে শুরু করেছে। গত কয়েকদিনে আমেরিকায় আক্রান্ত হয়েছে লক্ষাধিক। সবচেয়ে ভয় বাচ্চাদের নিয়ে। তারাও বাদ যাচ্ছে না ওমিক্রনের থাবা থেকে।

আর বড়রা ভ্যাকসিন নেয়া থাকলেও ছোট বাচ্চাদের অনেকেই ভ্যাকসিন নেয়নি। এনিয়ে বাবা-মায়েরা আতঙ্কে। ছুটছেন ভ্যাকসিনের জন্য। বাচ্চাদের শরীর এমনিতেই নাজুক বড়দের তুলনায়। তাই তারা ভাইরাসে আক্রান্ত হলে সহজেই কাবু হয়ে যায়। করোনার এই নতুন ধরন ওমিক্রন কোথায় নিয়ে যায় আমদের তা ভাবলেই মনের মধ্যে ভয় ঢুকে যাচ্ছে। নৈনন্দিন চাহিদা পূরণের জন্য মানুষকে বের হতে হয়। এতে কে কখন ওমিক্রনে আক্রান্ত হচ্ছে তা কেউ বুঝতে পারছে না।

সরকারি দলও এক সুরে কথা বলে না

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

আমাদের জীবনে ঘুরেফিরে আসে প্রতিটি নতুন বছর নতুন আশা নিয়ে। মনে করা হয় যে দিন বদলাবে। কিন্তু বদলায় না এবং বদলায় না যে সেই পুরোনো ও একঘেয়ে কাহিনিই নতুন করে বলতে হয়। না-বদলানোর কারণ একটি ব্যাধি, যার দ্বারা আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র আক্রান্ত। ব্যাধিটির নাম পুঁজিবাদ। এই ব্যাধি থেকে মুক্তির জন্য আমাদের চেষ্টার অবধি নেই। রাজনৈতিকভাবে আমরা বারবার চেষ্টা করেছি কিন্তু সফল হইনি।

কিন্তু মুক্তি যে আসেনি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। জিনিসপত্রের দাম থেকে শুরু করে জীবনের সব ক্ষেত্রে নিরাপত্তার অভাব পর্যন্ত সর্বত্রই ব্যর্থতার স্মারকচিহ্নগুলো জ্বলজ্বল করছে। সবকিছুই গা-সওয়া হয়ে যায়। তবে মাঝেমধ্যে দু-একটি ঘটনা ঘটে, যাতে আমরা ধাক্কা খাই, চমকে উঠি, পরস্পরকে বলি যে আমরা তো ভালো নেই, কঠিন বিপদের মধ্যে রয়েছি।

সমষ্টিগত মানুষের স্বাধীনতা একটি অতি পুরোনো প্রশ্ন, কিন্তু তার আবির্ভাব নিত্যনতুন এবং অব্যাহত। প্রশ্নটার তো মীমাংসা হয়ে যাওয়ার কথা, কেননা স্বাধীনতা এবং মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা এক ও অভিন্ন বস্তু এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা না থাকলে গণতন্ত্র কল্পকাহিনি মাত্র। আমাদের এই 'গণতান্ত্রিক' রাষ্ট্রে জাতীয় সংসদের সদস্যদের দায়িত্ব হওয়ার কথা আইন প্রণয়ন, সরকারের নির্বাহী অংশের ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন, সরকারকে জবাবদিহির কাঠগড়ায় দাঁড় করানো, সরকারি নির্বাহী কার্যক্রমের স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা বিধান এবং রাষ্ট্রের বৈদেশিক চুক্তি ও পররাষ্ট্রনীতির ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা। কিন্তু আমাদের সংসদে এসব কাজ যে সামান্য পরিমাণে করা হচ্ছে, এমনটা বলারও কোনো সুযোগই নেই।

সরকারের ভুল পদক্ষেপের সমালোচনা গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার অন্তর্গত। কিন্তু আমাদের শাসকশ্রেণি সমালোচনার স্পর্শমাত্র সহ্য করতে প্রস্তুত নয়, এ ব্যাপারে তারা বড়ই স্পর্শকাতর। এর কারণ হচ্ছে তারা নৈতিকভাবে শক্ত অবস্থানে নেই। এটা তাদের জানাই আছে যে তারা কীভাবে ক্ষমতায় এসেছে এবং যখন ক্ষমতা তাদের কোনো অংশের একচ্ছত্র হয়ে পড়ে, তখনো এটা তাদের অজানা থাকার কথা নয় যে, জনগণ তাদের সঙ্গে নেই। কারণ, তারা নিজেদের স্বার্থই শুধু দেখে, জনগণের স্বার্থ নিয়ে মোটেই চিন্তা করে না। সমালোচনার আওয়াজ শুনলেই তারা খেপে ওঠে, ভাবে তাদের বুঝি পতন ঘটবে।

ওদিকে এরা নিজেরা নানা ধরনের আওয়াজ তোলে। কেউ বলে দিনবদল ঘটিয়ে তবে ছাড়বে, কেউ বলে তাদের উন্নয়নের বন্যায় ভেসে লোকে আনন্দে নৃত্য করবে। যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক, তারা চায় সমালোচনার যেকোনো ধ্বনিকে স্তব্ধ করে দিতে। কেউ যদি প্রতিবাদী আওয়াজ তোলে তাহলে তার গলা চেপে ধরতে উদ্যত হয়। কণ্ঠরোধের এ কাজটাই তারা করতে চায়, যে জন্য সমালোচকদের ওপর বিষোদ্‌গার করাটা তাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। তাদের ভঙ্গিটা এ রকমের যে আমরা যেহেতু রাষ্ট্রশাসনের অধিকার পেয়ে গেছি, তাই আওয়াজ যা দেওয়ার আমরাই দেব, অন্যরা তা শুনবে। এই সব ধ্বনি আবার আত্মপ্রবঞ্চনাও বটে। তারা নিজেরা ধ্বনি দেবে এবং সেই ধ্বনি সর্বত্র প্রতিধ্বনিত হবে, এটাই তাদের কামনা।

তবে সরকারি দলও যে সব সময় এক সুরে কথা বলে, তা নয়। ভিন্ন ভিন্ন স্বর ও সুর শোনা যায়। যেমন বর্তমান দিনবদলের সরকার ক্ষমতায় আসার পর মন্ত্রীদের একজন বলেছিলেন যে তাঁরা দ্রব্যমূল্যকে কবজার ভেতর নিয়ে আসতে পারবেন। কেননা, সরকারি টিসিবিকে তাঁরা আবার চালু করবেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অন্য এক মন্ত্রী আওয়াজ দিয়েছেন, না, তা নয়, আমরা মুক্তবাজার চালু রাখব। বাজারই দাম নামিয়ে আনবে। ফলে টিসিবি ত্রিশঙ্কু অবস্থায় রয়েছে এবং দাম মোটেই নামেনি; বরং ক্রমাগত বৃদ্ধিতে জনগণকে নাকাল করে ছাড়ছে।

সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য বিরোধী দলের কার্যকর ভূমিকা থাকাটা অপরিহার্য। কিন্তু আমাদের দেশের ইতিহাস বলছে, এখানে কোনো বিরোধী দলই তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারেনি। সরকারপক্ষ থেকে বাধা এসেছে, বিরোধী দলের নিজেদের মধ্যেও সেই নৈতিক জোরটা দেখা যায়নি, যার ওপরে ভর করে রুখে দাঁড়াবে; তদুপরি জনগণের কাছে তাদের যে গ্রহণযোগ্যতা থাকে, তা-ও নয়। এ ক্ষেত্রে সমালোচনা যেটুকু পাওয়া যায় তা আসে জনগণের কাছ থেকেই। তাকে স্তব্ধ করে দেওয়া আর একনায়কত্ব কায়েমের ভেতর বিশেষ কোনো পার্থক্য থাকে না।

দেশের জনমাধ্যমকে যখন সবাক ও নির্বাক উভয় প্রকারের হুমকি-ধমকি দেওয়া হচ্ছে, তখন বর্তমান সরকারই আবার সংসদে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ পাস করেছে। এই আইনের উদ্দেশ্য হবে জনমাধ্যমকে ক্ষমতাবান করা এবং সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি আনয়ন। এমন বৈপরীত্য আমাদের দেশের বহু ক্ষেত্রেই দেখা যাবে, এ ক্ষেত্রেও যে দেখা যাচ্ছে, সে আর বিচিত্র কী। এই আইন প্রণয়নের পেছনে অবশ্য তথাকথিত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের চাপ ছিল। অনুমান করা অন্যায় হবে না যে সরকার যখন সমালোচনার যেকোনো ধ্বনিকেই অসহ্য মনে করে, তখন এই আইন নামে থাকবে, কিন্তু জনগণের কোনো কল্যাণে আসবে না।

শাসকশ্রেণি স্বেচ্ছায় জনগণকে ক্ষমতাবান করা দূরে থাক, জনগণকে তাদের ক্ষোভ-বিক্ষোভের কোনো রকম প্রকাশকেই সহ্য করছে না। সহ্য যাতে করে তার জন্য চাপ প্রয়োগ দরকার হবে। আর সেই চাপটা যে দুটি জায়গা থেকে আসতে পারে তাদের একটি হচ্ছে ওই জনগণ এবং অপরটি যেটি আরও জরুরি, সেটি হলো বিকল্প গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তির বিকাশ। দ্বিতীয়টি গড়ে ওঠা সময়সাপেক্ষ। কিন্তু প্রথমটি, অর্থাৎ জনগণ, দ্রুতই নিজেকে সংগঠিত করে তুলতে পারে যদি তারা ঐক্যবদ্ধ হয়।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রশ্নে সাংবাদিকের ঐক্য পাকিস্তান আমলে আমরা দেখেছি, যে জন্য কোনো সংবাদপত্রের ওপর আঘাত এলে দেশজুড়ে প্রতিবাদ উঠত। সেই ঐক্যটা এখন আর নেই। শাসকশ্রেণি সাংবাদিক ও জনমাধ্যমের কর্মীদের বিভক্ত করে ফেলেছে, আর এ জন্যই জনমাধ্যম এখন এতটা বিপন্ন।

কোনোই সন্দেহ নেই যে সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা একটা বস্তুগত ভিতের ওপরই গড়ে ওঠে এবং নির্ভর করে। বাংলাদেশে বস্তুগত ওই ভিতটা শক্ত নয়। যে নতুন বছর আমরা শুরু করছি, সে বছর সেটি যে শক্ত হবে, তেমন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। মস্ত বড় সমস্যাটা হচ্ছে বিনিয়োগের। বিনিয়োগ বাড়ছে না। প্রবাসীদের কাছ থেকে যে অর্থ পাওয়া যায় তা-ও বৃদ্ধি না পেয়ে সংকুচিত হবে—এমনটাই আশঙ্কা।

দেশে বড় বড় সব পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে যাতে খরচ হবে প্রচুর। উৎপাদন তো ঘটবেই না; বরং অপচয় হবে বলেই ধারণা করা যাচ্ছে। যেমন ঢাকা শহরের জন্য উড়ালপথ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে এতে যানজট তো কমবেই না, উল্টো বৃদ্ধি পাবে। পথ চলাচলকারী সাধারণ মানুষ এবং জনপরিবহনের যাত্রীদের সুবিধা নষ্ট হবে, সুযোগ যেটুকু বৃদ্ধি পাওয়ার তা পাবে মোটরগাড়িওয়ালাদের। পৃথিবীর সব বড় শহরেই উড়ালপথের ধারণা এখন পরিত্যক্ত। তবু বাংলাদেশে তার আয়োজন। যানজটের সমাধানের জন্য প্রয়োজন মেট্রোর, যে ব্যবস্থা সব বড় শহরে আছে, রয়েছে এমনকি কলকাতায়ও; ঢাকাতেও তার প্রয়োজন, আশার কথা উড়াল মেট্রোরেলের কার্যক্রম চলছে। শেষ হলে এবং চালু হলে বোঝা যাবে আমরা কী পরিমাণে উপকৃত হচ্ছি।

আমাদের সমষ্টিগত মুক্তির লক্ষ্যে বিদ্যমান ব্যবস্থাটা বদলানো আবশ্যিক কিন্তু বদলানো যায়নি, যে জন্য আমরা সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকতে পারছি না। উন্নতি যা ঘটছে তা অল্প কিছু মানুষের, তারাও যে নিরাপদে রয়েছে তা নয়। আর বেশির ভাগ মানুষই কালাতিপাত করছে বিপদের মধ্যে। ব্যক্তিগত চেষ্টায় আমরা এ ব্যবস্থাকে যে বদলাতে পারব না, তাতে তো কোনো সন্দেহই নেই। এমনকি রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়েও সেটা অর্জন সম্ভব হচ্ছে না। হবেও না। যা প্রয়োজন তা হলো সমষ্টিগত, ধারাবাহিক এবং সুস্পষ্ট লক্ষ্যাভিসারী রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন। সেটা না করতে পারলে আমরা বাঁচার মতো বাঁচতে পারব না এবং সবাই আধমরা হয়েই থাকব, এখন যেমনটা রয়েছি।

পাঠকদের খ্রিষ্টীয় নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে আন্দোলনের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা স্মরণ না করে পারা গেল না।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শিশু নির্যাতনের অবসান দরকার

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ

আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের পাশাপাশি বাংলাদেশে শিশু আইন, ২০১৩-এর ৪ ধারা অনুযায়ী, ১৮ বছর পর্যন্ত সবাইকে শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়। শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশ, তাদের শিক্ষা গ্রহণ-প্রক্রিয়া ও ভবিষ্যতে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে বিশেষ অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর 'শিক্ষার স্তরনির্বিশেষে, বিশেষ কয়েকটি পদক্ষেপ' অধ্যায়ে ১০ ধারায় বলা হয়েছে: 'শিক্ষার কোনো স্তরেই শিক্ষার্থীরা যেন কোনোভাবেই শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের মুখোমুখি না হয়, সে বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে।' জাতীয় শিক্ষানীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, শিক্ষার সব স্তরের জন্য পৃথক কমিটি গঠন করে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর জন্য আচরণবিধি তৈরি করা হবে। তবে নীতিমালার এক দশক অতিক্রান্ত হওয়ার পরও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের কোনো পদক্ষেপ দৃষ্টিগোচর না হওয়া দুঃখজনক।

উল্লেখ্য, শিশু আইন, ২০১৩-এর ৭০ ধারা অনুসারে শিশুর শারীরিক ও মানসিক ক্ষতিসাধন করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এসব আইন ও নিয়মনীতি থাকার পরেও যথাযথ প্রয়োগ ও সচেতনতার অভাবে বাস্তব চিত্র অনেকটাই ভিন্ন এবং করোনা পরিস্থিতিতে ও পরবর্তী অবস্থায় তা আরও সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছে। এ অবস্থা থেকে দ্রুত উত্তরণে আইনের সংস্কার যে আবশ্যক, তা এ লেখাটির মূল আলোচ্য বিষয়। ২০২০ সালে শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ-সম্পর্কিত এক বৈশ্বিক প্রতিবেদনে দেখা যায়, বিশ্বে বছরব্যাপী প্রায় ১০০ কোটি শিশু শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই প্রতিবেদনের আওতায় করা জরিপ থেকে দেখা যায়, এক মাসে দেশে ১ থেকে ১৪ বছরের ৮৯ শতাংশ শিশুকেই শৃঙ্খলার নামে নির্যাতন করা হয়েছে। ২০১৬ সালে ব্লাস্টের এক গবেষণায় দেখা যায়, দেশের ৬৯ শতাংশ অভিভাবক মনে করেন, নিয়মানুবর্তিতার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিশুদের শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন। ৫৫ শতাংশ মনে করেন, শিশুদের সুপথে নিতে শাস্তি সহায়ক। ২৭ শতাংশ মনে করেন, শাস্তি না দিলে শিশুরা বখে যায় এবং ২৫ শতাংশ মনে করেন, শাস্তি দিলে শিশুরা শিক্ষকদের কথা শুনবে।

এই করোনার ক্রান্তিকালে দেশের বেশির ভাগ স্কুল বন্ধ থাকার সময় শিশুদের ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন কমেনি; বরং ক্ষেত্রবিশেষে বেড়েছে। বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোয় শিশুর প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতনের হার আরও বেড়ে যাওয়ার কারণ করোনা থেকে সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দা ও সমাজব্যবস্থায় পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ। পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তির আয় কমে যাওয়ায় অথবা আয় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শিশুর প্রতি আচরণে এ সময় অসহিষ্ণুতা বেড়েছে কয়েক গুণ। এ ছাড়া করোনা পরিস্থিতির কারণে জাতীয় বাজেট ও আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলোর ওপর চাপ বাড়ায় শিশু নির্যাতন বন্ধের উদ্যোগ আরও বাধার সম্মুখীন হয়।

শিশু অধিকার সনদ, ১৯৮৯-এর ৩ (১), ১৯ (১), ৩৭ (১), ৩৭ (২) ও ৩৭ (৩) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, শিশুদের শারীরিক শাস্তি প্রদান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সনদ, ১৯৬৬-এর অনুচ্ছেদ ৭-এ সব ধরনের নিষ্ঠুর ও মর্যাদাহানিকর আচরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই সনদ দুটিতে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ শিশুদের প্রতি নির্যাতন বন্ধে অঙ্গীকারবদ্ধ। এরই অংশ হিসেবে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ ও শিশু আইন, ২০১৩-তে শিশুদের প্রতি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ২০১১ সালে ব্লাস্ট এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্র কর্তৃক যৌথভাবে করা একটি জনস্বার্থ মামলার রায়ে বলা হয়েছে, শিক্ষক দ্বারা শিক্ষার্থীদের প্রতি শারীরিক শাস্তি এবং নিষ্ঠুর, অমানবিক ও অপমানকর আচরণ সংবিধানের ২৭, ৩১, ৩২ ও ৩৫ (৫) নং অনুচ্ছেদে প্রদত্ত শিক্ষার্থীদের মৌলিক অধিকারগুলো লঙ্ঘন করে। এ ছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিশু নির্যাতন বন্ধের উদ্দেশ্যে ২০১০ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি পরিপত্র এবং ২০১১ সালে সরকার একটি নীতিমালা জারি করে।

কিন্তু এসব ইতিবাচক আইন ও নীতিমালা থাকলেও আইনের প্রয়োগ ও সচেতনতার অভাবে শিশুর প্রতি নির্যাতনের ক্ষেত্রে পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পরিবর্তন আসেনি। করোনার জন্য স্কুলগুলো বন্ধ থাকার সময় জনসমক্ষের আড়ালে বাড়িতেই শিশুরা বেশি নির্যাতিত হয়েছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত বছরের জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত সাত মাসে শিশুর প্রতি নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ১ হাজার ১৯৯টি। এই সাত মাসে খুন হয়েছে ৩৬৫টি শিশু। বিচারের দীর্ঘসূত্রতা এবং নেতিবাচক মানসিকতার কারণেও শিশুর প্রতি সহিংসতা বেড়েছে বলে মনে করছেন গবেষকেরা। এ ক্ষেত্রে শিশু আইন, ২০১৩-এর ৭০ ধারাটির প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। প্রথমত, এই আইনের ব্যাপারে সচেতনতার অভাব। দ্বিতীয়ত, করোনা পরিস্থিতিতে পরিবারে শিশুর প্রতি নির্যাতন বন্ধের ক্ষেত্রে আইনটির প্রয়োগ না থাকা। তৃতীয়ত, নির্যাতনের কারণে শিশুর মনে যে নেতিবাচক মানসিক প্রভাব পড়ে, তা ওই ৭০ ধারার আওতায় প্রমাণ করা খুবই কঠিন।

করোনা-পূর্বকালে এবং বর্তমানেও অনেক বাবা-মা শিশুদের মারধর করেন। অথচ শিশুদের আত্মসম্মানবোধ ও মারধরের কারণে তাদের ওপর নেতিবাচক প্রভাবের বিষয়টি তারা অনুধাবন করেন না। শিশুদের সংশোধনে বিকল্প ব্যবস্থার ব্যবহার জানা দরকার, যা বিশ্বের বহু দেশের শিক্ষক ও বাবা-মায়েরা করতে অভ্যস্ত। শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি দেওয়া যাবে না, এ কথা শিক্ষকদের নিয়োগপত্রে ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালে উল্লেখ থাকা দরকার। আবার কোনো শিক্ষক অথবা শিক্ষাব্যবস্থাপক বিধিবহির্ভূত অসংগত আচরণ করলে তার বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অভিযোগ বক্স স্থাপনের কথা বলা হলেও সেটা প্রকাশ্য স্থানে অনেক জায়গায় নেই।

বর্ণিত পরিস্থিতিতে করোনার ক্রান্তিকালে পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সকল পর্যায়ে শিশুর প্রতি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন বন্ধে শিশু আইনের ৭০ ধারার সংস্কার করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে আইনে দুর্যোগকালে শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা যেমন বিবেচনায় আনতে হবে, তেমনি শিশুর প্রতি লঘু শাস্তি প্রদানকেও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। সর্বোপরি শিক্ষক ও অভিভাবকদের এই আইন ও আইনের বিদ্যমান ধারার ব্যাপারে সচেতন করতে হবে।

এদিকে দেশের সব স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন বন্ধে হাইকোর্ট ৪ নভেম্বর ২০২১ মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়কে উপজেলা পর্যায়ে মনিটরিং কমিটি গঠনের পরামর্শ দিয়েছেন। উল্লেখ্য, শিশু আইনের মূল লক্ষ্য নির্যাতনকারীকে শাস্তি দেওয়া নয়; বরং কোনো শিশু যেন নির্যাতনের শিকার না হয়, তা নিশ্চিত করা। এ ক্ষেত্রে নির্যাতনকারীর দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সামাজিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে পারলে এই সংকটাপন্ন পরিস্থিতির ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব।

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ: জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর অন্যতম প্রণেতা, শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে গঠিত কোয়ালিশনের আহ্বায়ক

بسم الله الرحمن الرحيم
لا اله الا الله محمد رسول الله
আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর সভা
শ্রেষ্ঠনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-ই জীবন্ত কুরআন
দরসঃ মাওলানা ফিরোজ আলম, বাংলাডেস্ক, যুক্তরাজ্য
"এবং আমরা তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য কেবল রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি।" (২১ : ১০৮)
১৬ই জানুয়ারি, রবিবার, দুপুর ২:০০ EST
Zoom ID: 927 1601 5652 | Password: 971292
https://www.ahoban.org/zoom/
যোগাযোগঃ bangla.desk@Ahmadiyya.us | +1567-525-9532
বাংলাডেস্ক এবং আহমদীয়া মুসলিম জামাত, যুক্তরাষ্ট্র

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার

স্থান পরিবর্তন

অফিসঃ ৩৭-২৯, ৭২ স্ট্রিট
১ম তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করা সহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোনঃ ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

জান্নাত ফার্মেসি

(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)

GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন বুলবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত

আস্-সালাম ফার্মেসি

(সাটফিন বুলবাড, এফ ট্রেনের
সাবওয়ে এবং তাজমহল
রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে Sonali Exchange এর Apps টি

- ✓ যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- ✓ সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- ✓ সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- ✓ বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- ✓ যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌঁছে যায় অতি দ্রুত।
- ✓ ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়।

লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন ৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নূন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

টাইমস স্কোয়ারে শপথ নিচ্ছেন মেয়র এরিক অ্যাডামস। ছবি: সংগৃহীত

সংকট আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না: মেয়র অ্যাডামস

নিউইয়র্ক নগর

বছরের প্রথম দিন ১ জানুয়ারি শনিবার ট্রেনে সাধারণ যাত্রীবেশে নগর ভবনে যাত্রা করেন এরিক অ্যাডামস।

রহমান মাহবুব

নিউইয়র্কের নতুন নগরপিতা এরিক অ্যাডামস বলেছেন, সংকট মোকাবেলা করে পরস্পরের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। সংকট আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

টাইম স্কয়ারে নতুন বছরের বল পড়ার পরপরই সংক্ষিপ্ত আনুষ্ঠানিকতায় একহাতে পারিবারিক বাইবেল ছুঁয়ে এবং অন্য হাতে প্রয়াত মায়ের ছবি তুলে ধরে নিউইয়র্ক নগরের মেয়র হিসেবে শপথ নিয়েছেন এরিক অ্যাডামস। বছরের প্রথম দিন ১ জানুয়ারি শনিবার ট্রেনে সাধারণ যাত্রীবেশে নগর ভবনে যাত্রা করেন এরিক অ্যাডামস।

ব্রুকলিন থেকে নগরভবনে যাওয়ার পথে ট্রেন স্টেশনে দুজনের মারামারি দেখতে পেয়ে ৯১১ নম্বরে কল দেন তিনি। নিজের পরিচয় গোপন রেখেই নগরের জরুরি বিভাগে ফোন করেন অ্যাডামস। পুলিশ এসে পরিস্থিতি কীভাবে সামাল দিচ্ছে সেটি দূর থেকে দেখেন তিনি। এ ঘটনার কিছু পরই নগরভবনে মেয়র হসেবে মাত্র ১১ মিনিটের বক্তৃতায় এরিক অ্যাডামস তাঁর পরিকল্পনা ও প্রতিশ্রুতির কথা বলেন। তিনি বলেন, নিইউইয়র্কে কর্মহীনতা এখনও অনেক বেশি। কোভিড-১৯ সংক্রমণ বাড়ছে, অপরাধ বাড়ছে। এমন সব সংকটের মধ্যে ১০০ দিনের 'জিএসপি' (গেট স্টাফ ডান) পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন তিনি। নগর প্রশাসন আরও ভালো কাজ করতে পারে উল্লেখ করে এরিক অ্যাডামস বলেন, নিউইয়র্ক নগর বন্ধ হয়ে যায়নি। গত দু'বছরে নগরের উদ্যম বাধাগ্রস্থ হয়েছে। এখন আবার জেগে ওঠার সময়। বৃহত্তম এ নগরের ৯ মিলিয়ন লোকের সম্মিলিত স্বপ্নই এ নগরীকে জাগিয়ে তুলবে।

নিউইয়র্ক নগরের দায়িত্ব গ্রহণ করার সময়টিতে নগরবাসীর প্রথম চাহিদা হচ্ছে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করা। সাবেক মেয়র বিল ডি ব্লাজিওর সাথে পুলিশ বিভাগের দূরত্ব সৃষ্টিকে নিউইয়র্কে অপরাধ বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে মনে করা হচ্ছিল। এরিক অ্যাডামস এক্ষেত্রে সফল হবেন —এমন আশা করেই নগরবাসী তাঁকে নির্বাচিত করেছেন। নিউইয়র্ক পুলিশে ক্যাপ্টেন হিসেবে একসময় দায়িত্ব পালন করেছেন এরিক অ্যাডামস। পরে রাজনীতিতে জড়িয়ে নিউইয়র্কের ডেমোক্র্যাট দলের প্রতিষ্ঠিত শক্তির একজন হয়ে উঠেছেন তিনি। ব্রুকলিনের বোরো প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি জনগণের সমস্যা কাছে থেকে দেখেছেন। নিউইয়র্ক নগরের ব্যবসাবান্ধব মেয়র হিসেবে তিনি ব্যবসাবাণিজ্য প্রসারে কাজ করবেন, কর্ম সংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখবেন —এমন আশাবাদ আবারও উচ্চারিত হয়েছে নতুন বছরে নগরপিতার অভিষেকের দিনেই।

চারুকণ্ঠের বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন

১৯ ডিসেম্বর শিশু-কিশোর সংগঠন চারুকণ্ঠ শিশু-কিশোরদের আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভার আয়োজন করে।

রেজওয়ানা আলম

বাংলাদেশের মহান বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলিনের বৃহত্তর নোয়াখালী সমিতি ভবনে ১৯ ডিসেম্বর শিশু-কিশোর সংগঠন চারুকণ্ঠ শিশু-কিশোরদের আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভার আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের সাবেক ডিন ও লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক কবি হোসাইন কবির। আলোচনায় অংশ নেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও লেখক সামছুদ্দীন আজাদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি আবদুল আজিজ নঈমী, বিশিষ্ট সমাজ সেবক ও বৃহত্তর নোয়াখালী সমিতির সভাপতি নাজমুল হাসান মানিক, বৃহত্তর নোয়াখালি সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জাহিদ মিন্টু, বিশিষ্ট সমাজসেবী, কবি ও শিক্ষিকা শিরিন উল্লাহ, ডা. শেখ মুনতাসির, বিশিষ্ট সমাজসেবক ও বাংলাদেশ সোসাইটির সদস্য মইনুল উদ্দিন মাহবুব, লেখিকা রিমি রুম্মান, বাংলা বিজ্ঞাপন পত্রিকার প্রেসিডেন্ট ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মুস্তাফিজুর রহমান, ড্রামের বেস লিডার রুবি হোসেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ব্রুকলিন বিজনেস এসোসিয়েশনের দপ্তর সম্পাদক মইনুল আলম বাপ্পি। অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন শফিকুল ইসলাম, শারমিন ভূঁইয়া, ফারহানা আক্তার, তাসলিমা জাহান, লায়লা নূর, তানজানা খানম, খন্দকার হোসনা, লিজা ও নাসিমা আক্তার।

বক্তারা বলেন, বিশ্বের রাজধানী হিসাবে খ্যাত নিউইয়র্কে বেড়ে ওঠা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শিশু-কিশোরদের মধ্যে যদি বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, কৃষ্টি-সংস্কৃতির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া যায়, তাহলে ভবিষ্যতে তারা তাদের মা-বাবার জন্মভূমি বাংলাদেশের উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। এ মহতি উদ্যোগের জন্য চারুকণ্ঠের পরিচালক ফারজিন রাকিবা কবিরসহ সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান তাঁরা।

এই আয়োজনে বৃহত্তর নোয়াখালী সমিতির সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য সমিতির কর্মকর্তাদের প্রতি চারুকণ্ঠের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়। সবশেষে বক্তব্য রাখেন চারুকণ্ঠের পরিচালক ফারজিন রাকিবা কবির।

নিউইয়র্কে চারুকণ্ঠের বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন। ছবি : সংগৃহীত

ম্যানুয়েল কাস্ত্রো

ইমিগ্র্যান্ট অ্যাফেয়ার্সের নতুন কমিশনার কাস্ত্রো

জাহিদা আলম

নিউইয়র্ক নগরের মেয়রের অফিস অব ইমিগ্র্যান্ট অ্যাফেয়ার্সের (MOIA) কমিশনার হিসেবে ম্যানুয়েল 'ম্যানি' কাস্ত্রোকে নিয়োগ দিয়েছেন মেয়র এরিক অ্যাডামস। ৩১ ডিসেম্বর তাঁকে নিয়োগের ঘোষণা দেয়া হয়। কাস্ত্রো প্রথমবারের মতো ইমিগ্র্যান্ট অ্যাফেয়ার্স কমিশনারের পদে নিয়োগ পেয়েছেন, যিনি একসময় নথিপত্রহীন অভিবাসী ছিলেন।

কাস্ত্রো নিউ ইমিগ্র্যান্ট কমিউনিটি এমপাওয়ারমেন্ট এবং নিউইয়র্ক ইমিগ্রেশন কোয়ালিশনের সদস্য সংস্থার নির্বাহী পরিচালক হিসাবে কাজ করছেন। একজন আইনজীবী এবং ব্যতিক্রমী সংগঠক হিসেবে কাস্ত্রো অভিবাসী অধিকারের জন্য লড়াই করে আসছেন গত ১৫ বছর ধরে। কাস্ত্রো হ্যাম্পশায়ার কলেজ থেকে আরবান নৃবিজ্ঞানে স্নাতক এবং নিউইয়র্কের সিটি ইউনিভার্সিটি বারুক কলেজের স্কুল অব পাবলিক অ্যাফেয়ার্স থেকে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে স্নাতকোত্তর (এমপিএ) করেছেন। নিউইয়র্ক ইমিগ্রেশন কোয়ালিশনের নির্বাহী পরিচালক মুরাদ আওয়াদেহ বলেন, নগরজুড়ে অভিবাসীরা কাস্ত্রোকে কমিশনার ঘোষণা করায় আনন্দিত।

কাস্ত্রো পাঁচ বছর বয়সে নিউইয়র্কে আসেন। তাঁর জীবনের বেশিরভাগ সময় কোনো আইনি মর্যাদা ছাড়াই জীবনযাপন করেছেন। ম্যানি কাস্ত্রো নামে নাগরিক আন্দোলনের সংগঠকদের কাছে তিনি পরিচিত। অভিবাসী নিউইয়র্কবাসীদের অভিজ্ঞতাগুলো গভীরভাবে বুঝতে পারেন এবং তাদের পরিস্থিতি উন্নত করতে কাস্ত্রো তাঁর ক্যারিয়ারজুড়ে কাজ করে আসছেন।

আটলান্টিক সিটির মেয়র হিসেবে শপথ নিচ্ছেন মার্টি স্মল। ছবি: সংগৃহীত

আটলান্টিক সিটির মেয়র স্মল শপথ নিলেন

সুব্রত চৌধুরী, *আটলান্টিক সিটি*

নিউজার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটির মেয়র হিসেবে শপথ নিলেন মার্টি স্মল। ১ জানুয়ারি দুপুরে জিম হুইলান বোর্ডওয়াক হলে অনুষ্ঠিত শপথ অনুষ্ঠানে তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান স্টকটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ড. হারভে কেসেলম্যান। এরপর নির্বাচিত তিন কাউন্সিলর এট লারজকে শপথবাক্য পাঠ করানো হয়।

গত ২ নভেম্বর আটলান্টিক সিটির মেয়র ও কাউন্সিলর এট লারজ পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে মেয়র পদে মার্টি স্মল ও কাউন্সিলর এট লারজ পদে জর্জ টিবিট পুনর্নির্বাচিত এবং স্টিফেনি মার্শাল ও ব্রুস ই উইকস পরবর্তী চার বছরের জন্য নির্বাচিত হন। শপথ অনুষ্ঠানে আটলান্টিক কাউন্টির ডেমোক্র্যাটিক কমিটির চেয়ারম্যান মাইক সুলেমান, সিআরডিএর কমিশনার জয়েস মলিনা, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল, বিএএসজের ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি আব্দুর রফিক, এসিএমইউএর পরিচালক পর্ষদের সদস্য মো. দিদার, আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড সদস্য সুব্রত চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

শপথ অনুষ্ঠান শেষে এই প্রতিবেদকের সাথে আলাপকালে মেয়র মার্টি স্মল আটলান্টিক সিটিতে বহুজাতিক সমাজ বিনির্মাণে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অবদানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

ট্রাম্পকে অবশ্যই বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে: রাইসি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি বলেছেন, কুদস ফোর্সের সাবেক কমান্ডার জেনারেল কাসেম সোলাইমানিকে হত্যার জন্য সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেওকে অবশ্যই বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। জেনারেল কাসেম সোলাইমানির দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে গত সোমবার তেহরানে আয়োজিত এক সমাবেশে ভাষণে এমনটি বলেন ইরানের প্রেসিডেন্ট। এএফপির প্রতিবেদনে এমনটি বলা হয়েছে।

রাইসি বলেন, জেনারেল সোলাইমানি ছিলেন ইরাক সরকারের রাষ্ট্রীয় মেহমান। আপনারা তাঁকে হত্যা করে ইরাকের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করেছেন, একই সঙ্গে পুরো ইরাকি জাতিকে হত্যা করেছেন।

করোনার নতুন ধরন শনাক্ত, নাম আইএইচইউ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

করোনাভাইরাসের অতিসংক্রামক ধরন ওমিক্রনের রেশ কাটার আগেই আইএইচইউ নামে নতুন আরেকটি ধরন শনাক্ত হয়েছে। নতুন শনাক্ত হওয়া এই ধরনটির বৈজ্ঞানিক নাম বি.১,৬৪০.২। ফ্রান্সের জীবাণু গবেষণা সংস্থা আইএইচইউ মেডিটেরানির নাম অনুসারে এটির নামকরণ হয়েছে। ফ্রান্সের জীবাণু গবেষণা সংস্থা আইএইচইউ মেডিটেরানির নাম অনুসারে এটির নামকরণ হয়েছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে এমনটি বলা হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২১ সালের নভেম্বরের মাঝামাঝি ফ্রান্সে এক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি এই ধরনে আক্রান্ত হন।

এই ধরন নিয়ে একটি গবেষণা করেছে আইএইচইউ মেডিটেরানি। গত ২৯ ডিসেম্বর ফ্রান্সের চিকিৎসা সাময়িকী মেডরিক্সিভে প্রকাশিত হয়েছে এটি। তবে গবেষণাটি এখনো পিআর রিভিউ হয়নি। প্রতিবেদনে গবেষকেরা জানিয়েছেন, মধ্য আফ্রিকার দেশ ক্যামেরুন থেকে এই ধরনটির আগমন ঘটেছে বলে ধারণা করছেন তারা।

বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, করোনার নতুন প্রজাতি ৪৬ বার মিউটেশনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে, যা ওমিক্রনের থেকেও বেশি। ফলে অ্যান্টিবডির প্রাচীর ভেঙে সংক্রমণ ছড়ানোর ক্ষমতা এর অনেক বেশি।

ফ্রান্সের স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ১০ ডিসেম্বর প্রথম ধরনে সংক্রমণের খোঁজ মিলেছিল সেখানে। এর মধ্যে মোট ১২ জন আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে।

এ বিষয়ে একটি টুইট করেছেন মহামারি বিশেষজ্ঞ এরিক ফেইল ডিং। তার মতে, এখন করোনার নতুন ধরনগুলো একের পর এক আসতে থাকবে। তার মানে এ নয় যে সবগুলো বিপজ্জনক। সংখ্যা বৃদ্ধি করার ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে এটির বিপজ্জনক হয়ে ওঠা।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) ইতোমধ্যে আইএইচইউয়ের বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করেছে বলে জানিয়েছে।

আন্টলান্টিক সিটিতে তুষারঝড়ে জনজীবন স্থবির হলে অনেকে তুষার কণা নিয়ে আনন্দে মেতে ওঠেন। ছবি: উত্তর আমেরিকা অফিস

প্রচণ্ড তুষার ঝড়ে ব্যাহত জীবনযাত্রা

আটলান্টিক সিটি

সুব্রত চৌধুরী, *আটলান্টিক সিটি*

গত ৩ জানুয়ারি নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিসহ পার্শ্ববর্তী শহরগুলো সকাল থেকেই তুষারঝড়ের কবলে পড়ে। এর ফলে ব্যাহত হয় শহরগুলোর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। এদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রচণ্ড তুষারপাতের সঙ্গে বয়ে গেছে হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা বাতাস। সাথে কোথাও কোথাও উপকূলীয় বন্যা। কোনো কোনো শহরে ১২-১৩ ইঞ্চি তুষারপাত হয়েছে। নিউজার্সি রাজ্যের গর্ভনর ফিল মারফি বছরের প্রথম তুষার ঝড়কে সামনে রেখে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন।

আটলান্টিক সিটির অধিবাসীদের সিআরডিএর অধীনস্থ ওয়েব গ্যারেজে ফ্রি পার্কিংয়ের অনুমতি দেয়া হয়। একইসঙ্গে আটলান্টিক সিটির নগর কর্তৃপক্ষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তুষার ঝড়ের কারণে অনেক ফ্লাইট বাতিল করা হয়। এছাড়া জরুরি পরিসেবা ছাড়া আটলান্টিক সিটি গভর্নমেন্ট ও আটলান্টিক কাউন্টি গভর্নমেন্টের অফিসগুলো বন্ধ ছিল। স্কুল-কলেজও বন্ধ ঘোষণা করা হয়। রাস্তাঘাটে গাড়ির সংখ্যা ছিল খুব কম। সকাল থেকেই সিটির পাবলিক ওয়ার্কসের লোকজন রাস্তাঘাটের তুষার পরিষ্কারে ব্যস্ত ছিল। আটলান্টিক সিটির প্রবাসী বাংলাদেশিরা প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হননি। যাঁরা ক্যাসিনোতে কাজ করেন তাঁদের কাজে যেতে বেশ কষ্ট পোহাতে হয়েছিল। বছরের প্রথম তুষার ঝড়ে অনেক শিশু-কিশোর স্নো বল খেলায় মেতে ওঠে। কেউ কেউ আবার তুষার ঝড়ে স্নাত হয়ে তুষার কণা গায়ে মেখে আনন্দ-উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন।

আটলান্টিক সিটির মেয়র মার্টি স্মল শুরু থেকেই পরিস্থিতির ওপর সার্বক্ষণিক নজর রেখেছিলেন। এছাড়া পাবলিক ওয়ার্কসের লোকজনের কাজকর্ম নিবিড়ভাবে তদারক করেন। এদিন সন্ধ্যা তুষার ঝড় থামার পর বাড়ির চারপাশের স্তূপকৃত তুষার পরিষ্কারে শহরগুলোর অধিবাসীরা ব্যস্ত হয়ে পড়েন। নতুন বছর বরণের আনন্দের রেশ কাটতে না কাটতেই এই তুষার ঝড় সবার মনে নিরানন্দ বয়ে আনে।

জব হেল্প! জব হেল্প!!

- পোষ্ট অফিস জব, ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট এজেন্ট, স্কুল সেফটি এজেন্ট, পুলিশ অফিসার, কারেকশন অফিসার এবং এমটিএ জব সহ আমেরিকার সব ধরণের সরকারী জব-এর এপ্লিকেশন এবং পরীক্ষায় পাশ করার জন্য হেল্প করা হয়।
- পোষ্টাল (United State Postal Service) জব একটি ফেডারেল জব। এই জব-এ সকল প্রকার সরকারী সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান। খুব সহজে এবং অল্প সময়-এ এই জব পাওয়া সম্ভব।
- জব না হওয়া পর্যন্ত আমরা আনলিমিটেড সাহায্য করে থাকি।
- আমাদের লক্ষ্য একটি সঠিক জব পেতে আপনাকে সাহায্য করা। বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন।

ফোন:৩৪৭-৪৫৯-০৫৪৫ (মন্ডল) (By Appointment Only)
Microsoft Certified System Engineer and
A Plus Certified Professional এবং সরকারী জব এ কর্মরত
৩৩-২৪ ৭৭ স্ট্রিট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক।

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে 50 পারসেন্ট ডিসকাউন্টে সিপিএ'র মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

TAX FILING 2020
WE DO ALL TYPES OF TAXES
50% REDUCTION IN FEES AS COVID-19 RELIEF
CONTACT
KALIANNA LAKSHMANAN, CPA, CISA
7232 BROADWAY, SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 347-592-9973; Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com

নববর্ষের প্রথম দিনেই নিউইয়র্কে নারী খুন

রোকেয়া দীপা

নববর্ষের প্রথম দিনেই এস্টোরিয়া এলাকায় এক নারী খুন হওয়ার মধ্য দিয়ে নিউইয়র্ক নগরের বছরের খুনের হিসেব শুরু হয়েছে। বেড়ে যাওয়া অপরাধের নগর হিসেবে চিহ্নিত হয়ে ওঠা নিউইয়র্কের নতুন মেয়র এরিক অ্যাডামস শক্তভাবে অপরাধ নিয়ন্ত্রণের ঘোষণা দিয়েছেন। ১ জানুয়ারি শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে এস্টোরিয়ার ব্রোডওয়ে এবং ২৩ স্ট্রিট এলাকা থেকে জরুরি কল পায় পুলিশ। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ এক নারীকে উপর্যুপরি ছুরিকাহত অবস্থায় ফুটপাতে পড়ে থাকতে দেখে। দ্রুত হাসপাতালে নেয়ার পর তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তারের কথা পুলিশ জানায়নি।

এস্টোরিয়ার এ ঘটনার মধ্য দিয়ে ২০২২ সালে নিউইয়র্ক নগরে খুনের হিসেব শুরু হয়েছে। নিউইয়র্ক পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালে ৪৮৫টি খুন হয়েছে। যা আগের বছর থেকে ৪ শতাংশ বেশি। কোভিড-১৯ মহামারি শুরুর পর থেকে নিউইয়র্ক নগরে খুনের সংখ্যা বেড়ে গেছে। প্রতিবছরই এ সংখ্যা বাড়ছে। খুনের সাথে সশস্ত্র সহিংসতা, গোলাগুলির ঘটনা ২০২০ সাল এবং ২০২১ সালের বেশিরভাগ সময় নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে উঠতে দেখা যায়। নিউইয়র্ক পুলিশের তথ্যে জানা গেছে, ২০২১ সালে নিউইয়র্ক নগরে ১৮৫৭ জন গোলাগুলির ঘটনার শিকার হয়েছে।

নতুন বছরে নিউইয়র্ক নগরের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন মেয়র এরিক অ্যাডামস। নগরবাসীর প্রথম চাহিদা হচ্ছে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করা। সাবেক মেয়র বিল ডি ব্লাজিওর সাথে পুলিশ বিভাগের দূরত্ব সৃষ্টিকে নিউইয়র্কে অপরাধ বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে মনে করা হচ্ছিল। এরিক অ্যাডামস এক্ষেত্রে সফল হবেন—এমনটাই মনে করে লোকজন তাঁকে নির্বাচিত করেছে। নিউইয়র্ক পুলিশে ক্যাপ্টেন হিসেবে একসময় দায়িত্ব পালন করেছেন এরিক অ্যাডামস। জনগণের চাহিদার কথাই উচ্চারিত হয়েছে তাঁর প্রথম সংবাদ সম্মেলনে। তিনি বলেছেন নগর প্রশাসনের বহু বিভাগ কার্যকর হয়ে উঠেছে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নিউইয়র্ক নগরকে অপরাধমুক্ত করার প্রয়াস ও প্রতিশ্রুতির কথা জানান তিনি।

নিউইয়র্কে ভাড়ায় ছাতা মিলছে

জাহিদা আলম

রোদ-বৃষ্টিতে নিউইয়র্ক নগরে ছাতা ভাড়া নেয়া যাচ্ছে। ছাতা ভাড়া দেয়ার একটি কোম্পানি নগরজুড়ে আগামী বছরের মধ্যে আর বেশকিছু কিয়স্ক স্থাপন করছে। নগরজুড়ে এখন যেমন বাইসাইকেল ভাড়া নেয়া যায়, তেমনি ছাতা ভাড়া নেয়া যাবে প্রায় সব এলাকা থেকেই। এরইমধ্যে ৩৫টি কিয়স্ক স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি কিয়স্কে ১০০টি করে ছাতা রাখা হয়েছে। আগামী এক বছরের মধ্যে এমন ১০০টি কিয়স্ক স্থাপন করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

ছাতা ভাড়া দেয়ার কোম্পানির সহ-প্রতিষ্ঠাতা ফ্রেডি মার্কস বলেছেন, বিষয়টি একদম সহজ। রোদ-বৃষ্টিতে যার ছাতা দরকার সে নিয়ে যাবে এবং পরদিন ফেরত দেবে। প্রথম ২৪ ঘণ্টার জন্য ছাতাটি ফ্রি। তারপর প্রতিদিনের জন্য ২ ডলার করে ফি আরোপ করা হবে। ৪র্থ দিনে পৌঁছার পর গ্রাহক ছাতাটি রেখে দেবে এবং গ্রাহকের নামে ১৬ ডলার চার্জ করা হবে। একটি অ্যাপসের মাধ্যমে ছাতা নেয়া ও ফেরত দেয়ার কাজটি পরিচালিত হবে। রেন্ট আম্বরেলা নামের এ স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠান ছাতা ভাড়া থেকে আয় বৃদ্ধির জন্য ছাতার ওপরে বিভিন্ন কোম্পানির বিজ্ঞাপন প্রদান করবে বলে জানিয়েছে। নিউইয়র্ক নগরের সব ট্রেন স্টেশনে এসব ছাতা পাওয়া যাবে। কোম্পানির সহ-প্রতিষ্ঠাতা ফ্রেডি মার্কোস জানান, এ ধারণা নিয়ে তাঁদের কোম্পানিটি ব্রাজিলে সফল ব্যবসা করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকতে না দেওয়ার খবরকে গুজব বলছেন পলক

ঢাকা ডেস্ক

জুনাইদ আহমেদ

বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নিষেধাজ্ঞার সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা গুজব রটছে। এবার গুজব ছড়িয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের নামে। অনলাইনে অনেকে বলছেন, রাষ্ট্রীয় সফরে থাকার পরও প্রতিমন্ত্রী আমেরিকায় ঢুকতে পারেননি। তবে বিষয়টি সঠিক নয় বলে দাবি করেছেন প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। তাঁর সফরের বিস্তারিত উল্লেখ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পাল্টা পোস্টও দিয়েছেন তিনি।

গতকাল রোববার কবীর আহমেদ নামের একটি ফেসবুক আইডি থেকে প্রতিমন্ত্রী পলকের একটি ছবি এবং বাংলাদেশ সরকারের জিও (গভর্মেন্ট অর্ডার) সংযুক্ত করে একটি পোস্ট করা হয়। আইডির ব্যক্তি নিজেকে আয়ারল্যান্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক দাবি করেছেন।

পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'আরও একটি সুখবর। বিনা ভোটের মাফিয়া অবৈধ সরকারের পাতিমন্ত্রী পলককে ঢুকতে দেয়নি আমেরিকা। তার নির্ধারিত কর্মসূচি ছিল ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্কে! কিন্তু তাও তাকে ঢুকতে দেয়নি। আরও অনেক সুখবর আসছে।'

পোস্টটিতে সোমবার রাত সাড়ে ৭টা পর্যন্ত প্রায় ২৭০ জন প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। এই পোস্টের প্রতিক্রিয়ায় প্রতিমন্ত্রী পলক নিজের ফেসবুক প্রোফাইল ও পেজে একটি বিশদ লেখা পোস্ট করেছেন।

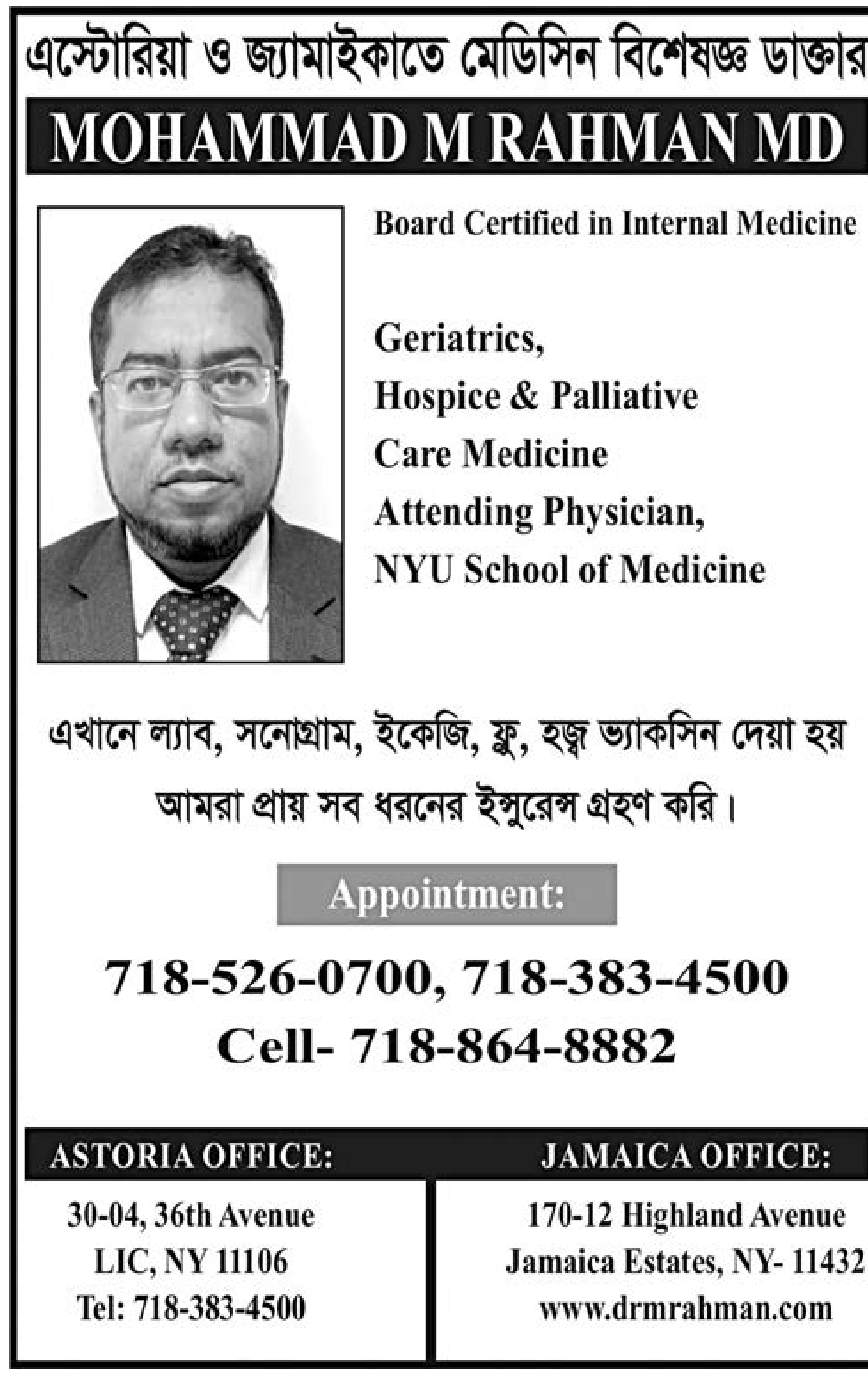

বাড়ি ক্রয়ে ২৫% ডাউন পেমেন্ট দিলে নো ব্যাকগ্রাউন্ড চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

Silver & Gold Realty

ইনকামট্যাক্স **২০১৯** ইনকামট্যাক্স

আন্‌জুমান ট্যাক্স সার্ভিসেস ইন্‌ক

37-21 72nd Street, Sute # 202
Jackson Heights, NY-11372

IRS Authorised E-File Provider

● ইনকামট্যাক্স, ব্যক্তিগত, ব্যবসায়িক ও কর্পোরেশন রিটার্ন ● বুক কিপিং, একাউন্টিং, সেলস্ ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স ● কর্পোরেশন ফর্ম ও নতুন ব্যবসা সেটআপ ● স্বামী-স্ত্রী ও পরিবার পরিজনদের জন্য আবেদনসহ যাবতীয় ইমিগ্রেশন সার্ভিস ● ইংরেজী অনুবাদ ও নোটারী সার্ভিস ● ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস। আমাদের অফিস সপ্তাহে সাত দিনই খোলা থাকে।

যোগাযোগ ► আবু হেলেন হোসেন

718-777-5477, Cell: 917-496-7966, Fax, 718-777-8020

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্নক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যান্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হার্টের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সূযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সূযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

ব্রুকলিনে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠান। ছবি : সংগৃহীত

জানুয়ারিতেই নিউইয়র্কে মিলবে এন্টাই ভাইরাল ওষুধ

করোনা মহামারি

রওশন হক

কোভিড-১৯ সংক্রমণবিরোধী এন্টাই ভাইরাল পিলের প্রথম সরবরাহ পর্যাপ্ত পরিমাণে নিউইয়র্কে পাঠানোর দাবি জানিয়েছেন সিনেটর চার্লস শুমার। নিউইয়র্ক থেকে নির্বাচিত সিনেটর শুমার ২ জানুয়ারি এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, জানুয়ারি মাসের মধ্যেই সদ্য অনুমোদিত হওয়া ওষুধটি নিউইয়র্কে পৌঁছবে।

নিউইয়র্ক নগরের ম্যানহাটনে করা ওই সংবাদ সম্মেলনে সিনেটর শুমার বলেন, নিউইয়র্কেই ওষুধটির সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। তিনি ফেডারেল সরকার ও ফার্মেসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলোকে নিউইয়র্কের জন্য প্রথম সরবরাহ পাঠানো নিশ্চিত করার আহ্বান জানান। তিনি জানান, উৎপাদিত এন্টাই ভাইরাল পিলটি রাজ্য অনুযায়ী কীভাবে বিতরণ করা হবে, এ নিয়ে ফেডারেল সরকার এখনও সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেনি। সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শুমার বলেন, আমাদের সংক্রমণের হার সবচেয়ে বেশি। নিউইয়র্কেই সবচেয়ে বেশি ঘনবসতি। সব বিবেচনাতেই নিউইয়র্কে ওষুধটির প্রথম সরবারাহ দ্রুততার সাথে পাওয়ার দাবি জানান তিনি।

গত ২২ ডিসেম্বর ফুড এন্ড ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশন ফাইজার কোম্পানির প্যাক্সলোভিড এবং এর একদিন পর মার্কস কোম্পানির মলনুপিরাভির নামে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার কার্যকর এন্টাই ভাইরাল ওষুধ অনুমোদন করেছে। প্যাক্সলোভিড ১২ বছর এবং এর ঊর্ধ্ব বয়সীদের জন্য ব্যবহারের জরুরি অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ওষুধটি করোনা সংক্রমণের রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি ও মৃত্যু থেকে ৮৮ শতাংশ সুরক্ষা দেয় বলে দেখা গেছে। অন্যদিকে মলনুপিরাভির ১৮ বছর ও ঊর্ধ্ব বয়সীদের ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে। মলনুপিরাভির কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে ৩০ শতাংশ ঝুঁকি হ্রাস করে বলে পরীক্ষায় দেখা গেছে। সদ্য অনুমোদিত ওষুধ দুটি অনেকটাই দুষ্প্রাপ্য এখনও। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এখন পর্যন্ত ১০ মিলিয়ন প্যাক্সলোভিড এবং তিন দশমিক এক মিলিয়ন মলনুপিরাভির সংগ্রহের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করেছেন। করোনার উভয় এন্টাই ভাইরাল ওষুধ মৃদু লক্ষণের সংক্রমণে এবং ৬৫ বছরের ঊর্ধ্বে উচ্চ ঝুঁকির লোকজনকে দেয়ার জন্য বলা হয়েছে। সংক্রমণের আলামত দেখার প্রথম কয়েকদিনের মধ্যে এসব এন্টাই ভাইরাল পিল গ্রহণ করতে হবে। এতে করে হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা কমবে বলে বলা হচ্ছে। যদিও এসব এন্টাই ভাইরাল ওষুধ ভ্যাকসিন গ্রহণের বিকল্প নয়। সবাইকে টিকা ও বুস্টার ডোজ গ্রহণের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। এন্টাই ভাইরাল ওষুধগুলো চিকিৎসকের পরামর্শে ফার্মেসির মাধ্যমে পাওয়া যাবে বলে জানানো হয়েছে।

চার্লস শুমার

ব্রুকলিনে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন

উত্তর আমেরিকা অফিস

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানেরজন্মশতবার্ষিকী ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করেছে নিউইয়র্ক ব্রুকলিন আওয়ামী লীগ ও চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড আওয়ামী লীগ। ৩১ ডিসেম্বর ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউর একটি মিলনায়তনে এ উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ব্রুকলিন আওয়ামী লীগের সভাপতি নুরুল ইসলাম নজরুলের সভাপতিত্বে এবং চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ইসমত হক খোকনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি এন আমিন। প্রধান বক্তা ছিলেন মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরী।

সভায় আরও বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথি যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা জয়নাল আবেদীন, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রফিকুর রহমান, সহ-সভাপতি সাইকুল ইসলাম, এম আলমগীর, আওয়ামী লীগ নেতা সালাউদ্দিন বিপ্লব, আলাউদ্দিন, ছায়দুল কাদের, সাইফুল ইসলাম চেয়ারম্যান, দুলাল বিল্লাহ, হাজী ইদ্রিস আলম, মাইনুল আবেদীন, সাইফুল ইসলাম শামীম।

‘কিছু দেশের অসন্তোষের কারণ খুঁজে সমাধানের চেষ্টা করা হবে’

ঢাকা ডেস্ক

বাংলাদেশের ওপর কিছু দেশের অসন্তোষের কারণ খুঁজে বের করা হবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আবদুল মোমেন। আজ সোমবার সন্ধ্যায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেওয়ার সময় এ কথা বলেন তিনি। এ সময় ২০২২ সালের কূটনীতিতে বাংলাদেশের অগ্রাধিকার ও প্রতিবন্ধকতা নিয়ে কথা বলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

শপথ নিচ্ছেন বাংলাদেশ ল সোসাইটি ইউএসএ’র নতুন কমিটির সদস্যরা। ছবি : সংগৃহীত

বাংলাদেশ ল সোসাইটি ইউএসএ’র নতুন কমিটি শপথ

জাহিদা আলম

শপথ নিলেন প্রবাসে বাংলাদেশি আইনজীবীদের সংগঠন বাংলাদেশ ল সোসাইটি ইউএসএ’র নবনির্বাচিত কমিটির নেতৃবৃন্দ। ৩০ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে এ শপথ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি মোস্তফা জামান।

সংগঠনের বিদায়ী সভাপতি এডভোকেট মো. নাছির উদ্দিনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আরিফ আর চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা ও কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ এটর্নি মঈন চৌধুরী, সংগঠনের উপদেষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এডভোকেট কাজী শামসুদ্দোহা, উপদেষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট জামাল আহমেদ জনি, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সচিব ও উপদেষ্টা এডভোকেট মুজিবুর রহমান, এ্ডভোকেট শেখ আখতারুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আব্দুল ওয়াহেদ, এটর্নি এম আজিজ, পর্না ইয়াসমিন, এ্ডভোকেট মো. আব্দুর রশিদ, এডভোকেট এম এম নুরুজ্জামান বাবু, এডভোকেট রেদওয়ানা রাজ্জাক, এডভোকেট বেলাল ভূইয়া, আব্দুর রশিদ, এডভোকেট মো. সাইদুর রহমান, লায়ন আহসান হাবিব। কবিতা আবৃত্তি করেন এডভোকেট সুফিয়ান আহমেদ চৌধুরী। সংগঠনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ্যাডভোকেট আবুল কে আজাদ তালুকদার নির্বাচনে সহযোগিতার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে নবনির্বাচিত কমিটিকে শপথবাক্য পাঠ করান।

নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দ হলেন: সভাপতি মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন, সহ-সভাপতি আব্দুল ওয়াহিদ ও রুবিনা মান্নান, সাধারণ সম্পাদক সাইয়্যেদ মঈন উদ্দিন জুনেল, যুগ্ম সম্পাদক মো. সাইদুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক পর্না ইয়াসমিন, কোষাধ্যক্ষ মো. মাহবুব আলম, দপ্তর সম্পাদক সৈয়দ আজহারুল ইসলাম, সাংস্কৃতিক সম্পাদক রেদোয়ানা রাজ্জাক, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মো. জাহিদুল ইসলাম, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক আকরাম খান, কার্যকরী সদস্য সুফিয়ান আহমেদ চৌধুরী, এম এম নুরুজ্জামান ও লুৎফর রহমান রিয়াদ। পরে নবনির্বাচিত সভাপতি মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন এবং সাধারণ সম্পাদক সাইয়্যেদ মঈন উদ্দিন জুনেলের পরিচালনায় পরবর্তী অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়।

ফ্রি হোম কেয়ার সার্ভিস
যে সকল মা বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন এর মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার আছে, তাঁদের সেবা করে আপনি সাপ্তাহিক ৫০০ ডলার করে উপার্জন করতে পারেন। এজন্যে পড়াশোনা বা কোন সার্টিফিকেট এর দরকার নাই।
যোগাযোগ করুন
নাসিমা: ৩৪৭-৮০১-৪০২৮

TRIBUNE TRAINING ACADEMY
29-28 41st Avenue, Suite 48, Queens, NY 11101
Office: (718) 790 - 2664 Cell: (917) 330 - 0891
- OSHA OUTREACH TRAINING
- SECURITY GUARD TRAINING
- WORK-ZONE FLAGGER TRAINING
- LIFT TRUCK / FORKLIFT TRAINING
- FIRST AID, CPR & AED TRAINING
- DEFENSIVE DRIVING
- RESUME BUILDING
- JOB SEEKING
DCJS Approved
OSHA Authorized Training
MD NOMAN
DIRECTOR OF SCHOOL
বিস্তারিত জানতে আজই কল করুন
অথবা ওয়েবসাইট ভিজিট করুন
আপনি কি বেকার? আপনি ভাল চাকরি খুজছেন?
তাহলে নিম্নোক্ত ট্রেনিং এর মাধ্যমে নিজেকে তৈরী করুন, উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ুন।

Authorized IRS e-file Provider
KAKATUA কাকাতুয়া AGENCY
PARVIZ KAZI E.A.
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
Serving Our Community For Over 28 Years
ENROLLED AGENT
দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার আলোকে এবং বর্তমান যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ট্যাক্স নীতিমালা অনুসরণ করে ট্যাক্স ফাইলিং করে থাকি
Tax Return
OUR SERVICES ARE:
Income Tax
Accounting
Travels
Immigration
Insurance
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: info@kakatua.com | Web: www.kakatua.com

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
মেডিকেল অফিস
We offer Quality Health Care
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432
৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226
ডা: নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certificed Internal Medicine & Women Health Expert
সময়: সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী
বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার
ডা: মো: ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়: মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা, শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা
ডা: আহমেদ কে আসলাম এম.ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)
আমাদের সেবা সমূহ:
- শারীরিক চেক আপ
- টি.এল.সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টরেল
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি
All kinds of Medical Managements
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সবধরনের শারীরিক চেকআপ, রক্তপরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট
যক্ষা টেস্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

জেবিবিএ নির্বাচনে টুকু-মুনির পরিষদের পরিচিতি সভা

উত্তর আমেরিকা অফিস

ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষার অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে অনুষ্ঠিত হয়েছে জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশি বিজনেস এসোসিয়েশন অব এনওয়াইয়ের (জেবিবিএ) আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী টুকু-মুনির প্যানেলের নির্বাচনী সভা।

৩ জানুয়ারি রাতে জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে অনুষ্ঠিত এ নির্বাচনী সভায় টুকু-মুনির প্যানেলের প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। ৯ জানুয়ারি রোববার অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে টুকু-মুনির প্যানেলের সভাপতি প্রার্থী মাহবুবুর রহমান টুকুর পরিচালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন সহ-সভাপতি প্রার্থী সুলতান আহমেদ ও মোহাম্মদ সোলায়মান আলী, সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী মুনির হাসান, সহ-সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী এমডি এল ফারুক, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রার্থী এমডি দেলওয়ার হোসেইন, কোষাধ্যক্ষ প্রার্থী এমডি এস হোসেন, দপ্তর সম্পাদক প্রার্থী রাম কে সাহা (অপু), প্রচার সম্পাদক প্রার্থী মোহাম্মদ শাহিন ভূঁইয়া, কালচারাল সম্পাদক প্রার্থী শেখ এইচ আলী, নির্বাহী সদস্য প্রার্থী শামীম মনির, নজরুল ইসলাম মিয়া, মাসুদ আহমেদ। উপস্থিত ছিলেন জেবিবিএর উপদেষ্টা মাহবুবুর রহমান চৌধুরী, জাকির মিয়া এবং আনোয়ার হোসেন।

সভায় সভাপতি প্রার্থী মাহবুবুর রহমান টুকু, সহ-সভাপতি প্রার্থী সুলতান আহমেদ ও মোহাম্মদ সোলায়মান আলী, সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী মুনির হাসান করোনা মহামারিতে কমিউনিটি সেবায় তাঁদের ভূমিকার কথা তুলে ধরে বলেন, টুকু-মুনির প্যানেল নির্বাচিত হলে জেবিবিএ-সহ ব্যবসায়ী-কমিউনিটিকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে তাঁরা আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবেন। প্রবাসী বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষায় তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন। ঐক্যবদ্ধ ব্যবসায়ী, কমিউনিটি, বাংলাদেশ ও আমেরিকার মূলধারায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের স্বার্থ রক্ষার অঙ্গীকার করেন তাঁরা।

বক্তারা বলেন, জেবিবিএকে কল্যাণমুখী সংগঠনে পরিণত করার স্বার্থেই টুকু-মুনির প্যানেলকে জয়ী করবেন ভোটাররা। নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হলে সকলের সার্বিক সহযোগিতায় সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোটে নির্বাচিত হবে টুকু-মুনির প্যানেল। এই প্যানেলের সব প্রার্থীকে বিজয়ী করতে জ্যাকসন হাইটস ব্যবসায়ীদের সার্বিক সহযোগিতার কামনা করেন তাঁরা।

উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশি-আমেরিকান ব্যবসায়ীদের সর্ববৃহৎ সংগঠন জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশি বিজনেস এসোসিয়েশন অব এনওয়াইয়ের(জেবিবিএ) নির্বাচন ৯ জানুয়ারি নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশ প্লাজা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হবে। ৪২১ ভোটারের এ নির্বাচনে মেশিনে ভোটগ্রহণ করা হবে সকাল ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। কার্যকরী পরিষদের ১৫ আসনে সরাসরি লড়ছেন টুকু-মুনির এবং গিয়াস-তারেক প্যানেল। এই দুই প্যানেলের ৩০ প্রার্থী। এর আগে ২৬ ডিসেম্বর প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন।

জেবিবিএ নির্বাচনে টুকু-মুনির পরিষদের পরিচিতি সভায় বক্তারা। ছবি : সংগৃহীত

জাতীয় পার্টির ৩৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় ২ জানুয়ারি জাতীয় পার্টির ৩৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করল যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টি। জাতীয় পার্টি ও বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মীর উপস্থিতিতে জ্যাকসন হাইটসের বাংলাদেশ প্লাজা মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির আহ্বায়ক মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব আসেফ বারী টুটুলের পরিচালনায় ও সদস্য শাহজাহান সাজুর পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন সাবেক সংসদ সদস্য সহিদুর রহমা, যুগ্ম আহ্বায়ক শবির শঙ্কর, ওসমান চৌধুরী, তোফায়েল চৌধুরী, কেন্দ্রীয় সদস্য আব্দুন নূর, সদস্য এস এম ইকবাল, নূর ইসলাম বর্ষণ, সদস্য ও যুব সংহতির সভাপতি আব্দুল কাদির লিপু, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রহমান, সদস্য ও যুব সংহতির যুগ্ম সম্পাদক শক্তি দাস গুপ্তা, ফজলে আনোয়ার বাবু, হেলাল উদ্দিন, শামীম আহমেদ, ফাহিমী রোজী। কবি নজরুল ইসলামের সাম্যের কবিতা আবৃতি করেন সাদিক আহমেদ। সভায় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের সুশাসনের যে ভিত্তি জাতীয় পার্টির আমলে এরশাদের মাধ্যমে রচিত হয়েছিল আজ পর্যন্ত কেউ তা দেখাতে পারেসনি। ফলে গ্রাম-বাংলার মানুষের হৃদয়ে এরশাদ এবং জাতীয় পার্টি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। জনবন্ধু জিএম কাদেরের হাত ধরে জাতীয় পার্টি এগিয়ে চলছে। মানুষের ভালোবাসা নিয়ে জাতীয় পার্টি আবার ক্ষমতায় আসবে এবং সকল অপশাসন ও দুর্নীতির সমূলে উৎপাটন করবে।

জাতীয় পার্টির আহ্বায়ক ও কেন্দ্রীয় সদস্য মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়া বলেন, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টি তথা চেয়ারম্যান জিএম কাদের এমপির হাতকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আগামী সপ্তাহ থেকে নতুন সদস্য সংগ্রহ অভিযান শুরু হবে। সভায় এরশাদসহ মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মদানকারী বীর শহীদদের আত্মার মাগফেরাত ও যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির অসুস্থ নেতাকর্মীদের সুস্থতা কামনা করে দোয়া করা হয়।

নিউইয়র্কে জাতীয় পার্টির ৩৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠান। ছবি : সংগৃহীত

নিউইয়র্কে ছাত্রলীগের ৭৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠান। ছবি : উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে ছাত্রলীগের ৭৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

তোফাজ্জল লিটন

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ৭৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করেছেন নিউইয়র্ক সংগঠনটির সাবেক ও বর্তমান নেতাকর্মীরা। ৪ জানুয়ারির প্রথম প্রহরে জাতীয় সংগীত ও ছাত্রলীগের দলীয় সংগীত গেয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। হিমাঙ্কের নিচে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং ওমিক্রন আতঙ্কের মধ্যেও নেতাকর্মীরা এতে যোগ দেন। তাঁরা বলেন, দেশের বিরুদ্ধে যে যেখানেই যত ষড়যন্ত্র করুক, আমরা তা শক্ত হাতে প্রতিহত করব। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত শক্ত করতে এবং দেশের ভাবমূর্তি উন্নত করতে আমরা কাজ করে যাব।

যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফাহিম আহমেদের সভাপতিত্বে ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল হক রাসেলের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের মাহাবুবুর রহমান টুকু ও সোলায়মান আলী, মহানগর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল হায়দার, যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি জয়নাল আবেদীন জয়, কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাবেক কার্যকরী সদস্য হেলাল মিয়া।

নিউজ পোর্টাল এডিটরস ফোরাম গঠিত
সভাপতি দর্পণ কবীর, সা. সম্পাদক শাহ জে. চৌধুরী

নিউইয়র্কে গঠিত হলো 'নিউজ পোর্টাল এডিটরস ফোরাম'। নতুন বছরের প্রথম দিন ১ জানুয়ারি জ্যাকসন হাইটসে একটি রেস্টুরেন্টে এক সভায় নিউজ পোর্টালের সম্পাদকরা এই ফোরাম গঠন করেন। এই ফোরাম বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী মুক্ত সাংবাদিকতায় উৎসাহ সৃষ্টিতে কাজ করবে।

সাংবাদিকতার পেশাগত মান উন্নয়নেও সভা-সেমিনার ও মুক্ত আলোচনা করবে। নিপীড়িত এবং আইনী অধিকারবঞ্চিত সাংবাদিকদের জন্য জনমত সৃষ্টিতেও ফোরাম ভূমিকা রাখার চেষ্টা করবে। এ লক্ষ্য নিয়ে সংগঠনের ৫ সদস্য বিশিষ্ট নতুন নির্বাহী কমিটি গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী কমিটির সভাপতি হলেন দেশবাংলা ডটকমের সম্পাদক দর্পণ কবীর এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন রূপসী বাংলা ডটকমের সম্পাদক শাহ জে. চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ গোচরে ডট কম-এর সম্পাদক মোহাম্মদ হোসেন দিপু এবং নির্বাহী সদস্যরা হলেন দেশইউএসএ ডটকম-এর সম্পাদক মিজানুর রহমান ও বাংলানিউজ ইউএসএ২৪-এর সম্পাদক পুলক মাহমুদ।

সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা হয়েছেন বিজয় ডটকমের সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা একেএম ফজলুল হক। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরা হলেন ইব্রাহিম চৌধুরী খোকন (সম্পাদক, প্রথম আলো এনওয়াইডটকম), মোহাম্মদ সাঈদ (সম্পাদক, প্রবাসএনওয়াই ডটকম), শওকত ওসমান রচি (সম্পাদক, বাংলাখবর ডটকম), মোহাম্মদ মশিউর রহমান মজুমদার (সম্পাদক, খবর ডটকম), গোলাম মোস্তফা সংগ্রাম (সম্পাদক, বাংলা মেট্রো ডটকম), হোসনে আরা চৌধুরী (সম্পাদক, হিন্দুস্থান সুরখিয়ান ডটকম) ও সানজিদা আক্তার (সম্পাদক, চলমান নিউইয়র্ক ডটকম)। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

নিউজ পোর্টাল এডিটরস ফোরামের নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দ। ছবি : সংগৃহীত

রংপুর জেলা এসোসিয়েশন নির্বাচন
দুলু-উৎপল পরিষদ বিজয়ী

উত্তর আমেরিকা অফিস

রংপুর জেলা এসোসিয়েশন ইনকের নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। নির্বাচনে মোহাম্মদ মিয়া দুলু এবং জাকিউল উদ্দিন উৎপল পরিষদ বিজয়ী হয়েছে। নিউইয়র্কে ২৬ ডিসেম্বর সংগঠনের দু'বছর মেয়াদী কমিটির নবনির্বাচিত কর্মকর্তাদের নাম ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার মাসুদ আলম মিঠু।

এ সময় সহকারী নির্বাচন কমিশনার মো. জাফরুল হাসান টগর এবং মো. নুরুন্নবী মিয়া বাদল উপস্থিত ছিলেন। কমিটির নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দ হলেন: সভাপতি মোহাম্মদ মিয়া দুলু, সহ-সভাপতি তপন চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক জাকিউল উদ্দিন উৎপল, সহ-সাধারণ সম্পাদক মো. নুরুল আমিন আমরুল, অর্থ সম্পাদক মো. রবিউল ইসলাম স্বপন, সহ-অর্থ সম্পাদক মো. ইবনে মাসুদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. হাসান আবু সাইদ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক ওমর ইসলাম, সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক কুমকুম আহমদ, প্রচার সম্পাদক জাভেদ জোয়াত পলক, নির্বাহী সদস্য জাহাঙ্গীর আলম, রাজু আহম্মেদ, আনওয়ার হোসেন, জাকিয়া ফেরদৌস সাথী ও আফরুজা বেগম রানী।

বাংলাদেশের শীর্ষ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

রফিকুল হাসান চৌধুরী

বাংলাদেশে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর শীর্ষ ৬ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদ ও প্রত্যাহারের দাবিতে এক জরুরি সংবাদ ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওয়াশিংটন ডিসির ন্যাশনাল পার্ক মলের সেলভ্যান থিয়েটার মঞ্চে ৩০ ডিসেম্বর দুপুর ১টায় এই ব্রিফিং করে বঙ্গবন্ধু পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্র। এতে বক্তব্য রাখেন পরিষদের সভাপতি ও আল জাজিরার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে দায়েরকৃত মামলার বাদী ডক্টর রাব্বি আলম। তিনি বলেন, কোনো ধরনের তথ্য-উপাত্ত ছাড়াই ডক্টর বেনজির আহমেদসহ ৬ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একপেশে নিষেধাজ্ঞা গ্রহণযোগ্য নয়।

বাংলাদেশের বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এখন বাইডেন। বিপুল ভোটে বিজয়ী গণতন্ত্রের প্রবক্তা হয়েও তিনি থাকতে মনগড়া এমন একটি নিষেধাজ্ঞা দেয়া উচিত হয়নি। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য ইতিমধ্যে সিনেট মেজরিটি লিডার, হাউজ অব স্পিকার, কংগ্রেসম্যান, সেক্রেটারি অব স্টেইট, পেন্টাগন সদস্যসহ টম ল্যান্টস মানবাধিকার সংগঠন নেতৃবৃন্দের কাছে চিঠি দেয়া হয়েছে। প্রেসিডেন্ট বাইডেনেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

সম্মেলনে বলা হয়, বাংলাদেশের বর্তমান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও প্রগতিশীল সরকারের বিরুদ্ধে একটি চক্র যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করছে। ওরা মিথ্যা তথ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে ভুল বুঝিয়ে গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করছে।

বাংলাদেশের শীর্ষ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন। প্রথম আলো

আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নতুন কমিটি

উত্তর আমেরিকা অফিস

আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের (এবিপিসি) দ্বি-বার্ষিক (২০২২-২০২৩) নির্বাচনে মীর ই. ওয়াজিদ শিবলী (বাংলা টিভি) সভাপতি এবং মিজানুর রহমান (সাপ্তাহিক দেশ) সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচনে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় কার্যকরী পরিষদের ১১টি পদে সবাই বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

আগামী ৮ জানুয়ারি আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের (এবিপিসি) নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। গত ২৯ ডিসেম্বর ছিল মনোনয়নপত্র জমার নির্ধারিত দিন। এদিন সভাপতি, সিনিয়র সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, সাংগঠনিক সম্পাদক, প্রচার সম্পাদক এবং কার্যকরী পরিষদের ৪টি পদে ২২জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেন। ২৯ ডিসেম্বর ছিল মনোনয়পত্র প্রত্যাহারের

মীর ই. ওয়াজিদ

মিজানুর রহমান

দিন। এদিন ১১টি পদে ১১জন প্রার্থী তাঁদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেন। ফলে কোনো পদে প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় নির্বাচন কমিশন যাচাই-বাছাই শেষে ১ জানুয়ারি সকল প্রার্থীকে নির্বাচিত ঘোষণা করেন। এর ফলে আগামী ৮ জানুয়ারি অনুষ্ঠেয় নির্বাচনের আর প্রয়োজন নেই। বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় অন্যান্য পদে নির্বাচিতরা হলেন- সিনিয়র সহ-সভাপতি আকবর হায়দার কিরন (ভয়েস অব আমেরিকা/নিউইয়র্ক বাংলা), সহ-সভাপতি শিব্বির আহমেদ (ভয়েজ অব বাংলা/খবর ডটকম), যুগ্ম সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ (এবি টিভি), কোষাধ্যক্ষ সাজ্জাদ হোসেন (বাংলা টিভি), সাংগঠনিক সম্পাদক ফারহানা চৌধুরী (এখনসময়), প্রচার সম্পাদক নিহার সিদ্দিকী (বাংলাভিশন), কার্যকরী সদস্য শহীদুল ইসলাম (ইত্তেফাক/ঠিকানা), মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (চ্যানেল ৭৮৬/আইটিভি) ও আমজাদ হোসেন (বাংলা টিভি)।

কার্যকরী সদস্যের একটি পদে কেউ মনোনয়নপত্র জমা না দেয়ায় কার্যকরী পরিষদের প্রথম সভায় প্রেসক্লাবের সদস্যদের থেকে একজনকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার মিশুক সেলিম এবং নির্বাচন কমিশনার জাহেদ শরীফ নির্বাচন বলেন, বর্তমান কার্যকরী কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে শিগগিরই নতুন কমিটির শপথ অনুষ্ঠিত হবে। বিদায়ী কমিটির সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম বলেন, দ্রুতই নতুন কমিটির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করা হবে।

সিম্ফনি ক্লাবের তিন বছর পূর্তি উদযাপন

মিশিগানে ব্যতিক্রমী এক আয়োজনে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন সিম্ফনি ক্লাব তাদের তৃতীয় বর্ষপূর্তি ও ইংরেজী নববর্ষ বরণ উদযাপন করেছে। ৩১ ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত অবধি ওয়ারেন সিটির দেশি হলে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংগঠনটি তাদের বর্ষপূর্তি উদযাপন করে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর সিম্ফনি ক্লাবের পক্ষ থেকে উপস্থিত সবাইকে নৈশভোজে আপ্যায়িত করা হয়। এরপর ছিল নিউইয়র্ক থেকে আগত অতিথি শিল্পী শাহ মাহবুবের একক সংগীতসন্ধ্যা। রাত ১২টা ১ মিনিটে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও কেক কাটার মাধ্যমে সিম্ফনি ক্লাব নববর্ষকে বরণ ও তাদের সংগঠনের তিন বছর পূর্তির উৎসব পালন করে। সবশেষে ছিল আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র। পার্থ সারথী দেব, মিশিগান।

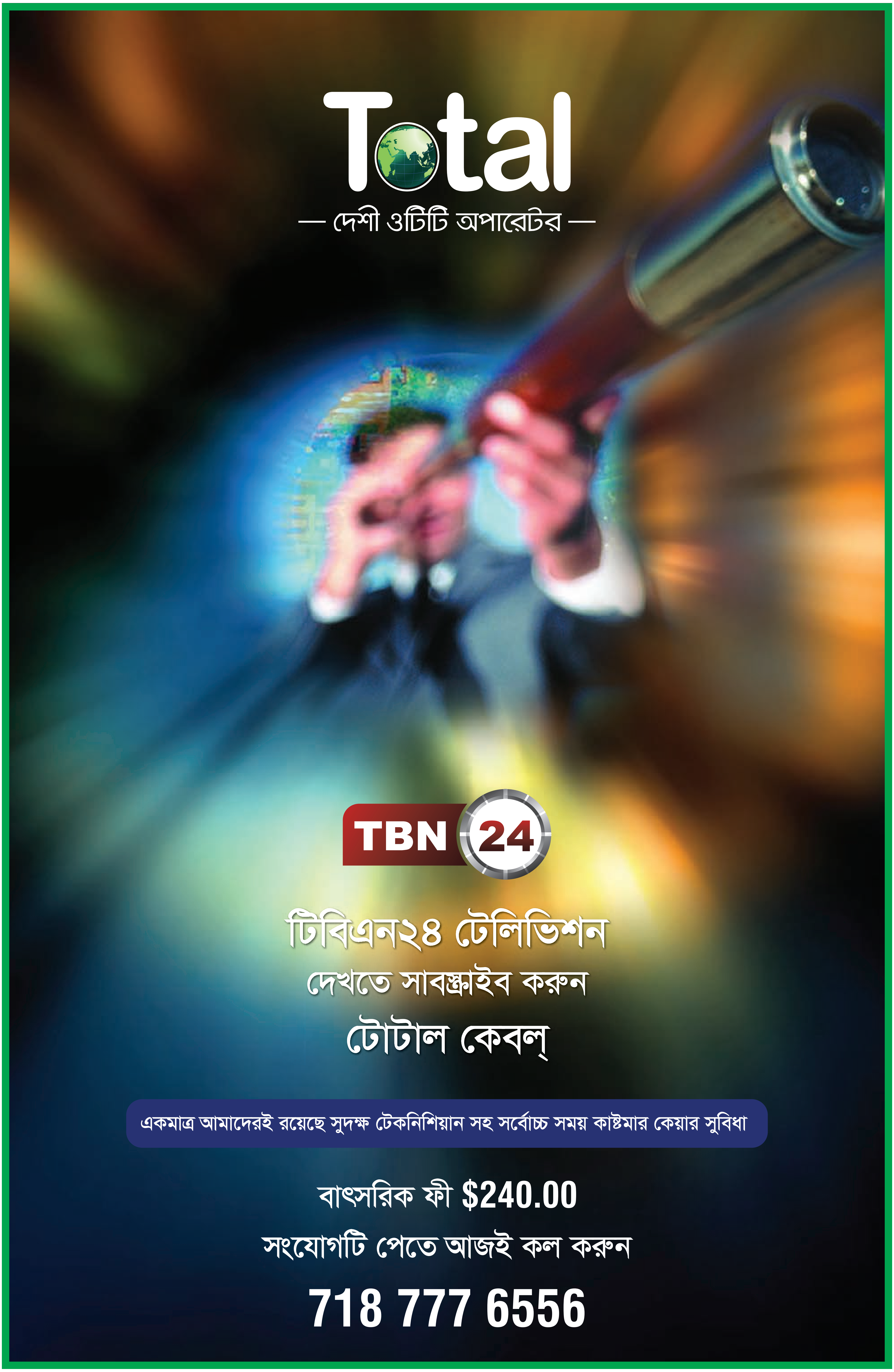
Total
— দেশী ওটিটি অপারেটর —
TBN 24
টিবিএন২৪ টেলিভিশন
দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন
টোটাল কেবল্
একমাত্র আমাদেরই রয়েছে সুদক্ষ টেকনিশিয়ান সহ সর্বোচ্চ সময় কাষ্টমার কেয়ার সুবিধা
বাৎসরিক ফী $240.00
সংযোগটি পেতে আজই কল করুন
718 777 6556

Shahjalal ®
শাহজালাল
পরোটা
এখন সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে
Shahjalal
25
ORIGINAL
Paratha
LIGHT CRISPY LAYERED FLUFFY
-AUTHENTIC TASTE-
Home Made Style
Net Weight:
2000gm/70.5oz
FROZEN
KEEP FROZEN
PREMIUM FOODS USA INC.
50-49, 49th Street, Woodside, New York 11377
Tel: 718 440 9451, 718 392 0024 | Fax: 718.360.0439
www.premiumfoods.us

ডা. মো. আব্দুল বাছিত
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

ডা. শামসি রহমান
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

ডাঃ শামসি রহমান

Ex-Attending Physician Ambulatory Care Elmhurst Hospital

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Diplomate of American Board of Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
MOUNT SINAI SCHOOL OF MEDICINE
Attending Physician (Medicine Department)
QUEENS HOSPITAL CENTER

সেবা সমূহ

Same Day Appointment
Walk-in Welcome

- প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
- অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
- ফ্লু, হজ্বসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
- জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
- যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।

জ্যাকসন হাইটস অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।

ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।

বাছিত মেডিকেল কেয়ার

JACKSON HEIGHTS OFFICE:
40-37 74th Street
Elmhurst, NY 11373
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911

OZONE PARK OFFICE:
97-47 77th Street,
Ozone Park, NY 11416
Tel : 718-307-5796
Fax : 347-875-3911

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস

অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান

LAW OFFICES OF SURDEZ & PEREZ, P.C.

SURDEZ & PEREZ, P.C.

We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases

Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে

পরামর্শের জন্য ফি লাগে না

Free Consultation

কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- ব্রেইন ইনজুরি
- এলিভেটর একসিডেন্ট
- স্কুল লায়াবিলিটি
- খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
- বার্ণ ইনজুরি
- নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়ে গেলে
- লেড পয়জনিং
- কুকুর কামড়ালে
- ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

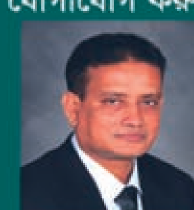

Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103

www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

$২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549

Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813

Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308

Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
JBBA
Jackson Heights Bangladeshi Business Association of NY (JBBA)
জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন অব নিউইয়র্ক (জেবিবিএ)
Election-2022
January 09, 2022- SUNDAY
Giash-Tareq
Panel
গিয়াস-তারেক পরিষদে
ভোট দিন
Giash Ahmed
President
Immigrant Elder Home Care LLC
Mohammad Tareq H. Khan
General Secretary
Global NY Travels Inc
Mollah MA Masud
Vice President
Dhaka Driving School
Mohammed Hassan (Zilani)
Vice President
Golden Image Digital Photo Fair
Md Mofizur Rahman
Joint Secretary
Blue Green Insurance Inc
S. M. Abul Hasan
Treasurer
Unique Opportunity USA Inc
Atiqul Islam (Zakir)
Organizing Secretary
Print Fair Inc
Jafar Ullah Milan
Cultural & Ent. Secretary
Milan 74 Corp.
Belal Ahmed
Publicity & Publication Secretary
NY Car & Limo Services Inc
MD Z Rahman (Akash)
Office Secretary
Aasha Home Care
Abdul Alim
EC Member
Merit Kabab Place
Dr. Barnali Hasan
EC Member
Efficient Medical Care PC
S. Q. Alam
EC Member
Sharif Distrubutor Inc.
Khaled Akhtar
EC Member
Massive Wireless
Rocky Aaliyan
EC Member
Star Furniture
শাহ্ নেওয়াজ
চেয়ারম্যান
নির্বাচন পরিচালনা কমিটি
(গিয়াস-তারেক প্যানেল)
রবিবার, ০৯ জানুয়ারী ২০২২
সময়: সকাল ১১টা- রাত ৮টা
Place: Bangladesh Plaza, Basement
আসেফ বারী টুটুল
কনভেনর
নির্বাচন পরিচালনা কমিটি
(গিয়াস-তারেক প্যানেল)

বিসমিল্লাহহির রাহমানির রাহিম
জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন অফ নিউইয়র্ক
JBBA
JACKSON HEIGHTS BANGLADESHI BUSINESS ASSOCIATION OF NY (JBBA)
ELECTION 2022
JANUARY 9TH, 2022, SUNDAY
সর্বস্তরের ও প্রকৃত ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে গঠিত পরিষদ
TUKU-MUNIR PANEL
MAHABBUR RAHMAN(TUKU)
President
Sriti Fashion
MUNIR HASSAN
General Secretary
Mannan Halal Meat & Grocery
টুকু-মুনির পরিষদ আপনার ভোট ও দোয়া প্রার্থী
PLEASE VOTE FOR TUKU-MUNIR PANEL
SULTAN AHMED
Vice President
Abdullah Sweets & Restaurant
MOHAMMED S ALI
Vice President
The Best Hope Realty Inc.
MD AL - FARUK
Joint Secretary
Yousuf Fabric
MD S HOSSAIN
Treasurer
Bombay Tax Services
DELOWAR HOSSAIN
Oranizing Secretary
Ara Fashion
SHAIKH ALI HASSAN
Cultural & Ent. Secretary
Rumali Bazar (Laundromat)
MOHAMMAD SHAHIN BHUIYAN
Publicity & Publication Secretary
Eshika Printers & Sign
RAM KRISHNA SAHA
Office Secretary
Katha Gril & Restaurant
টুকু-মুনির পরিষদ আপনার ভোট ও দোয়া প্রার্থী
SAMIM MONIR
Executive Member
Banglabazar Grocery
NAZRUL ISLAM MIAH
Executive Member
Runner Drivung School
MASUD AHMED
Executive Member
Rokshana World Beauty Salon
JOHIRUL ISLAM JOY
Executive Member
Deshi Link
ABDUL HAI
Executive Member
Al-Amin Store
রবিবার, ৯ জানুয়ারী, ২০২২ সময়ঃ সকাল ১১টা- রাত ৮টা পর্যন্ত। স্থান বাংলাদেশ প্লাজা, বেসমেন্ট
** জ্যাকসন হাইটস এলাকা পরিস্কার রাখা ও সম্পূর্ণভাবে নিরাপত্তা দেওয়া।
** মসজিদ নির্মানের বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ।
** পার্কিং এর সু-ব্যবস্থা করা।
** জেবিবিএ এর নিজস্ব অফিস প্রতিষ্ঠা করা।
** বাংলাদেশী ব্যবসা ও পণ্যকে মূল ধারায় সম্পৃক্ত করা।
** সদস্যদের জন্য জরুরী সাহায্য অথবা লোন প্রধান করা।
** সাধারন ব্যবসায়ীদের মাঝে ব্যবসায়িক অডিট প্রকাশ করা।
** ব্যাবসায়ীদের জন্য বিশেষ ডিসকাউন্ট।
প্রচারেঃ টুকু-মুনির পরিষদ পরিচালনা কমিটি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
JBBA
Jackson Heights Bangladeshi Business Association of NY (JBBA)
জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন অব নিউইয়র্ক (জেবিবিএ)
Election-2022
January 09, 2022- SUNDAY
Giash-Tareq
Panel
গিয়াস-তারেক পরিষদে
ভোট দিন
A1
Giash Ahmed
President
Immigrant Elder Home Care LLC
A4
Mohammad Tareq H. Khan
General Secretary
Global NY Travels Inc
গিয়াস-তারেক
পরিষদে
ভোট দিন
A6
S. M. Abul Hasan
Treasurer
Unique Opportunity USA Inc

ওয়াসিম-উর রহমানের একক এপ্রিসিয়েশন ইভেন্ট

রফিকুল হাসান চৌধুরী

ওয়াসিম-উর রহমানের একক এপ্রিসিয়েশন ইভেন্ট। ছবি: সংগৃহীত

একঝাঁক উৎফুল্ল নারী-পুরুষ ক্রেতার উপস্থিতি, দৃষ্টিনন্দন জাদু প্রদর্শন, লটারির মধ্য দিয়ে মিশিগানের উদীয়মান রিয়েলেটর ওয়াসিমুর রহমানের একক এপ্রিসিয়েশন ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২ জানুয়ারি রাতে হেমট্রামেক শহরের কাবাব হাউজ অডিটোরিয়ামে এই জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান ক্রেতা-দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয় শুরু হয় এই অনুষ্ঠান। এর সঞ্চালনায় ছিলেন সাকের সাদেক। মঞ্চে ছিলেন রিয়েলেটর ওয়াসিম-উর রহমান।

রিয়েলেটর ওয়াসিমের ব্যবসার উন্নতি, ক্রেতাদের সাথে সুসম্পর্ক ও নতুন বছরের ব্যবসার সফলতার গতিপ্রকৃতি নিয়ে সাকের সাদেকের প্রাণবন্ত আলোকপাত সকলকে আনন্দে উচ্ছ্বসিত করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হেমট্রামিক সিটির মেয়র আমির গালিব, সিটি কাউন্সিলর কামরুল হাসান, সাবেক কাউন্সিলর আবু মুসা, বিশিষ্ট সাংবাদিক কামরুজ্জামান হেলাল, সাংবাদিক মোস্তফা কামাল, সাংবাদিক সেলিম আহমেদ, সাংবাদিকসাহেল, ব্যবসায়ী মোশারফ হোসেন লিটু, পুলিশ কর্মকর্তা নাজেল আহমদ।

সড়ক দুর্ঘটনায় আহত মালিক, পুলিশ নিয়ে হাজির কুকুর

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

প্রতীকী ছবি

সড়ক দুর্ঘটনার পর আহত মালিককে বাঁচাতে পুলিশ নিয়ে ঘটনাস্থলে হাজির কুকুর। ঘটনাটি পড়ে কোনো সিনেমার গল্প মনে হলেও এমনটি ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রে।

মার্কিন বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ারে গতকাল মঙ্গলবার সড়ক দুর্ঘটনায় আহন হন এক ব্যক্তি। আহত হওয়ার পর ওই ব্যক্তি হাইপোথার্মিয়ায় ভুগছিলেন। এমন অবস্থা দেখে তাঁর এক বছর বয়সী কুকুর পুলিশ নিয়ে হাজির হয় ঘটনাস্থলে।

নিউ হ্যাম্পশায়ার পুলিশের বরাত দিয়ে এএফপি জানায়, বিপদে নিজ বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে মালিককে সহায়তা করা টিনসলে নামের কুকুরটি শিলো শেফার্ড প্রজাতির। গত সোমবার রাতে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ার-ভারমন্ট সীমান্তবর্তী এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হন টিনসলে ও তার মালিক।

মালিককে আহত অবস্থায় দেখে রাস্তায় গিয়ে পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে টিনসলে। পুলিশও বুঝতে পেরে তার পিছু নেওয়া শুরু করে। পরে পুলিশ গিয়ে টিনসলের মালিককে উদ্ধার করে।

একটি বিবৃতিতে নিউ হ্যাম্পশায়ার পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়, এটি দ্রুত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে টিনসলে দুর্ঘটনাস্থলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়েছে ও আহত যাত্রীদের উদ্ধারে সহায়তা করেছে।

নিউ হ্যাম্পশায়ার পুলিশের কর্মকর্তা ড্যানিয়েল বলদাসারে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম ডব্লিউসিভিবিকে বলেন, কুকুরটি পুলিশকে কিছু দেখানোর চেষ্টা করছিল। কারণ সে পুলিশের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকে, কিন্তু পুরোপুরি পালিয়ে যায়নি। কুকুরটি বলতে চাইছিল, আমাকে অনুসরণ করো, অনুসরণ করো।

কুকুরটির মালিক ক্যাম লনড্রি সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হননি। তবে তিনি কুকুরের প্রচেষ্টায় খুশি।

M&N HOME CARE SERVICES LLC

$23 /hr

CD PAP - PCA - HHA

866-688-6922

পিটার তাবিবিয়ান: বিক্রয়কর্মী থেকে সফল ব্যবসায়ী

মনজুরুল হক

পিটার তাবিবিয়ান, জি(z)বার্গারের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও)। ইরানী বংশোদ্ভূত এক আমেরিকান সফল ব্যবসায়ী। যিনি এক সময় ছিলেন তুখোড় বিক্রয়কর্মী। ধনকুবের না হলেও পিটারের জীবনীর মধ্যেই দেখা যায় সম্ভাবনার দেশ আমেরিকার সফল মানুষদের প্রতিচ্ছবি।

১৯৮২ সালে তাঁর বাবা গ্রেপ্তার হতে চলেছেন —এমন খবর পেয়ে পিটার ও তাঁর পরিবার রাতারাতি ইরান থেকে পালিয়ে যান। একটি লাভজনক উৎপাদন ব্যবসায় ও আরামদায়ক জীবন ছেড়ে তাবিবিয়ান, তাঁর বোন ও বাবা-মা দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। তুরস্কে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁরা চোরাকারবারীদের টাকা দিয়েছিলেন। কৃষকের পোশাক পরে ট্রাকে করে কম্বলের নিচে লুকিয়ে দেশ ছাড়ার যাত্রার কথা মনে করেন পিটার। ইরান থেকে পালিয়ে তাঁরা সুইজারল্যান্ডে চাচার কাছে যান। ১৯৮৪ সালে তাঁরা আমেরিকার ব্লুমিংটন সিটিতে পৌঁছান। পিটারের এক খালার সাথে বসবাস শুরু হয়।

ব্লুমিংটন মিডল স্কুলে তাবিবিয়ান তাঁর প্রথম ব্যবসায় শুরু করেন। তিনি তাঁর চাচার ব্যবসায় থেকে ৫০ সেন্টে চকলেট বার কিনে এক টাকায় সহপাঠীদের কাছে বিক্রি করতেন। তিনি দিনে ৫০-৬০টি ক্যান্ডিবার বিক্রি করতেন। ১৪ বছর বয়সে তিনি মিডল স্কুলের পাশে একটি বার্গার কিংয়ে হ্যামবার্গার ব্যবসায়ে তাঁর শিক্ষানবীশ জীবন শুরু করেন। সেখানে তাঁর কাজ ছিল ময়লা ফেলা, থালা-বাসন ধোয়া ও পার্কিং লট পরিষ্কার করা। এর জন্য প্রতিঘণ্টায় তিনি প্রায় চার ডলার করে পেতেন। পিটার তাবিবিয়ান বলেন, 'আমি কৌতূহলী ছিলাম, আমি সবকিছু শিখেছি। এটা দারুণ ছিল।'

তাঁর পরিবারটি তাবিবিয়ানের খালাকে অনুসরণ করে ওয়াশিংটনের উত্তর ভার্জিনিয়ায় ১৯৮৮ সালে বসতি স্থাপন করে। ১৭ বছর বয়সে 'এল

পিটার তাবিবিয়ান

এনফ্যান্ট প্লাজা রেস্তোরাঁয়' সর্বকনিষ্ঠ ম্যানেজার হওয়ার আগে তিনি বেশ কয়েকটি বার্গার কিংসে কাজ করেছিলেন। তাবিবিয়ান প্রতিদিন সকালে হাই স্কুলে যেতেন। তারপর বিকালে বার্গার কিংয়ে

কাজ করতে যেতেন। তিনি মধ্যরাতের দিকে একটি মুদি দোকানে কাজ করতেন ও পরের দিন সকালে ক্লাসের সময় ঘুমিয়ে পড়তেন। তাবিবিয়ান এরমধ্যে পুরোপুরি হ্যামবার্গারের ব্যবসায় শিখে ফেলেন। জেরি'স সাবস অ্যান্ড পিৎজাতে জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে চাকরি নেন। যেখানে তিনি দোকান পুনর্নির্মাণ করেন এবং বিজ্ঞাপন ও প্রচারকে বাড়িয়ে তোলেন। তিনি সেখানে দশ বছর চাকরি করেন। এ সময় দোকানের বিক্রি সপ্তাহে সাড়ে তিন হাজার ডলার থেকে বেড়ে ২৩ হাজার ডলার হয়েছিল। উচ্চ মার্জিনের কারণে তিনি ভেন্ডিং-মেশিন ব্যবসায়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। এ মেশিনগুলেকে অঞ্চলের চারপাশে লাগানোর ধারণার দ্বারা তিনি অর্থ উপার্জন করেন। তাঁর গবেষণা তাঁকে বাল্টিমোরের এঅ্যান্ডএ গ্লোবাল ইন্ডাস্ট্রিজে নিয়ে যায় এবং তিনি তাঁর সঞ্চয় ব্যবহার করে বিভার গাম্বল মেশিন কেনা শুরু করেন। তিনি স্যাম'স ক্লাব থেকে এক পেনিরও কম দামে বাবল গাম কিনে তারপর মেশিনের মাধ্যমে প্রতিটি ২৫ সেন্টে বিক্রি করেছিলেন। তিনি মেশিনগুলোর জন্য ১০০ থেকে ৫০০ ডলার করে পেতেন। এক মাসে তিনি দশ হাজার ডলার পর্যন্ত উপার্জন করতেন।

পুরো এলাকায় তাবিবিয়ানের ১০০টিরও বেশি মেশিন ছিল, যার বেশিরভাগ উত্তর ভার্জিনিয়া ও জর্জটাউনে ছিল। শেষপর্যন্ত তিনি তাঁর বোনকে এ ব্যবসায়টি দিয়েছিলেন।

তাবিবিয়ান হ্যামবার্গার ব্যবসায়ে ফিরে যেতে অস্থির হয়েছিলেন। গবেষণা তাঁকে বলেছিল যে, হ্যামবার্গারগুলো আমেরিকায় সর্বাধিক বহুল ব্যবহৃত খাবারের মধ্যে রয়েছে। ২০০৮ সালের এপ্রিলে তাবিবিয়ান ও একজন অংশীদার তাঁদের অর্থের পাঁচ লাখ ডলার ব্যয়ে ওয়াশিংটন ডিসির উইসকনসিন ও নেব্রাস্কা অ্যাভিনিউ উত্তর-পশ্চিমের টেনলিটাউন এলাকায় একটি ফাস্টফুড রেস্তোরাঁ খুলেন। তিনি এর নাম দেন জেড-বার্গার। তাবিবিয়ান বিভিন্ন কারণে জায়গাটি পছন্দ করেছেন। এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি, এটি একটি মেট্রো স্টপের কাছে এবং একটি ব্যস্ত বাণিজ্যিক রাস্তায়। জেড-বার্গারের খাবারে ভিন্নতা আনার জন্য তাবিবিয়ান অতিরিক্ত উচ্চ মাখনের সাথে ৭৫ ধরনের মিল্কশেক বাজারজাত করেন। তাঁর হ্যামবার্গার বানগুলোর জন্য একটি বিশেষ রেসিপি রয়েছে। স্টোরটি বিনামূল্যে ওয়াইফাই অফার করে এবং যেসব গ্রাহককে লাইনে নয় মিনিটের বেশি অপেক্ষা করতে হবে, তাঁরা বিনামূল্যে হ্যামবার্গারের জন্য একটি টোকেন রিডিমযোগ্য পাবেন। তাবিবিয়ান সময়ের সাথে সাথে শেখা পাঠকে কাজে লাগিয়েছেন। তিনি ক্রমাগত জেড-বার্গার এবং এর অঙ্গ স্টোরের প্রচার করেন, খাবার খাওয়ার প্রতিযোগিতা, ফ্রি-মিল্কশেক হ্যাপি আওয়ারস, গৃহহীন লোকেদের উপহার দেয়ার মাধ্যমে।

প্রথম আলোর সাথে আলাপচারিতায় পিটার তাবিবিয়ান বাংলাদেশিদের প্রশংসা করলেন। একটি পরিশ্রমী জনগোষ্ঠী হিসেবে নিজের উদ্যমের সাথে মিল পান বাংলাদেশিদের মধ্যে। বাংলাদেশিদের সঙ্গে নিয়ে তিনি জেড-বার্গারকে আর এগিয়ে নেয়ার কথা জানালেন।

কাতারের ভ্রমণনীতির ব্যতিক্রমী লাল তালিকায় বাংলাদেশ

বিবিসি বাংলা

বিশ্বের নানা দেশের অবস্থা পর্যালোচনা করে সেসব দেশে করোনাভাইরাসে ঝুঁকি কতটা, এর ভিত্তিতে লাল ও সবুজ নামে দুটি তালিকা ছিল কাতারের। এখন এর বাইরে একটি 'ব্যতিক্রমী লাল তালিকা' করল দেশটি। মূলত এসব দেশের যাত্রীদের ক্ষেত্রে নতুন ভ্রমণবিধি কার্যকর করবে কাতার। আর নতুন বিধি আগামী শনিবার থেকে কার্যকর হওয়ার কথা রয়েছে। দেশটিতে বিপুল পরিমাণ বাংলাদেশি শ্রমিক কাজ করেন।

কাতারে বাংলাদেশ দূতাবাসের কাউন্সিলর মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান বলেছেন, দেশটির জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে 'কোভিড-১৯-এক্সসেপশনাল রেড লিস্ট কান্ট্রিজ' তালিকায় বাংলাদেশের নাম রয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বাংলাদেশ সিভিল এভিয়েশনের এক কর্মকর্তা বলেছেন, এই তালিকার কারণে বাংলাদেশ থেকে আসা-যাওয়া নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। এটি করা হয় করোনাভাইরাস-সংক্রান্ত প্রটোকল ঠিকমতো অনুসরণ করা হচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করার জন্য।

ব্যতিক্রমী লাল তালিকার দেশগুলোর যাত্রীদের যা করতে হবে

কাতারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশসহ ব্যতিক্রমী লাল তালিকার দেশগুলো থেকে কাতারের বাসিন্দাদের ফেরার পর দুই দিন কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে। টিকার পূর্ণ ডোজ নেওয়া থাকলেও এই নিয়ম মানতে হবে। অপর দিকে কাতারে পৌঁছানোর আগে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে এবং পৌঁছানোর পর ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে পিসিআর টেষ্ট করাতে হবে।

আর টিকা না নেওয়া যাত্রীদের কাতারে পৌঁছানোর পর সাত দিন হোম কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে। দেশটিতে পৌঁছানোর ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পিসিআর টেষ্টের পাশাপাশি কোয়ারেন্টিনের ষষ্ঠ দিনেও টেষ্ট করাতে হবে। সেই টেষ্টে নেগেটিভ এলেই কেবল সপ্তম দিনে কোয়ারেন্টিন থেকে মুক্ত হবেন ওই যাত্রী।

লাল তালিকায় এখন যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রসহ ৫৭টি দেশ আছে। এসব দেশ থেকে কাতারে ফেরা যাত্রীদের টিকা না নেওয়া থাকলে বা কোয়ারেন্টিনে না থাকলে কাতারে পৌঁছানোর ৭২ ঘণ্টা আগে পিসিআর টেষ্ট করাতে হবে।

জরুরি সভায় এবিপিসির সদস্য-কর্মকর্তারা। ছবি: উত্তর আমেরিকা অফিস

এবিপিসির নির্বাচনী ফলাফল একপক্ষের প্রত্যাখ্যান

উত্তর আমেরিকা অফিস

আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের (এবিপিসি) নির্বাচন হবার কথা ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে। গঠনতন্ত্রের ২.১ ধারা মোতাবেক ৩১(৩০) নভেম্বরের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করার বিধান থাকায় সর্বশেষ সাধারণ সভায় ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ সালের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

কিন্তু নির্বাচন কমিশনের ২ সদস্য কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে পদত্যাগী কমিশনারের অজ্ঞাতে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অমান্য করে ৮ জানুয়ারিতে ধার্য করা হয়। অথচ গঠনতন্ত্রের ১.৪.১ ধারা মোতাবেক ৩১ ডিসেম্বরের পর কোন সদস্যের মেয়াদ থাকে না এবং ভোটাধিকারও থাকে না। এমন অন্যায়ের প্রতিবাদে নির্বাচন কমিশনের প্রভাবশালী সদস্য পপি চৌধুরী পদত্যাগ করেন। তাঁর পদত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে সেই শূন্য পদে রীতি অনুযায়ী (২.২ ধারা মোতাবেক তিন সদস্যবিশিষ্ট) কাউকে নিয়োগ করা হয়নি। এ ব্যাপারে বিদায়ী কমিটির সভাপতি লিখিতাকারে এবিপিসির নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করেও কোনো সাড়া পাননি। এমন স্বেচ্ছাচারিতার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছে রাশেদ-কাশেম পরিষদ। আর সে সুযোগে কথিত দুই সদস্যের নির্বাচন কমিশন পছন্দের কয়েকজনকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী ঘোষণা করেছে ১ জানুয়ারি এক পত্রে। সেই পত্রে নির্বাচন কমিশনের দুই সদস্য মিশুক সেলিম আর জাহেদ শরিফের স্বাক্ষর দেখা গেছে। অথচ ক্লাবের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তিন সদস্যের পূর্ণাঙ্গ নির্বাচন কমিশন ব্যতীত নির্বাচনের কোনো কার্যকারিতা থাকতে পারে না। এমন অভিমত পোষণ করা হয় এবিপিসির বিদায়ী কমিটির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা লাবলু আনসারের সভাপতিত্বে ৩ জানুয়ারি ক্লাবের বিশেষ এক জরুরি সভায়।

এতে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সদস্য ও চ্যানেল আইয়ের উত্তর আমেরিকাস্থ প্রধান নির্বাহী বীর মুক্তিযোদ্ধা রাশেদ আহমেদ, ক্লাবের বিদায়ী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ও এটিএন বাংলার যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি কানু দত্ত, কার্যকরী সদস্য এবং যমুনা টিভির যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি আজিমউদ্দিন অভি, সাংবাদিক ও ক্লাবের নির্বাহী সদস্য তপন চৌধুরী, বিশ্ববাংলা টোয়েন্টিফোর টিভির সিইও আলিম খান আকাশ। সভায় উল্লেখ করা হয়, এর আগে ১১ ডিসেম্বর এবিপিসির কার্যকরী কমিটির সভায় (নবান্ন পার্টি সেন্টারে) সাংবাদিক রুমি কবীর (আটলান্টা), সাংবাদিক প্রতাপচন্দ্র শীল (বোস্টন) এবং সাংবাদিক সুব্রত চৌধুরীর (আটলান্টিক সিটি) সদস্য নবায়নের ফি নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আলোচনার মধ্যে পাল্টা ক্লাবের হুমকি দিয়ে সভা বর্জনকারীদের (শহিদুল ইসলাম ও অন্য দু'জন) ব্যাপারেও লিখিতাকারে অবহিত করা হয় নির্বাচন কমিশনকে। তাঁরা সভা বর্জন করলেও সেই সভা অব্যাহত ছিল এবং সেখানে উপরোক্ত ৩ জনসহ মোট ৩৪ ভোটারের তালিকা চূড়ান্ত করা হয়। সেই তালিকাও যথারীতি নির্বাচন কমিশনকে প্রদান করা হয়েছে ওই সভার সভাপতির স্বাক্ষরে। সে সময়ও মৌখিকভাবে অবহিত করা হয় যে, ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন করা সম্ভব না হলে পুনরায় সাধারণ সভা আহ্বান করতে হবে। একইভাবে কমিশনের শূন্যপদ পূরণেরও পদক্ষেপ নিতে হবে। এমন অনুরোধ, উপরোধে ন্যূনতম তোয়াক্কা না করে অসম্পূর্ণ নির্বাচন কমিশন গঠনতন্ত্র পরিপন্থিভাবে ১ জানুয়ারি একটি ফলাফল ঘোষণা করেছে। সভায় বলা হয়েছে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার মিশুক সেলিম এবং কমিশনার জাহেদ শরিফের অভিসন্ধি ভিন্ন। সেটি চরিতার্থের অভিপ্রায়ে গঠনতন্ত্র পরিপন্থি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

এবিপিসির সাংগঠনিক ঐক্য অটুট রাখতে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি একইসাথে এই সভা উদাত্ত আহ্বান রেখেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়া

ভয়াবহ আগুনে ৮ শিশুসহ ১২ জনের মৃত্যু

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়া শহরের একটি বাসভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও বেশ কয়েকজন। স্থানীয় সময় ৫ জানুয়ারি বুধবার সকাল ৬টায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ফিলাডেলফিয়া দমকল বাহিনীর কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, নিহতদের মধ্যে আট শিশুও রয়েছে।এ নিয়ে ফিলাডেলফিয়া দমকল বাহিনীর কমিশনার ক্রেইগ মারফি জানান, তাঁর দেখা সবচেয়ে ভয়াবহ আগুন ছিল এটি। তিনি বলেন, 'আগুন লাগার কারণ হিসেবে কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত সন্দেহজনক কিছু না বললেও যেহেতু এখানে প্রাণহানি হয়েছে, তাই আমরা এর তদন্ত করব।'মারফি জানান, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর আট বাসিন্দা ভবনটি থেকে পালাতে সক্ষম হয়েছে।

ধারণা করা হচ্ছে, অগ্নিকাণ্ডের সময় তিনতলা ভবনটিতে ২৬ জন বাসিন্দা ছিলেন। আগুন লাগা এই ভবন সরকারি অর্থায়নে নির্মিত হয়েছিল। এটি ফিলাডেলফিয়া হাউজিং অথরিটির তত্ত্বাবধানে ছিল। ১৯৫০ সাল থেকেই এটিকে দুটি অ্যাপার্টমেন্টে বিভক্ত করা হয়। কর্মকর্তারা বলছেন, সর্বশেষ ২০২০ সালে ভবনটি পরিদর্শন করা হয়েছিল। সে সময় ভবনটিতে চারটি স্মোক ডিটেক্টর কার্যকর ছিল। তবে বুধবারের ওই আগুনের সময় সেগুলো কোনো কাজ করেনি।এক সংবাদ সম্মেলনে ফিলাডেলফিয়ার মেয়র জিম কেনি বলেন, এটি শহরের ইতিহাসে সবচেয়ে বিপর্যয়কর দিনগুলোর একটি। এইভাবে এত মানুষের মৃত্যু সত্যিই অনেক কষ্টের। একসঙ্গে এতগুলো শিশুর মৃত্যুও বেদনার।

বিশ্বে খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে দশকের রেকর্ড ভেঙেছে ২০২১

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বিশ্বে খাদ্যের দাম ২০২১ সালে গড়ে ২৮ শতাংশ বেড়েছে। লাফিয়ে দাম বাড়ার এই হার গত এক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ। চলতি বছর এই বাজার স্থিতিশীল হওয়ার আশাও ক্ষীণ বলে মনে করছে জাতিসংঘের খাদ্য সংস্থা।

জাতিসংঘের ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশনের (এফএও) খাদ্য মূল্য সূচকের বরাত দিয়ে আজ বৃহস্পতিবার বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বেশি ব্যবসা করা খাদ্য পণ্যের দাম ২০২১ সালে গড়ে ১২৫ দশমিক ৭ পয়েন্ট ছিল। যা ২০১১ সালে ১৩১.৯ পয়েন্টের পর থেকে এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ। গত ডিসেম্বরে দুগ্ধজাতীয় পণ্যসহ কিছু দ্রব্যের বাজার কিছুটা শিথিল হলেও এর আগের চার মাস দ্রব্যমূল্য এক নাগাড়ে বেড়েছে। এর মধ্যে উদ্ভিজ্জ তেলের মূল্যসূচক রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে।

সংস্থাটি বলছে, সঠিক সময়ে ফসল কাটতে না পারা, দক্ষিণ গোলার্ধের গমের ফলন কম হওয়া ও খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় দ্রব্যমূল্য বেড়েছে। এ ছাড়া সার ও বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি ও ফসল উৎপাদনে ব্যবহৃত সরঞ্জামের খরচ বাড়াও এর অন্যতম কারণ। এসব কারণ আগামী বছরগুলোতেও ফলন ও দ্রব্যমূল্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

এ প্রসঙ্গে এফএওর জ্যেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ আবদুলরেজা আব্বাসিয়ান এক বিবৃতিতে বলেন, 'সাধারণত উচ্চমূল্যের কারণে উৎপাদন বাড়বে বলে আশা করা হয়। তবে ফসল উৎপাদন বেড়ে যাওয়া, চলমান করোনা মহামারি এবং অনিশ্চিত জলবায়ু পরিস্থিতি মিলে ২০২২ সালেও বাজার স্থিতিশীল অবস্থার ফেরার সম্ভাবনা কম।'

এদিকে খাবারের দাম বেড়ে যাওয়া বিভিন্ন দেশে মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে। এতে দরিদ্র ও আমদানি নির্ভর দেশগুলো অর্থনৈতিকভাবে ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে। দক্ষিণ আমেরিকায় খরা এবং মালয়েশিয়ায় বন্যার কারণে তৈলবীজের বাজার অস্থিতিশীল হওয়ায় ২০২২ সালের শুরুতেই ফসলের বাজারে অস্থিতিশীল ভবিষ্যতের শঙ্কা দেখা দিয়েছে। তাই এ বছর খাদ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার বিষয়ে সতর্ক করেছে এফএও।

বেদানার অজানা কথা

দিনা ফেরদৌস

তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা ও শরীরে অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন নিয়ে এই বাড়ি থেকে শেষবারের মতো বিদায় নিতে হয় বেদানাকে। তখন তার বয়স ১৫ কি ১৬ বছর হবে। শ্যামলা রঙের মিষ্টি চেহারা ডাগর ডাগর চোখ আর ঘনকালো কুঁকড়ানো চুলের কারণেই হয়ত চোখ আটকে থাকতো ৮-৯ বছরের ছোট্ট মেয়ে বেদানার দিকে। হতদরিদ্র পরিবারের মেয়েটিকে পাড়ার ফরিদ কসাই তার গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছিল হাজী সাহেবের ছয় মাসের নাতনি টিকলিকে দেখাশোনা করতে।

হাজী সাহেবের নাতনি টিকলি এখন ক্লাস থ্রি পড়ে। টিকলির মা গাড়ি দিয়ে অফিসে যাবার পথে মেয়েকে স্কুলে নামিয়ে দিয়ে যান। আসার সময় বেদানা নিয়ে আসে। টিকলির মা চাকরি-সংসার সব একা সামলাতে গিয়ে টিকলির বেশিরভাগ সময় কাটে বেদানার সাথেই। যার জন্য টিকলির মা খুব ভরসা করেন বেদানাকে। বেদানারও কোনো অভিযোগ নেই টিকলি কিংবা তার মাকে নিয়ে। তার ভয় শুধু হাজী সাহেব, মানে টিকলির দাদাকে নিয়ে। তিনার সামনে গেলেই বেদানার মনে হয় কিছু একটা ভুল হচ্ছে।

বেদানা বুঝে, তার যদি কোনো ভুল নাও থাকে। তারপরও হাজীনানা একটা না একটা ভুল খোঁজে বের করে তাকে বিশ্রী ভাষায় গালিগালাজ দেবেন। বেদানা খেয়াল করেছে, এসব বিশ্রী ভাষার গালিগালাজ বাসায় কেউ না থাকলেই দেন। যখনই বেদানাকে বাসায় একা পান তখনই কোনো কাজে তাকে রুমে ডেকে নিয়ে গালিগালাজ করে মনে হয় হাজীনানা আলাদা কোনো তৃপ্তি পান। তার রুম ঢুকে কেন তাকে সালাম দিল না, এনিয়ে সেদিন কি নোংরা ভাষায় গালি দিলেন, যার জন্যে দ্বিতীয় বার হাজীনানার সামনে দাঁড়াতেও তার ঘেন্না হয়।

আরেকদিন মাথার ওড়না একটু সরে যাওয়াতে বললেন, এই হারামজাদি মাথা ন্যাংটা রাখছোস ক্যান? অন্যদের সামনে হাজীনানা যেই সুরে কথা বলেন, আজ যদি বাসার কাউকে বলেও বেদানা হাজীনানা তার সাথে এসব নোংরা ভাষা ব্যবহার করেন, তো কেউ তা বিশ্বাস করবে না। তারপরও দুই-তিনবার টিকটির মাকে বলেছে, হাজীনানা তার সাথে সবসময় বাজে ব্যবহার করেন। টিকলির মা যেহেতু শ্বশুরের এই চরিত্রের সাথে পরিচিত, তারপরও বলেছেন: বুড়ো মানুষেরা একটু খিটখিটে হয়ই। ওসব ধরতে নেই। হাজীনানা যে তার দিকে বদদৃষ্টিতে তাকান, রুমে গেলেই তার বুকের দিকে তাকিয়ে থাকেন তা বেদানা বেশ বুঝে। মন চায় এই বাড়ি ছেড়ে পালাতে। কিন্তু গরীব পরিবারের কথা ভেবে পারে না। প্রতিমাসে টিকলির বাবা বেদানার পরিবারে চার হাজার টাকা করে পাঠান। যার ফলে বেদানার পরিবারের আরও চার সদস্য একটু ভালোভাবে চলতে পারে। আর টিকলির জন্যও তার এক ধরনের মায়া জন্মে গেছে। সেই ছোটবেলা থেকে সেও টিকলির সাথে সাথে বড় হচ্ছে প্রতিদিন।

এই বাড়িতে বেদানার আরেকজন খুব পছন্দের মানুষ আছেন, তিনি হলেন ড্রাইভার চাচা। ড্রাইভার চাচা বেদানাকে সব সময় বেদানা আম্মা বলে ডাকেন। ড্রাইভার চাচার মধ্যে বেদানা তার বাপেরে খুঁজে পায়। ফেরেস্তার মতো মানুষটারে সেদিন চোর বানিয়ে বিদায় করে দিলেন হাজীনানা। বেদানা বিশ্বাসই করতে পারে না, ড্রাইভার চাচা গাড়ির পার্টস, মবিল, তেল বিক্রি করে পয়সা কামাতে পারেন।

যাওয়ার আগে কেঁদে কেঁদে ড্রাইভার চাচা বলে গেছেন, গরীবের সত্যমিথ্যা প্রমাণ করার সুযোগ নাই গো আম্মা, হাসরের ময়দানে বিচার একদিন ঠিকই হইব। আজইকে আমারে যে অপবাদ দিয়ে বিদায় করা হলো, উপরে একজন আছেন, তিনি তার বিচার সময়মতো করবেন। ড্রাইভার চাচার জন্যে কাঁদতে কাঁদতে কবে যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল মনেই নেই বেদানার। যখন জ্ঞান ফিরল তখন দেখল স্টোররুমের মেঝেতে শুয়ে আছে। টিকলিদের পারিবারিক ডাক্তার আন্টি কথা বলছেন টিকলির মায়ের সাথে। তাকে হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। হঠাৎ করে তার এমন কি অসুখ হলো বুঝতে পারছে না যে, তাকে অতি শিগগিরই হসপিটালে যেতে হবে। বিকেলে যখন যখন টিকলির বড় ফুফু এসে তাকে বেদম প্রহার করার সাথে সাথে হাজীনানার মতো বিশ্রী ভাষায় গালি দিয়ে বলতে বলতে লাগলেন : কোথা থেকে পেট বাঁধিয়েছিল হারামজাদি বল? না বললে তোরে মেরে গুড়ো করেই ফেলব।

বেদানা জানে কে তার এই সর্বনাশ করেছে। কে তাকে জোর করে দিনের পর দিন ভোগ করেছে। বাসায় কেউ না থাকলেই কে তাকে ভোগ করে ওষুধ খাইয়ে দিত সাথে সাথেই। সে জানে এই নাম উচ্চারণ করলে তার এরচেয়েও বড় সর্বনাশ হবে। দিনের পর দিন হাজীনানা হুমকি দিয়ে আসছেন, তার নাম ভুলেও উচ্চারণ করলে কেউ বেদানার লাশের সন্ধানও পাবে না কোনোদিন।

পরদিন বিকেলেই বেদানাকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হলো। যাওয়ার আগে তাকে শিখিয়ে দেয়া হলো হসপিটালের কেউ কিছু জানতে চাইলে যেন সত্যি কথাটাই বলে সে যে, ড্রাইভার তার ক্ষতি করে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। টিকলির বাবা কয়েকবার উত্তেজিত হয়ে বললেন, একটা বাচ্চা মেয়ের দিকে তাকাতে এই অসভ্য লোকটার আটকালো না। এরে আমি পুলিশে দিব।

সাথে সাথে হাজীনানা বললেন, যা সর্বনাশ হবার তা তো হয়েই গেছে। ড্রাইভারকে পুলিশে দিলে কি আর বেদানার ইজ্জত ফিরে আসবে। তার থেকে ক্লিন করিয়ে কিছু টাকা পয়সা দিয়ে সম্মানের সাথে ওরে বাড়ি পাঠিয়ে দাও। এসব বেশি জানাজানি হলে বেদানারই ক্ষতি হবে। হাজী সাহেবের চমৎকার সিদ্ধান্ত পরিবারের সবাই মেনে নিল।

আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের কোভিড সর্তকতামূলক সেমিনার

উত্তর আমেরিকা অফিস

আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের উদ্যোগে কোভিড বিষয়ক সর্তকতামুলক সেমিনার ও ২০২২ বর্ষবরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে ২ জানুয়ারি সন্ধ্যায়। জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। প্রেসক্লাবের সভাপতি মোহাম্মদ সাঈদের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক মনজুরুল হকের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় ক্লাবের সদস্য, লেখক, সাংবাদিক ও কমিউনিটি এক্টিভিষ্টরা আলোচনায় অংশ নিয়েছেন। এ সময় তাঁরা কোভিডকালীন বিভিন্ন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বর্তমান ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট মোকাবেলায় তাঁদের পরামর্শ তুলে ধরেন।

সংগঠনের সদস্য সাংবাদিক স্বপন হাইসহ কোভিডে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারীদের স্মরণ করে সভায় তাঁদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করা হয়। এখন যাঁরা অসুস্থ্ আছেন তাঁদেরও দ্রুত আরোগ্য কামনা করা হয়। অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন কিংস কাউন্টি হসপিটালের নিউরো আইসিওর ফিজিশিয়ান এসোসিয়েট ও প্রেসক্লাবের কোষাধ্যক্ষ মশিউর রহমান মজুমদার। আলোচনায় অংশ নিয়ে বক্তারা অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন বছর ২০২২ সালকে বরণ করতে সাবধানতা অবলম্বনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। সভায় বক্তব্য রাখেন কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক ডিসট্রিক্ট লিডার এট লার্জ অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, জেবিবিএ’র প্রেসিডেন্ট প্রার্থী গিয়াস আহমেদ, লায়ন্স ক্লাবের সাবেক সভাপতি আসেফ বারি টুটুল, জেবিবিএ’র সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী তারেক হাসান খান, জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি দর্পণ কবীর, প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শওকত ওসমান রচি, রূপসী বাংলার এডিটর ইন চিফ শাহ জে চৌধুরী, শো-টাইম মিউজিকের কর্ণধার আলমগীর খান আলম, নিউইয়র্ক বালাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি আহসান হাবিব, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, প্রেসক্লাব সদস্য বেলাল আহমেদ, তোফাজ্জল হোসেন লিটন, আবু বকর সিদ্দিক, তাপস সাহা,আব্দুল হামিদ, মল্লিকা খান মুনা, স্যামুয়েল পিনারু, এম এইচ পাহলভী, মেট্রোবাংলা সম্পাদক গোলাম মোস্তফা সংগ্রাম।

শর্তের বিষয়ে সময় চেয়েছে বাংলাদেশ

শেষ পৃষ্ঠার পর

কিছু সময় চেয়েছে বলে জানা গেছে। ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসে কূটনৈতিক পত্র পাঠিয়ে ওই সময় চাওয়া হয়েছে। কর্মকর্তারা অবশ্য দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন এই বলে যে, ‘দ্রুততম সময়ের মধ্যেই সরকারের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার মধ্যকার আলোচনা শেষ হবে এবং কালবিলম্ব না করেই ঢাকার সম্মতিপত্র ওয়াশিংটনে পাঠানো হবে।’ দ্বিতীয় দফায় সময় চাওয়া হতে পারে —এমন ইঙ্গিত ছিল পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেনের গত সপ্তাহের বক্তব্যে।

৩০ ডিসেম্বর গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপে তিনি এ আভাস দিয়েছিলেন। বলেছিলেন— ‘এর সঙ্গে জড়িতদের (অভ্যন্তরীণ) আলোচনায় আরও কিছু সময় প্রয়োজন, আমরা সেটা চাইতে পারি।’

১৯৬১ সালে প্রবর্তিত মার্কিন লিহেই আইনে সমপ্রতি সংশোধনী আনা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নেতৃত্বাধীন মার্কিন প্রশাসন বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের কাছে লিহেই আইনের সংশোধনী শেয়ার করেছে। সর্বজনীন ওই আইনে নতুন সংযোজিত ধারায় বলা হয়েছে, কোনো দেশের নিরাপত্তা সংস্থা বা বাহিনী যদি নির্যাতন, আইনবহির্ভূত হত্যা, গুম ও ধর্ষণজনিত কোনো অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকে, তবে ওই সংস্থাকে অনুদান দিতে পারবে না মার্কিন সরকার। এক্ষেত্রে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার আওতায় রয়েছে এমন কোনো সংস্থা বা বাহিনীও অনুদান পাবে না। এখন থেকে মার্কিন অনুদান যেসব দেশ পেতে চায় তাদের বরাদ্দ কোন কোন বাহিনী পাবে এবং তা কীভাবে হচ্ছে তা আগেভাগে জানাতে হবে। ফলে সংশোধিত লিহেই আইনের কারণে বিশ্বব্যাপী মার্কিন সামরিক অনুদানগ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলোর এ সম্পর্কিত আগাম তথ্য সরবরাহের আইনি বাধ্যবাধকতা তৈরি হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পুরোনো ওই আইনের সংশোধনী ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকরও হয়ে গেছে। এজন্য এখন থেকে মার্কিন অনুদান পেতে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশকে নতুন শর্ত পূরণ সাপেক্ষে অনুদান গ্রহণে রাজি মর্মে আনুষ্ঠানিক সম্মতিপত্র পাঠাতে হবে। স্মরণ করা যায়, অতীতে শর্তহীনভাবে বাংলাদেশকে বিরাট অঙ্কের সামরিক অনুদান দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এ সংক্রান্ত কোনো চুক্তি ছিল না বা কোনো শর্ত ছিল না। বন্ধু রাষ্ট্রের ওই অনুদান দেশের বিভিন্ন বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ব্যয় হয়েছে।

মননশীল চিন্তা-দর্শনে শিশু চারুলতা

শেষ পৃষ্ঠার পর

শেখা শুরু তার। তবে অবাক করা ব্যাপার হলো যে, সে ভালো বাংলা বলার পাশাপাশি পড়তে পারে। সাধারণ শব্দ, বাক্য গঠনে বাংলাতে লিখতেও পারে। গত বছর দীর্ঘ মহামারির কারণে বাংলাদেশে আটকে পড়ে চারুলতার পরিবার। সে সুযোগে বাংলা শিক্ষকের মাধ্যমে মাত্র দেড়মাসে তার বাংলায় দক্ষতা আরও বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া এখনও সপ্তাহে কম করে হলেও তিনদিন বাংলা পড়া, লেখা অনুশীলন করে চারুলতা।

গত বছর চারুলতা কয়েক লাইনের মাধ্যমে পাঁচটি গল্প লিখেছে। গল্পের সাথে একটা করে ঘটনাচিত্র এঁকেছে। এবছর ১০ পৃষ্ঠার আরেকটি কাল্পনিক গল্প লিখেছে। সেখানে আছে একটি আইল্যান্ড, মূল চরিত্রে আছেন একজন ব্যক্তি, বানর রূপে আছে আরও একজন ব্যক্তি এবং গুচিগাগা নামে একটি ভূত। ম্যাজিক ডাইমন্ডের খোঁজে রহস্যময় গল্পটা লিখতে তার সময় লেগেছে দেড়মাস। রঙতুলি ও পেন্সিল স্কেচের পাশাপাশি ইদানীং মায়ের উৎসাহে ক্যালিগ্রাফিতে মনোযোগ পড়েছে চারুলতার। ইউটিউব দেখে দেখে আঁকার কৌশলটাও শিখে নিয়েছে বেশ ভালো করে। ক্যালিগ্রাফিতে নির্দিষ্ট একটি পেন্সিল দরকার হয়।

টুথ ফেইরির দেয়া জমানো টাকা দিয়ে পেন্সিল কিনবে বলে ঠিক করে রেখেছে চারুলতা। জ্যাকি চেনের কুং-ফু, কমেডি এবং ডিজনি মুভি বেশ উপভোগ করে চারুলতা। তবে টিভিতে সময় কাটানোর একটা নির্দিষ্ট রুটিন সেট করা আছে তার। দৈনন্দিন কাজগুলোতে খুবই শৃঙ্খলাবদ্ধ, গুছানো ও দায়িত্বশীল চারুলতা সময়ের উপযুক্ত ব্যবহারে ঘরের একটা ছোট জায়গায় বই এবং অঙ্কনসামগ্রীতে “মি টাইম স্পেইস”টি সাজিয়ে নিয়েছে খুব সুন্দর করে। হোমওয়ার্ক শেষে দিনের কিছুটা সময় এখানে কাটায় সে। এ সময় প্রয়োজন ছাড়া সেখানে অন্যদের প্রবেশ নিষেধ। এমনটা কেন? জানতে চাইলে চারুলতা বলে, “আমার বই পড়তে ও ছবি আঁকতে একটা আলাদা পরিবেশ দরকার।” বই পড়ার অভ্যাস তার বাবা-মায়ের কাছ থেকেই পাওয়া। চারুলতার মা তামান্না গাজী ও বাবা আদনান সৈয়দ নিজেরাও বইপড়ুয়া। আদনান সৈয়দ একজন লেখক, সাহিত্যিক, গবেষক ও অনুবাদক। ঈশপের মজার ও শিক্ষণীয় গল্পগুলো পড়তে পছন্দ করে চারুলতা। প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে কিন্ডারগার্টেনে পড়ুয়া ছোট ভাই আয়াজ সৈয়দ সূফীকে গল্প পড়ে শোনায় সে। আবার বাবা-মা তাদের বই পড়ে শোনান। বিশেষ করে চারুলতার বাবা নবীদের জীবনী ও নানান ঘটনা, এবং গ্রিক মিথলজি নিয়ে বাচ্চাদের অনেক গল্প পড়ে শোনান। লাইব্রেরি থেকে ডায়লগসহ গ্রাফিক্স নোভেল বইগুলোও এনে পড়তে পছন্দ করে চারুলতা। কেন বই পড়া, ছবি আঁকার প্রতি দুর্বলতা? জানতে চাইলে চারুলতা বলে, “বই আমাদের শিক্ষা দেয়। আর একটা ছবি অনেক কথা বলে।”

ডায়েরি লেখা চারুলতার খুব পছন্দ। কিন্ডারগার্টেন থেকেই সে মনের অনুভূতিগুলো প্রকাশে নিত্যদিনের টুকিটাকি আনন্দদায়ক কাজগুলো লিখে রাখত ডায়েরিতে। কখনো ঘটনা বুঝাতে এঁকে দিত ছবি। স্কুলে পড়াশোনায় খুব মনোযোগী চারুলতা। নিজ দায়িত্ব, কাজ ও সহনশীলতায় ক্লাস শিক্ষকদের মন মাতিয়ে রাখা সে। প্রায় প্রতিদিনই অন্যের প্রতি উদারতার জন্য পুরস্কার পায়। চারুলতা স্কুল খুব পছন্দ করে। রিমোট নয়, ইন-পার্সন শিক্ষা পদ্ধতি উপকারী বলে মনে করে সে। পার্ক ও রেস্টুরেন্টে খেতে যাওয়া তার পছন্দের। ওর একটা পোষা খরগোশ আছে, নাম আইরিস। চারুলতা বড় হয়ে লেখক ও আর্টিস্ট হতে চায়। পাঠকদের প্রতি ছোট শিশু চারুলতা একটি ডায়োলগ রেখেছে, “Do not follow others! You can be who you want to be!”

যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম বাংলাদেশি-আমেরিকান মেয়র হিসেবে তৈয়বের শপথ

উত্তর আমেরিকা অফিস

মাহবুবুল আলম

যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম বাংলাদেশি-আমেরিকান মেয়র মাহবুবুল আলম তৈয়ব ৩ জানুয়ারি শপথগ্রহণ করেছেন। পেনসিলভেনিয়া স্টেটের মিলবোর্ন সিটির মেয়র হিসেবে মাহবুবুল আলম তৈয়ব অনাড়ম্বর এক অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন ছুঁয়ে শপথগ্রহণ করেন। জজ হ্যারি ক্যাপারেডিয়া তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান। শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পেনসিলভেনিয়ার স্টেট সিনেটর টিম কিয়ারনি, স্টেট রিপ্রেজেনটেটিভ জিনা কারি।

ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা মাহবুবুল আলম তৈয়ব আগের দুই মেয়াদে এই সিটির কাউন্সিলম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। ২ নভেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিজয়ী হন চট্টগ্রামের সন্তান মাহবুবুল আলম তৈয়ব।

ভ্যাকসিনের ওপর নির্ভর

শেষ পৃষ্ঠার পর

উপচেপড়া ভিড়। কেউ ওমিক্রনের পরীক্ষা নিতে ভর্তি হচ্ছেন। কেউ আবার অন্য কোনো কারণে চিকিৎসা নিতে যাচ্ছেন। এ কারণে হাসপাতালে থেকেও আক্রান্ত হয়ে ঘরে ফেরার সম্ভাবনা বাড়ছে।

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির সাথে যুক্ত ম্যানহাটনের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ক্রেগ স্পেন্সার টুইট বার্তায় লিখেছেন, বুস্টার টিকা নেয়া লোকজনের মধ্যে তিনি হালকা উপসর্গ দেখছেন। অর্থাৎ অধিকাংশেরই গলা ব্যাথা, কখনও গলায় প্রচণ্ড ব্যাথা। এছাড়া কিছুটা ক্লান্তি, পেশীতে ব্যথাও রয়েছে। কিন্তু তাঁদের শ্বাস নিতে কোনো অসুবিধা নেই। কোনো স্বল্পতাও নেই শ্বাসে। সবকিছু একটু অস্বস্তিকর, কিন্তু ঠিক আছে। ধীরে ধীরে সেরেও উঠছেন তাঁরা।

ক্রেগ স্পেন্সার বলেন, যাঁরা বুস্টার নেননি, শুধু ফাইজার অথবা মডার্নার দুই ডোজ নিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে উপসর্গগুলো বেশিদিন থাকছে। বেশি ক্লান্তি, বেশি জ্বর ও কাশি থাকছে। সামগ্রিকভাবে একটু বেশি ভুগছেন। তবে শ্বাস নিতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না। ক্রেগ স্পেন্সার উল্লেখ্য করেছেন, যাঁরা জনসন এন্ড জনসন ভ্যাকসিন নিয়েছেন এবং বুস্টার নেননি, জরুরি বিভাগে তাঁদের অবস্থা ততটা ভালো নয়। তাঁদের জ্বর, কাশি, দুর্বলতা, শ্বাসের কষ্টও আছে। তবে আগের মতো অক্সিজেনের অভাবে কারও জীবন ঝুঁকিতে নেই।

ক্রেগ স্পেন্সার লিখেছেন, ভ্যাকসিন নেননি যাঁরা, জরুরি বিভাগে তাঁদের প্রত্যেকেরই শ্বাসকষ্ট আছে। প্রত্যেকেরই হাঁটার সময় অক্সিজেন নেমে আসছে এবং নিয়মিত শ্বাস নেয়ার জন্য তাঁদের অক্সিজেন দরকার হচ্ছে। সবার উদ্দেশে তিনি টুইটারে লিখেছেন, ‘আপনারা যদি ভ্যাকসিন না নিয়ে থাকেন, তবে একটি ডোজ হলেও নিন। যদি একটি নিয়ে থাকেন তাহলে দ্বিতীয় ডোজটি নিন। যদি দুটোই নিয়ে থাকেন, তবে বুস্টার নিন। জরুরি বিভাগের চিকিৎসক হিসেবে আমি আপনাদের বলছি, আপনারা আস্থা রাখুন। ভোররাত তিনটায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জরুরি বিভাগে ভর্তি হওয়ার চেয়ে ভ্যাকসিন নেয়া ভালো।’

পারিবারিক জীবনে ইসলাম

শেষ পৃষ্ঠার পর

ম্যালিনোস্কি পারিবারিক পদ্ধতির ব্যাপারে যথার্থই বলেছেন—‘পরিবার হলো একটি গোষ্ঠী বা সংগঠন আর বিবাহ হলো সন্তান উৎপাদন ও পালনের একটি চুক্তি মাত্র।’ কারণ এ বিয়ের মধ্যেই নিহিত আছে মানবজীবনের পবিত্রতা ও সুস্থতা। ব্যক্তি ও পারিবারিক পবিত্রতা ও সুস্থতার ওপরই নির্ভর করে সমাজ, রাষ্ট্র ও সারাবিশ্বের মানবজাতির পবিত্রতা ও সুস্থতা। মহান আল্লাহর অনুগ্রহ যে, তিনি পৃথিবীতে মানব বংশ সম্প্রসারণেও এ পারিবারিক পদ্ধতির বিধান চালু করেছেন।

পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব বোঝাতে আল্লাহ তা’আলা বলেন, ‘হে মানবজাতি, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতেই সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা হতে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তাদের দু’জন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন।’ (সুরা নিসা : আয়াত ১)। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ এবং এক নারী থেকে। তারপর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি লাভ করতে পার।’ (সুরা হুজরাত : আয়াত ১৩)।

উপরোক্ত আয়াতদ্বয় থেকে স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে, পারিবারিক বন্ধন থেকেই মানব বংশ সম্প্রসারণ হয়েছে। যদি সকল জাতি ও গোত্রের লোকেরা বিভিন্ন পরিবারে বিভক্ত হয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে তবে সে পরিবার সমাজে সর্বোত্তম আদর্শ পরিবার হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। যেখানে বইতে থাকে শান্তির ধারা। পরিবারের প্রতিটি সদস্যের বিচরণ হবে সুখকর ও আনন্দময়। পরিবারের সদস্যরা যখন আল্লাহর দেয়া দায়িত্বানুভূতি সম্পর্কে সজাগ থাকবে। স্ত্রী তার অধিকার পূর্ণাঙ্গভাবে লাভ করবে। স্বামী যখন স্ত্রীর নিকট তার অধিকার পাবে, সন্তান বাবা-মায়ের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য ও তাদের অধিকার লাভ করবে, আত্মীয়-স্বজন যখন পরস্পরের যথাযথ সম্মান মর্যাদা পাবে, তখন কোনো স্ত্রী আর তার অধিকারের দাবিতে প্রকাশ্য জনপথে আন্দোলনে বের হবে না, কোনো স্বামী ভালোবাসা ও সুন্দর জীবন-যাপনে অন্য নারীর প্রতি আসক্ত হবে না, কোনো সন্তানই বাবা-মায়ের অবাধ্য হয়ে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করবে না এবং আত্মীয়-স্বজনের সম্পর্কের দৃঢ়তায় আল্লাহর রহমত, বরকত ও অনুগ্রহ বর্ষিত হতে থাকবে। শুধু তাই নয়, ইসলাম নির্দেশিত পারিবারিক জীবন হলো আল্লাহ তা’আলার মহা অনুগ্রহ। মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত পারিবারিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হলে সমাজ থেকে মহামারির আকার ধারণকারী পরকীয়া, লিভ টুগেদার, মাদকাসক্তি, ইভটিজিং, এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ, হত্যা, অবৈধ ভালোবাসায় ব্যর্থদের আত্মহত্যাসহ সকল প্রকার অপরাধপ্রবণতা এবং জীবনের শেষ সময়ে বৃদ্ধাশ্রমের মতো দুঃখী জীবনযাপন চিরতরে নির্মূল হবে। তাই একটি সুন্দর ও আদর্শ পরিবার গঠনের লক্ষ্যে আল্লাহ ও রাসুল (স.)এর নির্দেশনাসমূহ মেনে চলা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানের অপরিহার্য অংশ। আদর্শ ও উত্তম পরিবার গঠনে পরিবারের দায়িত্বশীলের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বনবীর ছোট্ট একটি হাদিসের মাধ্যমে তার গুরুত্ব বোঝা যায়।

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, ‘তুমি একটি দিনার আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেছ, একটি দিনার ক্রীতদাস মুক্তিতে ব্যয় করেছ, একটি দিনার মিসকিনকে দান করেছ এবং একটি দিনার পরিবারের লোকদের জন্য ব্যয় করেছ।

এ খরচ করা দিনারগুলোর মধ্যে নিজ পরিবারের লোকদের জন্য খরচ করা দিনারের মূল্য-প্রতিদান লাভের দিক থেকে সর্বোত্তম।’ (মুসলিম) সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিধান অনুযায়ী পরিবার গঠন করলে সে পরিবার হবে একটি আদর্শ ও সর্বোত্তম পরিবার। আল্লাহ তা’আলা মুসলিম উম্মাহকে সুন্দর পরিবার গঠনের লক্ষ্যে সমাজের সর্বস্তরে কুরআন-হাদিসের সুমহান আদর্শকে তুলে ধরার তাওফিক দান করুন। আমিন।

পাত্রী চাই

কানাডিয়ান সিটিজেন, ৪৩ বৎসর বয়সী, ইলেকটিক্যাল ডিপলমা -কানাডা, MBA-লন্ডন, Uk& DU, ডিভোসী পাএের জন্য সমমনা পাএী চাই। যোগাযোগ-14373247008

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত আমেরিকার নাগরিক ৪৮+ বয়সী মুসলিম পাত্রের জন্য মার্জিত, ধার্মিক ৩০-৩৮ বয়সী আমেরিকায় বসবাসকারী পাত্রী চাই। পাত্রের শর্ট-ডিভোর্স আছে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৪৯৬-৬৮৭৯

ক্যাব ড্রাইভার আবশ্যক

ব্র্যান্ড নিউ হাইব্রিড RAV4 এর জন্য ইয়েলো ক্যাব ড্রাইভারের প্রয়োজন.আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য কামাল চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করুন(917)602-8876

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার হলিসে হিলসাইড এভিনিউর কাছে ১৯৬ স্ট্রিটে দুই বেডরুম, বাথরুম, কিচেন, লিভিংরুম, ডাইনিংরুমসহ বাসা ভাড়া হবে। ৯১৭-৪১২-৭৭৩৯

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

জ্যাকসন হাইটসের প্রানকেন্দ্রে অবস্থিত কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স কোম্পানীতে ট্যাক্স, একাউন্টিং ও অফিস সহকারি পদে কিছু লোক জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হবে। অনুগ্রহ করে রিজ্যুমি ইমেইল করুন Karnafullytax@yahoo.com

বাসা ভাড়া

এলমহাস্টে ২ বেডরুমের বাসা সাবলেট দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫৯১-৯৯৪৫

House for rent

1 Bedroom apartment in east Elmhurst 100th street & 25th Ave next to La-Guardia Airport. Phone: 9177457249

গ্রোসারী বিক্রয়

সম্পূর্ণ চালু অবস্থায় স্টারলিং এভিনিউ ব্রঙ্কস নিউইয়র্ক এর একটি গ্রোসারী স্টোর বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৭৮-২৩০০ (৩.০০-৫.০০)

বাসা ভাড়া

কুইন্সের উডসাইড এলাকায় ৫৭স্ট্রীটের উপরে ১ বেডরুম বাসা আগামী ১লা জানুয়ারি থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৪১২-২৯৬২

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলিজের ৯১ এভিনিউ এবং ২১৬ স্ট্রীটে ২ বেডরুম ও লিভিং একটি বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 917-868-9679

এপার্টমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা এ্যাভিনিউতে E F J & LI R R ট্রেনের সন্নিকটে তিন বেড দুই বাথরুম বড় লিভিং রুম ও কিচেনসহ প্রাইভেট হাউসের একটি এ্যাপার্টমেন্ট সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ ৭১৮-৬৯০-৬৭৪৮

বাসা ভাড়া

হিলসাইডের ও পারসন্স বুলোভার্ডের F ট্রেনের এক ব্লকের মধ্যে দুই বেডরুম লিভিংসহ (হিলক্রস্ট হাই স্কুলের সামনে) বেইসমেন্ট এবং দ্বিতীয় তলায় এক বেডরুম আলাদা কিচেন বাথরুমসহ অতি সস্তা ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ-৩৪৭-২৭৯-৫৪০০

বাসা ভাড়া

লং আইল্যান্ডের মিনিয়োলা এলাকায় বাস ও ট্রেন এর সন্নিকটে এক বেডরুম বাসা (দ্বিতীয় তলা)। জানুয়ারি ২০২২ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 347-220-2037

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

York Holding Realty

Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals
718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

OFFICE SUITS FOR RENT

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্র ৭২ স্ট্রিট ও রুজভেল্ট এভিন্যুর কর্ণারে প্রফেশনাল অফিস সেন্টারে বিভিন্ন সাইজের পৃথক অফিস রুম ভাড়া দেয়া হবে।

Please Contact: **646-641-5348**
Email: DgDesignNYC@gmail.com

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর ড্রাইভিং** স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

নিউইয়র্কে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় বিশ্বস্ত নাম আসিফ চৌধুরী
লাইসেন্সড রিয়েলেটর
(ডিজিট্যাল কার্ডের জন্য ৮৫৩৭৭ নাম্বারে টেক্সট করুন)

যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪১- ৫৩০৮ (সেল)
অফিস: ৭১৮- ২৬২- ০২০৫
ফ্যাক্স: ৭১৮-২৬২- ০২৫৪
ইমেইল: ashif.choudhury@gmail.com

EXIT REALTY PRIME
১৮৯-১০ হিলসাইড আভিন্যু, সুইট: ই হলিস, এনওয়াই ১১৪২৩
www.EXITPrimeNY.com

PRIVATE TUTORING

GRADE 4 - 12

MATH & ELA | SHSAT | SAT
NY ST EXAM | NY ST REGENTS

➔ EXPERT TUTOR :
+20 YEARS TEACHING EXPERIENCE IN PUBLIC & PRIVATE SCHOOLS IN Sty V , Bronx Sci, Trinity ...

FOR RATE AND MORE DETAIL PLEASE VISIT :

TanvirTutoring.com/privatelesson
833-826-8478

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনিউয়ে ৮৮-২১ ১৮৭ স্ট্রীটের ২য় তলায় একটি বেডরুম, বাথরুম, কিচেনসহ ভাড়া দেওয়া হবে। সম্পূর্ণ রিনোভেটেড। ভাড়া সমস্ত বিলসহ ১৬০০ ডলার। যোগাযোগ: 929-386-6473

House for rent

One bedroom, bath, kitchen, Living room combo, one or two persons only couple preferable no kids no pets no smoking. 516-591-6047

Room for rent

Queens jamaica hills, Near Jamaica Muslim center. 917-324-0264

রুমমেট চাই

এস্টোরিয়া স্টাইনওয়ের অতি নিকটে একজন অধূমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৭১৮-৬৯৬-৭৫২১

রুম ভাড়া

এফ ও ই ট্রেনের নিকটে 139 স্টিটে একজন কর্মজীবি মহিলা বা স্টুডেন মেয়ের কাছে আলাদা রুম ভাড়া দেওয়া হবে। ফুল ফার্নিসড। 347-475-8406/ 347-725-7526

Basement for rent

2 bedroom 1bathroom for rent in 155 street & Sutphin Blvd. Rent $1250. Including wifi & bills.Next to Titash Grocery. No negotiation please. Contact: 929-261-2110

বেসমেন্ট ভাড়া

হিলসাইড ও জ্যামাইকা এভিনিউর মাঝে ১৯৯ স্ট্রিট, হোলিসে ২ বেডরুম, ১ লিভিং রুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ব্যাচেলর/ছোট পরিবার অগ্রাধিকার। মোবাইল: ৩৪৭-২৩৮-৬২৯৩, ৩৪৭-৪৭৬-২২৮৩

পাত্র চাই

আমেরিকান নাগরিক, চাকুরীরতা B.S in applied mathematics (UMD), MS in Project Management (UMD) এবং বর্তমানে MBA পাঠরত (UMD) ধার্মিক মেয়ের জন্য সমমানের শিক্ষিতা মুসলিম পাত্র চাই। অনুগ্রহ পূর্বক ছবি ও বায়োডাটাসহ যোগাযোগ করুন: nazir.ullah@longandfoster.com

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে জন্মগ্রহণকারী বয়স ৩২ ব্যাংকে উচ্চপদে কর্মরত লম্বা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। পাত্রের বায়োডাটা ছবিসহ যোগাযোগ করুন। mhpatwa@gmail.com

পাত্রী চাই

কানাডিয়ান সিটিজেন, ৪৩ বৎসর বয়সী, ইলেকট্রিক্যাল ডিপ্লোমা - কানাডা, MBA-লন্ডন, Uk & DU, ডিভোর্স পাত্রের জন্য সমমনা পাত্রী চাই। **যোগাযোগ- 13475538417**

পাত্রী চাই

পাত্র সিটিজেন ৫/৬ ইঞ্চি,ধার্মিক মধ্যবিত্ত পরিবারের ধার্মিক হিজাব পড়া সুন্দরী পাত্রী চাই। যোগাযোগ: 929-422-8642

Groom wanted

US citizen,Bangladeshi Muslim girl,35 Optometrist, looking for someone residing in US, 35-38, good education/career. Tel :202-386-5401

Help Wanted

Looking for employee's for an ice cream parlor located at Gaithersburg, MD. looking to hire: CSR, Manager, Ice cream maker and Young/energetic individuals with/without experience. In house training will be available for reliable employees. If anyone is interested contact the following numbers: +1-347-499-9427, +1-917-687-5248

অ্যাটিক ভাড়াঃ

ব্রংক্সের পার্ক চেষ্টার এলাকায় জেমেগা সাবওয়ে থেকে মাত্র ২ ব্লকের মধ্যে ১ বেডরুম, ১বাথরুম, লিভিং, ডাইনিং ও কিচেন স্পেসসহ ভাড়া দেওয়া হবে। ১ ব্লকের মধ্যে মসজিদ, বাংলাদেশী গ্রোসারি, স্কুল।
যোগাযোগ:
347-340-6474

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।

যোগাযোগ সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা হলিসে, ২য় তলা ১ সেপ্টেম্বর মাস থেকে ২টা বেডরুম, বড় বাথরুম, লিভিং ও কিচেন একসাথে। সম্পূর্ণ নতুন ও বড় এটিকসহ ভাড়া দেওয়া হবে। নিরিবিলি ও মনোরম পরিবেশ। রাস্তা গাড়ি পার্কিং সুবিধা আছে। মসজিদ, দোকান, লন্ড্রি, স্কুল ও বাস বাসার কাছে। Q3, Q2, Q83 ভাড়া আলোচনাসাপেক্ষে। বিস্তারিত জানতে কল করতে পারেন ৯১৭–৭১৭–৮৫৮২

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

ইষ্ট নিউইয়র্ক ব্রুকলিন নতুন সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ 347-575-1913

পাত্র চাই

আমেরিকান সিটিজেন, ২৯ বছর বয়সী কর্মরত রেজিষ্ট্রার ফার্মাসিষ্ট পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। Doctor, Eng. Pharmacist, IT professional অগ্রাধিকারযোগ্য। যোগাযোগ: 718-902-7200

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777 , everlybrown@yahoo.com

আবশ্যক

ম্যানহাটানে পিজা স্টোরে পুরুষ লোক আবশ্যক। পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নাই। ফোন:929-398-0617

আবশ্যক

কুইন্স কাউন্টিতে অবস্থিত একটি মসজিদে ধর্মভীরু, সৎ ও যোগ্য স্বেচ্ছাসেবী (ভলান্টিয়ার) প্রয়োজন। মার্জিত, শিক্ষিত এবং উদার প্রকৃতির মুসলমান ভাইবোনদের দৃষ্টি আকর্ষন করছি। সবার কাছ থেকে কিছুটা সময় ও সার্বিক সহযোগীতা পেলে মসজিদটির অস্তিত্ব টিকে থাকবে। সত্বর যোগাযোগ করুন: (646) 684-8762, (917) 722-1405, (718) 524-9777

লোক আবশ্যক

জ্যাকসন হাইসের প্রানকেন্দ্রে সেলভেল ফোনের দোকানে সেলস পার্সন ও টেকনিশিয়ান আবশ্যক। কাজ জানা এবং ইংরেজী জানাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। ভাল বেতন আলোচনা সাপেক্ষে দেয়া হবে। 718-478-8100

অফিস ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে ফার্নিচার, ইন্টারনেট, বিদ্যুৎসহ একটি অফিস ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া: 700 যোগাযোগ: 646-645-9830

হাউস কীপার আবশ্যক

জ্যামায়কার হিলসাইড ও ১৬৯ স্ট্রীটে একজন বয়স্ক মহিলাকে সপ্তাহের ৬ দিন দেখাশুনার জন্য একজন অভিজ্ঞ মহিলা হাউস কীপার আবশ্যক। **থাকা-খাওয়া ফ্রি + আকর্ষণীয় বেতন।** দীর্ঘমেয়াদী চিন্তায় বিশ্বাসী শুধুমাত্র সিরিয়াস প্রার্থীগণ কল করুন।
ফোন: **৩৪৭-৪৪৫-৫০৯৩**, ৯১৭-৪৩৫-৯৪১৬

জ্যাকসন হাইটসে প্রিন্টিং স্টোর বিক্রয়

জ্যাকসন হাইটসে অবস্থিত
একটি প্রিন্টিং স্টোর
সম্পূর্ণ চালু অবস্থায় অতিসত্বয়
বিক্রয় করা হবে
শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন
Ph: 201-884-0513

সুপ্রভাত মিশিগানের ৪র্থ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও থার্টি ফার্স্ট নাইট উদযাপন। ছবি: সংগৃহীত

সুপ্রভাত মিশিগানের ৪র্থ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

মিশিগান প্রতিনিধি

বর্ণিল আয়োজনের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হলো যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে বসবাসরত বাঙালিদের প্রিয় নিউজ পোর্টাল 'সুপ্রভাত মিশিগানের' ৪র্থ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী।

এ উপলক্ষে স্থানীয় সময় ১ জানুয়ারি ওয়ারেন সিটির মৃধা বেঙ্গলি কালচারাল সেন্টারে সুধী সমাবেশ ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রকাশক ও সম্পাদক চিন্ময় আচার্য্যের সভাপতিত্বে এ আয়োজনে প্রধান অতিথি ছিলেন হ্যামট্রামিক সিটির কাউন্সিলম্যান কামরুল হাসান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সিলেট মেট্রোপলিটনের সহকারী পুলিশ কমিশনার অমূল্য কুমার চৌধুরী, দৈনিক খোয়াইয়ের সম্পাদক শামীম আহছান, বাংলা প্রেসক্লাব মিশিগান ইউএসের সহ-সভাপতি সৈয়দ সাহেদুল হক, সাংবাদিক সেলিম আহমেদ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব পূর্নেন্দু চক্রবর্তী অপু, সুপ্রভাত মিশিগানের নির্বাহী সম্পাদক মোস্তফা কামাল, বার্তা সম্পাদক তোফায়েল রেজা সোহেল, সহযোগী সম্পাদক আশিকুর রহমান, ফিচার এডিটর সৈয়দ আসাদুজ্জামান সুহান।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সৌরভ চৌধুরী, সুপর্ণা চৌধুরী ও মৌসুমী দত্ত।

ঢাকায় বাড়ি বিক্রয়

(নিকুঞ্জ-২) নিকুঞ্জ ১৪নং রোড, ঢাকা বাংলাদেশ সম্পূর্ন বাড়ি বিক্রয় হবে। যোগাযোগ :৭১৮-৬৭৫-০৫৯৯

বাসা ভাড়া

দুটো রুমসহ কিচেন, টয়লেট সম্পূর্ণ পৃথক ১ তালা ভাড়া দেওয়া হবে। Melville, Long Island, Newyork. Half hollow Hills school district. যোগাযোগ: 929-328-5042

বাসা ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকা ১৬৪-৬১ ১০৯ এভিনিউ। ৩ বেডরুম,১বাথরুম, লিভিং, ডাইনিং ও কিচেন ২য় তলায়। ফোন: 646-255-0947

বাসা ভাড়া

ফেব্রুয়ারির ১ তারিখ থেকে জ্যামাইকা 197-20 99th Rd, Jamaica NY 11423, দুই বেডরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৭৯-৯০২৩

বাসা ভাড়া

জানুয়ারি থেকে কুইন্স এর হলিসে ১টি ২ বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৫৪৭-১৫১০

রুমমেট চাই

Jamaica 148 Street 88 Aveতে মনোরম পরিবেশে এপার্টমেন্টে ২ জন অধুমপায়ী নামাজী ব্যাচেলর রুমমেট আবশ্যক। এখন সম্পূর্ণ খালি আছে। লোকেশন: তাজমহল রেস্টুরেন্ট/ কাওরান বাজার এর অপজিটে। এক ব্লকের মধ্যেই F Train. ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: 347-553-4830

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস আপনা বাজারের সামনে এ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ মা মেয়ে সাথের একজন ছাত্রী অথবা কর্মজীবি মহিলার কাছে একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। কিচেন ও বাথরুম শেয়ার করতে হবে। যোগাযোগ: 347-237-3171

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইড এফ ট্রেনের পাশে ১৮০ স্টীটে ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 347-639-4571

ডেলিভারি ম্যান আবশ্যক

নিউইয়র্কের পাঁচ বোরোতে নিউজ পেপার ডেলিভারি দেওয়ার জন্য গাড়িসহ দুজন ডেলিভারি ম্যান আবশ্যক। ফোন 518-253-0966

পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাত্রী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১–৮৯–৯০১৩**

রেস্টুরেন্টে লোক আবশ্যক

উডসাইডের একটি বাংলাদেশী রেস্টুরেন্টে কিচেন হেলপার, কাস্টমার সার্ভিস ও ক্লিনার পদে জরুরীভিত্তিতে লোক আবশ্যক। যোগাযোগ-347-792-4704

Help wanted

Salon/SPA workers $900-$1200 weekly Ayodhay Salon 37-43 76th St, Jackson Heights. 718-433-9616. www.ayodhany.com

MD AHSAN HABIB Esq.
Attorney -at-Law
Real Estate, Immigration , Litigation
AH LAW FIRM PLLC

Address:
164-13 Hillside Ave
Jamaica NY 11432

ahlegaledge@gmail.com
+1 929 294 5772

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস সংলগ্ন নর্দান বুলেভার্ড ও ৮০ স্ট্রিটে প্রাইভেট বাসার বেসমেন্ট (২ বেডরুম,লিভিং রুম, ডাইনিং, কিচেনসহ) ১ আগস্ট থেকে ভাড়া হবে। ছোট পরিবারকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

যোগাযোগ: ৯১৭-৪৭৬-৬৮৭৩

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

বৃদ্ধাশ্রমে সাহায্যের আবেদন

ঢাকার উত্তরখান আপন নিবাস বৃদ্ধাশ্রম। বর্তমানে ৮৮ জন কুড়িয়ে পাওয়া মা আছেন।তারা মোটামুটি মানসিকভাবে অসুস্থ।আপনারা সহযোগিতা করে এই ভালো কাজের শরীক হতে পারেন। যোগাযোগ: শেলিনা ইসলাম, ফোন: ০১১-৮৮-০১৮১৬৭৭৯১৬৩ বিকাশ: ০১৮১৬৭৭৯১৬৩

পাত্রী চাই

সু-প্রতিষ্ঠিত,পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, Green Care Holder, USA থেকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ৫"৭ ৩৩ বছর পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। যোগাযোগ: 732-595-2602। Email: kanalyst2020@gmail.com

নিউইয়র্কে স্বনামধন্য বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ

Utpal Chowdhury, MD.

Board certified internal medicine

Attending physician(Emergency)-New York Community Hospital, Brooklyn. Jamaica Hospital Medical Center, Queens.

অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়
পরিষেবা/চিকিৎসা

- ফিজিক্যাল এক্সাম
- স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা
- টিএলসি এক্সাম
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা
- চর্মরোগ
- ডায়বেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- থাইয়েড
- এজমা
- বাতের ব্যাথা
- যৌন রোগ

TREATMENT / SERVICES

- COMPLETE PHYSICAL
- HIGH BLOOD PRESSURE
- SCHOOL /JOB PHYSICAL
- HIGH CHOLESTEROL
- TLC
- ASTHMA
- VACCINATION
- SKIN PROBLEM
- DIABETES
- EKG

Please call for Appointment
At# 917-503-5002

ডাঃ উৎপল চৌধুরী

Jamaica office
167-02 Highland Ave, 1st Floor,
Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 297-4444 & (917) 503-5006
Fax: (718) 297-4443& (917) 503-5005
Office Hours:
Monday & Thursday, 5pm-9pm
Wednesday & Friday, Sunday 9am-3pm

Jackson Heights office
40-37 76th Street, 1st Floor, Elmhurst, NY 11373
Phone: (917) 503-5002 & (718) 533-0002
Fax: (917) 503-5004 & (718) 533-0005
Office Hours:
Monday, Tuesday Thursday
9am-3pm
Wednesday & Friday
5pm-9pm
Sunday: Lab. Work only.
9am-1pm

Tel: 917-503-5002,
Fax: 917-503-5004

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স নিয়ে থাকি
যাদের স্বাস্থ্যবীমা নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করে থাকি

We accept all major insurances including Medicare, Medicaid

True Medical Care P.C.
40-37 76th Street, 1st Floor Elmhurst, NY 11373 167-02 Highland Ave, 1st Floor Jamaica, NY 11432

আমেরিকায় নতুন এসেছেন- থেকে যেতে চান; পলেটিক্যাল এসাইলাম করবেন নাকি স্টুডেন্ট, এল১, ই২ ভিসা- কোনটা? এমপ্লয়মেন্ট-বেইজড-গ্রীনকার্ডও আছে। আমাদের সংগে কথা বলুন, বুঝুন আগে সবকিছু- তারপর যা হয় করুন।

বহু বছর যাবৎ আমেরিকায় আছেন কিন্তু নানা জটিলতা বা অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভাল কাগজ বা তথ্যের কারণে আটকে রয়েছে আপনার প্রসেসিং। আপনার প্রয়োজন ওয়ার্ক পারমিট, সোসাল, ট্রাভেল ডকিউমেন্ট। এবং ফাইনালী গ্রীনকার্ড। এরপর সিটিজেনশীপ। যেখানেই সমস্যা সেখানেই সমাধানও।

যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, বি১বি২ বা এফ১এফ২, সি-১ ট্রানজিট বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে ইন্সপেকশন ছাড়া- সব সমস্যারই সমাধান আছে। বিয়ের মাধ্যমে গ্রীনকার্ড পেয়েছেন কিন্তু স্পাউসের অসহযোগিতার কারণে 'কন্ডিশন' রিমোভ করতে পারছেন না, হুমকী খাচ্ছেন! অথবা, সিটিজেন বিয়ে করার পরও নানা কারণে-জটিলতায় গ্রীনকার্ড পাচ্ছেন না। আইন কিন্তু আপনারই পক্ষে, শুধুমাত্র সবকিছু বুঝতে হবে, সমস্যানুযায়ী সমাধান করতে হবে।

বাংলাদেশ থেকে স্পাউস-ভাই-বন্ধু-আত্মীয়কে আমেরিকায় আনতে চাচ্ছেন কিন্তু 'রাস্তা' খুঁজে পাচ্ছেন না! ইংরেজীতে সিটিজেনশীপ পরীক্ষা দিতে পারছেন না, অসুস্থ্য। এসব সমস্যারও সমাধান রয়েছে। ইমিগ্রেশনের প্রতিটি ধাপের প্রতিটি সমস্যা নিয়েই আমরা কাজ করি, সহযোগীতা করি।

নিউ ইয়র্কে রয়েছেন কিন্তু মেডিকেল ইন্সুরেন্স নেই ফ্রি চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন না! আমরা আছি- কোন অসুবিধে নেই। পেয়ে যাবেন ড্রাইভার লাইসেন্সও। ব্যাংক একাউন্ট, নতুন কোম্পানী, নিজের নামে ইআইএন সবই হবে।

আমরা সহযোগীতা করছি। সকল সমস্যারই সমাধান আছে।
কল করুন বা এসএমএস (টেক্সট) করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অব নিউজার্সির নবনির্বাচিত পরিষদের শপথ গ্রহণ ও অনুষ্ঠান। ছবি: সংগৃহীত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অব নিউজার্সির কার্যকরী কমিটির শপথ

উত্তর আমেরিকা অফিস

৩১ ডিসেম্বর শুক্রবার জুমার নামাজের পর প্যাটারসনের জালালাবাদ জামে মসজিদে ইসলামিক ফাউন্ডেশন অব নিউজার্সির নবনির্বাচিত সেলিম খালিক-সালেহ গণি পরিষদের শপথ গ্রহণ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

বিদায়ী সভাপতি হান্নান হোসেনের শুভেচ্ছা বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের প্রথম অধিবেশনে কার্যকরী কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান বাংলাদেশের প্রখ্যাত আলেম মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ নোমান কাশেমী। নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক সালেহ গণির পরিচালনায় ও সভাপতি সেলিম খালিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন প্যাসাইক কাউন্টি সুপ্রিম কোর্ট মনোনীত স্পেশাল জাজ স্টুয়ার্ট রেজার, প্যাসাইক কাউন্টি শেরিফ অফিসার নার্ট হাফাসা, মাওলানা মুফতি ফাতেহুল ইসলাম, মাওলানা মুফতি শিব্বির আহমদ, রমজান আহমদ, নবনির্বাচিত ট্রেজারার মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্যাটারসনের মুরব্বি খলিলুর রাজা চৌধুরী, এনামুল বারী মজনু, শামসুল ইসলাম, গিয়াসউদ্দিন আহমদ, ফয়জুর রহমান ফটিক, আব্দুস সালাম, আব্বাস আলী, বাবুল আহমদ, মনসুর আহমদ, আনহার মিয়া, মোহাম্মদ রশীদ দিদার, আব্দুর রকিব চুন্নুসহ শতাধিক বাংলাদেশি উপস্থিত ছিলেন। নবনির্বাচিত সভাপতি সেলিম খালিক তার পরিষদের পক্ষ থেকে ফাউন্ডেশনের সকল সদস্য, ভোটার, সমর্থকসহ সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে মহান আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন অব নিউজার্সির ২০২২ সালের নবনির্বাচিত কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন সহ-সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহমদ, ট্রেজারার মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত, সহকারী ট্রেজারার মোহাম্মদ চান মিয়া, সদস্য হামিদ আলী, সিরাজ মিয়া, আলাউদ্দিন আহমদ (সাজা মিয়া), মুছাব্বির আলী, খলকু মিয়া।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেল্‌স ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
•Emirates • Qatar Airways • Etihad Airways • Turkish Airlines • Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider Department of Health, State of New York
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER
সেলস এবং রিপেয়ার
Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।
ultra mobile · SIMPLE mobile · h2o UNLIMITED · T-Mobile · UNIVISION mobile · Lycamobile
Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

ল' অফিস অব এটর্নি মো: গোলাম মোস্তফা
Our Services
★ Personal Injury & Workers Compensation (Recovery over 3 million dollar)
★ Car Accidents
★ Medical Mal Practice
★ Accident in Construction
★ Lead Poisoning
★ Slip and Fall
★ Dental Mal Practice
★ Immigration all kinds &
★ Green Card via employment & Investments
★ Real Estate & Business Closings
★ Non payment or no over time payment
★ Will, Trust and Estate Planning
★ Bankruptcy, Landlord-Tenant
★ Family Matter-Divorce
★ All Civil Matters
"Prior results do not guarantee a similar outcome"
New York State Attorney
M. Mostofa, Esq
LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh
Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY
Queens: 146-10 Hillside Ave, 2nd Fl. Jamaica, NY 11432
Long Island: 405 Elm Dr, Roslyn, NY 11576
Ph# 917-285-6247
E-mail: abmostofa1@gmail.com
বাড়ি বিক্রয়ের সুযোগ্য ও বিশ্বস্ত সাথী
Attorney Realty Inc.
Regulated by Experienced Real Estate Attorney
REAL ESTATE SALESPERSONS
MOSHARRAF HOSSAIN Cell: 347-307-1406
ADVOCATE MD NURUZZAMAN Cell: 347-469-9268
ADVOCATE MOHAMMAD HASHEM Cell: 646-552-2748

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Bangladeshi Foot Specialist
DR. SADI ALAM, DPM
আপনি পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?
নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL
Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432
Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Alam Podiatry, P.C.
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | Email: dralamdpm@gmail.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS

ফ্লাইটে করোনা শনাক্ত

টয়লেটে পাঁচ ঘণ্টা 'সেলফ আইসোলেশন'

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

করোনা শনাক্ত হওয়ার পর উড়োজাহাজের শৌচাগারে পাঁচ ঘণ্টা স্বেচ্ছায় সেলফ আইসোলেশন থাকার কথা জানিয়েছেন এক নারী যাত্রী।

২০ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো থেকে আইসল্যান্ডের রেইকিয়াভিকগামী ফ্লাইটে এ ঘটনা ঘটে। ওই নারী যাত্রীর নাম মারিসা ফোটিও। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের একজন স্কুলশিক্ষক। মারিসা জানান, উড়োজাহাজে ভ্রমণকালে তিনি গলাব্যথা অনুভব করেন। চলন্ত উড়োজাহাজে বসেই তিনি তাঁর সঙ্গে থাকা একটি র‍্যাপিড টেস্ট কিট দিয়ে করোনা পরীক্ষা করেন। পরীক্ষায় করোনা পজিটিভ আসে।

মাঝ আকাশে করোনা শনাক্ত হওয়ার পর উড়োজাহাজের অন্য যাত্রীদের কাছ থেকে নিজেকে আলাদা (আইসোলেশন) রাখার সিদ্ধান্ত নেন মারিসা। স্বেচ্ছা সঙ্গনিরোধের জন্য উড়োজাহাজের শৌচাগার ছাড়া আর কোনো ফাঁকা জায়গা খুঁজে পাননি মারিসা। ফলে উড়োজাহাজ ভ্রমণের বাকি সময়টুকু সেখানেই থাকার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। মারিসা পুরো পাঁচ ঘণ্টা উড়োজাহাজের শৌচাগারে স্বেচ্ছা সঙ্গনিরোধে কাটান। সেখানে অবস্থানকালে তাঁকে খাবার ও পানীয় সরবরাহ করেন উড়োজাহাজের এক নারী অ্যাটেনডেন্ট।

এনবিসি নিউজকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে মারিসা বলেন, 'ফ্লাইটে ১৫০ আরোহী ছিলেন। আমার থেকে তাঁদের মধ্যে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার ভয়টাই আমি বেশি পেয়েছিলাম।'

আইসল্যান্ড এয়ারের ওই উড়োজাহাজের শৌচাগার থেকে টিকটকে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন মারিসা। ভিডিওটি ৪০ লাখের বেশি বার দেখা হয়েছে। শৌচাগারে স্বেচ্ছা সঙ্গনিরোধে থাকার কঠিন সময়ে সহযোগিতার জন্য ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্টের প্রশংসা করেন মারিসা।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ

৩ দেশের শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা বাতিল

রওশন হক

মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ ও সাম্প্রতিক সামরিক অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে তিনটি দেশের সঙ্গে শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা বাতিল করেছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশ তিনটি হলো আফ্রিকার ইথিওপিয়া, মালি ও গিনি।

১ জানুয়ারি শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেড রিপ্রেজেনটেটিভ (ইউএসটিআর) এক বিবৃতিতে জানায়, আফ্রিকার দেশগুলোর সঙ্গে সম্পাদিত আফ্রিকান গ্রোথ অ্যান্ড অপরচুনিটিস (এজিওএ) বাণিজ্য প্রকল্প থেকে ইথিওপিয়া, মালি ও গিনির নাম বাদ দেয়া হয়েছে। নিজেদের জনগণের ওপর এই তিন দেশের সরকারের মানবাধিকার লঙ্ঘন ও অসাংবিধানিক পদক্ষেপের কারণে নেয়া হয়েছে এ সিদ্ধান্ত। এ ধরনের পদক্ষেপ এজিওএর শর্তের লঙ্ঘন। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ইথিওপিয়ায়, বিশেষত দেশটির উত্তরাঞ্চলে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্র গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।

এছাড়া গিনি ও মালিতে অসাংবিধানিক উপায়ে সরকার বদলের ঘটনায় চিন্তিত তারা। এসব কারণে দেশ তিনটির সঙ্গে শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা বাতিল করেছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন।

ছেলেমেয়েসহ ট্রাম্পকে তলব

উত্তর আমেরিকা অফিস

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তাঁর ছেলেমেয়েকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছেন নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল। নিউইয়র্কে চলমান তদন্তে শপথ গ্রহণপূর্বক কিছু প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য ট্রাম্পকে তলব করা হয়েছে।

৩ জানুয়ারি অ্যাটর্নি জেনারেল লাটিসিয়া জেমসের অফিস থেকে জানানো হয়, ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে তাঁর কন্যা ইভাংকা ট্রাম্প এবং ছেলে ট্রাম্প জুনিয়রকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছে। নিউইয়র্কে ট্রাম্পের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ট্রাম্প ওরগেনাইজেশন কর ফাঁকি দেয়াসহ অন্য কোনো অপরাধমূলক কাজে জড়িত ছিল কিনা, এ নিয়ে তদন্তের চেষ্টা বার বার বাধাগ্রস্থ করার চেষ্টা করে আসছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এ নিয়ে তিনি উচ্চ আদালতে একের পর এক মামলা করে তদন্ত কাজ বন্ধের চেষ্টা করে আসছেন।

অ্যাটর্নি জেনারেলের মুখপাত্র বলেন, তদন্ত বিলম্ব বা বন্ধ করার বহু প্রচেষ্টার পরও মনে করা হচ্ছে এ দফা ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তাঁর দুই সন্তানের কাছ থেকে বহু প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে। এর ফলে কোথাও আইনের কোনো ব্যত্যয় ঘটেছে কিনা, তা জনগণ জানতে পারবে।

সন্তানদের সঙ্গে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: সংগৃহীত

এবিসি নিউজের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তাঁর ছেলেমেয়েদের পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অ্যাটর্নি জেনারেলের তলবকে বিরুদ্ধপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন। নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেলের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের পক্ষ থেকে নিউইয়র্কের আদালতে আরেকটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ট্রাম্প ওরগেনাইজেশনের আইনজীবী এলিনা হ্যাব্বা বলেন, নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল আমেরিকার মধ্যে সবচেয়ে নীতিহীন অ্যাটর্নি জেনারেল। সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বিদ্বেষ থেকে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তাঁর পরিবারকে হয়রানি করা হচ্ছে। এ ধরনের হয়রানির প্রতিকার চেয়ে তাঁরা আদালতের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

নিউয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তাদের দেয়া সময়সীমা ৭ জানুয়ারির মধ্যে তলবপ্রাপ্তরা উপস্থিত হয়ে তদন্তে সহযোগিতা না করলে আইনি পদক্ষেপ নেয়া হবে।

কিশোরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট অ্যাসোসিয়েশন ইউএসএ ইনকের নির্বাচিত কমিটি।

কিশোরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট অ্যাসোসিয়েশন

কার্যকরী কমিটির শপথ

উত্তর আমেরিকা অফিস

কিশোরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট অ্যাসোসিয়েশন ইউএসএ ইনকের উদ্যোগে ২১ ডিসেম্বর জ্যামাইকার পানসী রেস্টুরেন্টে নবনির্বাচিত কমিটি ২০২২-২৩ এর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সুজন রায়ের সভাপতিত্বে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শফিক খানের সঞ্চালনায় উপস্থিত ছিলেন বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য এবিএম উসমান গনি, বাবু ভজন সরকার, মফিজুর রহমান দুলাল এবং নবনির্বাচিত ও প্রাক্তন কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ। শপথ গ্রহণের পর কার্যনির্বাহী কমিটির কণ্ঠভোটে উপদেষ্টামণ্ডলি নির্বাচিত করা হয়। অনুষ্ঠানে সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশে বর্তমানে শীতার্ত মানুষের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণে তাৎক্ষণিকভাবে ফান্ড সংগ্রহ করা হয়।

কিশোরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী কমিটিতে রয়েছেন সভাপতি- মো. হোসেন আনোয়ার (আঙ্গুর), সিনিয়র সহ-সভাপতি- সুজন কুমার রায়, সহ-সভাপতি যথাক্রমে এবাদুল হক, সেলিম চৌধুরী, মো. আইনুল ইসলাম, পলাশ রায়, সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া, সাধারণ সম্পাদক- শফিক খান, সহ-সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে স্বপন বিশ্বাস, নূরুল হুদা জুয়েল, মো. মামুন ভূঁইয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম হিরন, কোষাধ্যক্ষ- মো. ফাইজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক- শফি উদ্দিন আহমেদ, যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক- ফজলুর করিম তোপা, সমাজকল্যাণ সম্পাদক- কাজল সরকার, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- জাহাঙ্গীর আলম জয়, আইন সম্পাদক- কামাল উদ্দিন, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক- আব্দুল্লাহ আল খায়ের তুহিন, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক-মাহফুজুর রহমান, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক- অপরাজিতা কর মনি, দপ্তর সম্পাদক- সাইদুর রহমান পিন্টু, কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য যথাক্রমে- মো. আলমগীর হোসেন, আব্দুল্লাহ আল মামুন স্বপন, কাজী হাসিব হাসান এডওয়ার্ড, বাদশা খান, আব্দুল্লাহ আল মামুন, দেবব্রত চক্রবর্তী, জুবায়ের আহমেদ রানা, কামরুল ইসলাম চৌধুরী রুনু, আলী রেজা গুড্ডু, আরমান হোসেন, শাহাবুদ্দিন ঠাকুর, সমীর ঘোষ, মনিরুজ্জামান মনির, রফিকুল ইসলাম মুন্সি, আনোয়ার হোসেন। উপদেষ্টামণ্ডলি: বজলুর রহমান, এম রহমান জহির, আক্তার হোসেন, মো. জাহেদুল, নুরুল ইসলাম খান, মিজানুর রহমান, মো. বেলাল হোসেন, মাহফুজুল হাসান টুপন।

যুক্তরাষ্ট্রে এক দিনে ১০ লাখ করোনা রোগী শনাক্ত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রে এক দিনে ১০ লাখ করোনা রোগী শনাক্ত করা হয়েছে। ৪ জানুয়ারি মার্কিন সংবাদমাধ্যম ইউএসএ টুডের বরাত দিয়ে এমনটি বলা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে ইউএসএ টুডের প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ঢেউয়ের চেয়ে এবার এক দিনে তিনগুণ বেশি করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে। শুধু সোমবারই দেশটিতে ১০ লাখ রোগী শনাক্ত হয়েছে। জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়, গত সপ্তাহে ১০০ মার্কিনির মধ্যে একজন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে।

করোনার নতুন ধরন ওমিক্রনের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে আজ মঙ্গলবার বৈঠক করবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস।

আমেরিকা আবিষ্কারের আগে থেকেই আমাদের গণতন্ত্রের অভিজ্ঞতা আছে: পররাষ্ট্রমন্ত্রী

ঢাকা অফিস

এ কে আব্দুল মোমেন

বাংলাদেশে বা দক্ষিণ এশিয়ার এই ভূমিতে যুক্তরাষ্ট্র আবিষ্কারের আগে থেকেই গণতন্ত্রের অভিজ্ঞতা রয়েছে বলে দাবি করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন। তিনি বলেন, 'যখন যুক্তরাষ্ট্র আবিষ্কৃত হয়নি, ১৫শ শতকে একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।'

র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) সাবেক ও বর্তমান কয়েকজন কর্মকর্তার ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনকে চিঠি দিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। চিঠির বিষয়বস্তু নিয়ে সিলেটে ২ জানুয়ারি দুপুরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি। চিঠিতে র‍্যাবের প্রশংসাসহ বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও মানবাধিকার নিয়ে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে বলেও জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'মার্কিন আইনপ্রণেতাদের কারণে এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা এসেছে। বাংলাদেশ জানিয়েছে, দুই দেশের ৫০ বছরের বেশ ভালো সম্পর্ক। আমাদের আলোচনার সুযোগ রয়েছে। হঠাৎ করে নিষেধাজ্ঞা আসায় বাংলাদেশ বিস্মিত।'

চিঠিতে র‍্যাবের প্রশংসা করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, যে অভিযোগ এসেছে তা নিয়ে আবারও পর্যালোচনার সুযোগ রয়েছে বলে বাংলাদেশ মনে করে। ১০ বছরে র‍্যাব ৬০০ মানুষকে জোরপূর্বক গুম করেছে বলে যুক্তরাষ্ট্র অভিযোগ করেছে। বাংলাদেশ জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর লাখের মতো মানুষ হারিয়ে যায়। কিন্তু সেগুলোকে কেউ জোরপূর্বক গুম বলে না। প্রতিবছর শত মানুষ মার্কিন পুলিশ মেরে ফেলে। এগুলোকে যুক্তরাষ্ট্র 'কিল ইন দ্য লাইন অব ডিউটি' বা দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় হত্যা বলে থাকে। আর বাংলাদেশে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে পত্রিকায় বলা হয়, বিচারবহির্ভূত হত্যা। দুটিই বিচারবহির্ভূত হত্যা। সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রেই বেশি।

বাংলাদেশ ও মার্কিন মানবাধিকার তুলনা করে তা লঙ্ঘনের দায়ে র‍্যাবকে নিষেধাজ্ঞা দেয়া এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, 'এগুলো হাসির খোরাকের মতো। আর অনেকটা মনে হচ্ছে যে, ওদের জিনিসটা ঠিক হয়নি। এখানে সুযোগ রয়েছে বিষয়টি পর্যালোচনা করার। এ কথাটাই আবার চিঠিতে লিখেছি।'

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের সঙ্গে ফোনালাপ বিষয়ে তিনি বলেন, 'মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী গণতন্ত্রের কথা বলেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের নতুন সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে মানবাধিকার ও গণতন্ত্র। আমরা তখন জানিয়েছি যে, গণতন্ত্রের কারণে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। বাংলাদেশের ভিত্তিই হচ্ছে গণতন্ত্র। আর আমাদের দেশে গণতন্ত্র নতুন না। যখন যুক্তরাষ্ট্র আবিষ্কৃত হয়নি, আমাদের দেশে যদু মানুষের থ্রো অ্যা প্রোসেস অব ডেমোক্রেসি, জালালউদ্দিন নাম নিয়ে এখানে সরকার গঠন করে। একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়। সুতরাং আমাদের গণতন্ত্রের পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে।' পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রে ২৬ শতাংশ মানুষ ভোট দিলে ভালো ভোট মনে করা হয়। আর বাংলাদেশে ৭০-৮০ শতাংশ ভোট পড়া সাধারণ ব্যাপার। বাংলাদেশের মানুষ অনেক জাগ্রত।

মানবাধিকারও বাংলাদেশের বিষয়। কারণ বাংলাদেশও মানবাধিকারের জন্য সব সময়ে সোচ্চার। আর এ বিষয়ে বাংলাদেশে কোনো আপস করে না। এমনকি র‍্যাব যেখানে আইন লঙ্ঘন করেছে, সেখানে শাস্তি হয়েছে। এ বিষয়গুলোই চিঠিতে লেখা হয়েছে।'

ড. বিলকিস বেগমকে সংবর্ধনা

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্র সফররত কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশের (কেআইবি) নেত্রী ও বাংলাদেশ সরকারের ডেপুটি সেক্রেটারি বিলকিস বেগমকেকে সংবর্ধনা দিয়েছে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন, আমেরিকা।

১ জানুয়ারি কুইন্সের জামাইকার একটি রেস্টুরেন্টে সংগঠনের সভাপতি মীর ফরিদ উদ্দীনের সভাপতিত্বে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। এটি পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক সেকেন্দার আলী। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বিলকিস বেগমকে সংগঠনের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট প্রদান করেন। তাঁকে উপহার হিসেবে সংগঠনের স্যুভেনির ২০২১ ও সংগঠনের নামখচিত মগ প্রদান করা হয়। বিলকিস বেগমকে ফুল দিয়ে বরণ করেন কৃষিবিদ ফারুকুজ্জামান স্বপন ও ফেডারেল সরকারের এমপ্লয়ই কৃষিবিদ বিদ্যুৎ রায়।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিলকিস বেগমসহ আয়োজকেরা। ছবি: সংগৃহীত

সভায় বক্তারা যুক্তরাষ্ট্রে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড তুলে ধরেন। বিলকিস বেগম বাংলাদেশের উন্নয়নে কৃষিবিজ্ঞানীরা কিভাবে ভূমিকা রাখছেন তা ব্যাখ্যা করেন। বিলকিস বেগম যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আমন্ত্রণে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে কানেকটিকাট ও নিউইয়র্ক সফর করেন। তিনি বর্তমানে সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে ডেপুটি সেক্রেটারি হিসেবে কর্মরত। তাঁকে দেয়া

এ সংবর্ধনা সভায় বক্তব্য রাখেন রেজাউল হক মানিক, বিদ্যুৎ রায়, তপতী রায়, প্রভাত বোস, এমএ মামুন, জিয়াউল ইসলাম জিয়া ও মনোয়ারুল ইসলাম।

ইনফো কর্নার

অনেক বাধা-বিপত্তি ডিঙিয়ে নানা স্বপ্ন, আশা নিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আমেরিকায় পাড়ি জমান অনেকে। কিন্তু আমেরিকায় আসার কয়েকদিন পর অধিকাংশই বাস্তবতা অনুধাবন করতে পারেন। অনেকেই বুঝতে পারেন, স্বপ্নের দেশ আমেরিকায় টিকে থাকা এত সহজ নয়। এর পেছনে রয়েছে নানাবিধ কারণ। তার মধ্যে ইংরেজি ভাষায় দুর্বলতা, কাজে অদক্ষতা, বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে নিত্যপণ্যের উচ্চ দাম উল্লেখযোগ্য। ফলে অনেকেই নিজে চলতে অথবা পরিবার চালাতে হিমশিম খান। সমস্যা যেমন আছে, তেমনি সব সমস্যার সমাধানও রয়েছে। নতুন আসা বাঙালি অভিবাসীদের অনেকেই মার্কিন সরকারের দেয়া বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অবগত নন। জীবনধারণের জন্য আমেরিকান সরকার খাদ্য, চিকিৎসা, আবাসন, শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে। এ লেখার মাধ্যমে এসব সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করা হবে, যাতে কেউ পর্যাপ্ত তথ্য না জানার কারণে ভোগান্তির শিকার হন। **আসিফ মোক্তাদির**

শিক্ষার্থীদের জন্য ঋণ

যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনার খরচ বেশ ব্যয়বহুল। স্নাতক কিংবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের সময় শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পেছনে অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয়। শিক্ষার্থী থাকা অবস্থায় বেশিরভাগই এ অর্থ নিজে থেকে পরিশোধ করতে পারে না। তাই সরকার কিংবা বিভিন্ন প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিতে হয়। স্নাতক কিংবা বিভিন্ন সার্টিফিকেট ডিগ্রি অর্জনের সময় মার্কিন সরকার শিক্ষার্থীদের ফেডারেল সহায়তা প্রদান করে, যা ফাফসা নামে পরিচিত। এ সহায়তা দিয়ে কলেজের টিউশন ফি'র বেশিরভাগই পরিশোধ করা যায়। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ফাফসার জন্য আবেদন করতে হয়। আবেদনের পর উপার্জন এবং অন্যান্য বিষয় যাচাই-বাছাই করে অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে ফাফসার জন্য আবেদনের সময়সীমা ৩০ জুন পর্যন্ত। এর আগে ফাফসার ওয়েবসাইটে আবেদন করা ভালো।

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ঋণ

ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালাতে গিয়ে অনেক সময় বাড়তি অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু নগদ অর্থ না থাকায় অনেকে ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে পারেন না। আবার অনেকে একসাথে নগদ অর্থ ব্যয় করার পক্ষে না। মার্কিন সরকার ব্যবসার ধরন, ঋণের টাকা ফেরত দেয়ার উপযুক্ত কিনা ইত্যাদি বিষয়া যাচাই-বাছাই করে ঋণ প্রদান করে থাকে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য প্রায় ২০ লাখ ডলার পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। ঋণের জন্য আবেদনের জন্য 1-800-659-2955-এ নম্বরে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

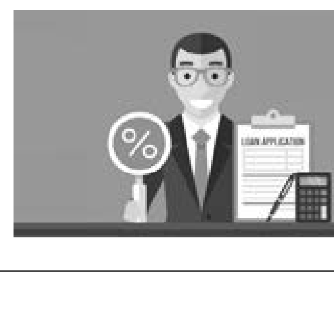

বাড়ির মালিকদের সহায়তা

বাড়ি কেনার পর বাড়ির মর্টগেজ বা ঋণ প্রদান করতে না পারলে সে বাড়ি ফোরক্লোজারে চলে যায়। আর্থিক সমস্যার জন্য যাঁরা এভাবে মর্টগেজ প্রদান করতে না পেরে বাড়ি ফোরক্লোজারে চলে যাওয়ার আশংকায় থাকেন তাঁদের জন্য রয়েছে সহায়তার ব্যবস্থা। হোপ ফর হোমওনার্স নামে এ প্রকল্পের মাধ্যমে এ ধরনের পরিস্থিতিতে সাহায্য করা হয়। আবেদনের পর বিভিন্ন বিষয় যাছাই-বাছাই করে সাহায্যের জন্য উপযুক্ত হলে তবেই সাহায্য প্রদান করা হয়। বিভিন্ন তথ্য জানার জন্য: https://entp.hud.gov/idapp/html/hecm_agency_look.cfm

ট্রাম্পের উগ্র সমর্থকের হামলায় ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটল হিল পরিণত হয়েছিল আতঙ্কের কেন্দ্রে।

আমেরিকা আত্মার মুক্তির জন্য লড়াই করছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আত্মার বিশুদ্ধতার জন্য লড়াই করতে হচ্ছে।

৬ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার সকালে হোয়াইট হাউসে দীর্ঘ বক্তৃতায় প্রেসিডেন্ট বাইডেন তাঁর পূর্বসূরী ডোনাল্ড ট্রাম্পের নাম উচ্চারণ করেননি। বারবার ‘পূর্বসুরী’ উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেন, তিনি দেশের উপরে নিজের স্বার্থকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর সেভ আমেরিকা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। উত্তরসূরীকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে সম্বোধন না করেই ট্রাম্প বলেন, বাইডেন আমেরিকাকে ধ্বংস করে দিচ্ছেন। দেশ সীমান্তহীন হয়ে পড়েছে। আমেরিকার অর্থনীতি, বিদেশনীতি—সব ভেঙ্গে পড়েছে। ট্রাম্প বলেছেন তাঁকে উদ্দেশ করে এমন বক্তৃতা দেয়ার মধ্য দিয়ে আমেরিকার সামজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে বিভেদ আরও বাড়বে।

২০২০ সালে নির্বাচনের ফলাফলকে অস্বীকার করে ক্ষমতার পালা বদলের সময় সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নানা নাটকীয়তার আশ্রয় নিয়েছিলেন। নির্বাচনে জালিয়াতি বা কারচুপির কোনো প্রমাণ আদালতে উপস্থাপনে ব্যর্থ হলে ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্যাপিটল হিলের সামনে তাঁর উগ্র সমর্থকদের নিয়ে সমাবেশ করেন। সে সমাবেশে উস্কানিমূলক বক্তৃতা দেয়ার পর ট্রাম্প সমর্থকেরা ক্যাপিটল হিলে হামলা চালায়। এতে আইনপ্রণেতারা আক্রান্ত হন এবং একজন পুলিশসহ পাঁচজন মারা যায়। এর জের ধরে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে কংগ্রেসে দ্বিতীয় দফা অভিশংসন করা হয়। যদিও সিনেটে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন না থাকায় সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিশংসন দণ্ড কার্যকর করা যায়নি। ক্ষমতা থেকে বিদায় নিয়েই রাজনীতিতে সক্রিয় রয়েছেন ট্রাম্প। নির্বাচনে তাঁকে কারচুপি করে হারানো হয়েছে বলে তিনি এখনও বলে বেড়াচ্ছেন। একথা তাঁর উগ্র সমর্থকেরাও বিশ্বাস করেন। ক্যাপিটল হিলে হামলার জন্য দায়ী উগ্রবাদীদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে।

গত ২০ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ক্ষমতাগ্রহণ করলেও তাঁর পূর্বসূরীকে অভিযুক্ত করে এমন সরাসরি বক্তৃতা তিনি আগে কখনও দেননি। ক্যাপিটল হিলে হামলার বর্ষপূর্তিতে দাঁড়িয়ে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেন, তাঁর পূর্বসূরী নিজের দম্ভ ও অহংকারকে দেশের সংবিধান ও গণতন্ত্রের চেয়ে বেশি মূল্য দিয়েছেন। নিজের পরাজয় তিনি মেনে নিতে পারেননি।

বক্তৃতায় কেন তাঁর পূর্বসূরীর নাম উচ্চারণ করলেন না? —এমন প্রশ্নের জবাবে প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেন, তিনি বিষয়টি নিয়ে একটি সমসাময়িক রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু করতে ইচ্ছুক নন। আমেরিকার আত্মার পরিশুদ্ধতার জন্য দেশবাসীর ঐক্যেকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন তিনি। বাইডেন জানান, ক্ষতস্থান চিহিত করা গেলেই তা সারানো সম্ভব হয়।

অন্যদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর দীর্ঘ বিবৃতিতে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে দেশ পরিচালনায় চরম ব্যর্থ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, জালিয়াতির নির্বাচনের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট হলে এমনই হয়ে থাকে।

গ্রাহকের নিরাপত্তা প্রশ্নে গুগল ও ফেসবুককে বড় অঙ্কের জরিমানা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

প্রযুক্তি জায়ান্ট অ্যালফাবেটের প্রতিষ্ঠান গুগলকে ১৫০ মিলিয়ন ইউরো (১৪৫৯ কোটি ৫২ লাখ টাকা) জরিমানা করেছে ফ্রান্সের তথ্য গোপনীয়তা নজরদারি বিষয়ক প্রতিষ্ঠান সিএনআইএল। কুকি হিসেবে পরিচিত অনলাইন ট্রাকারগুলো এড়িয়ে চলার প্রক্রিয়া গুগল ব্যবহারকারীদের জন্য কঠিন করে রাখায় এ জরিমানা করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার প্রতিষ্ঠানটির বরাত দিয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

একই কারণে মেটা প্ল্যাটফর্মের প্রতিষ্ঠান ফেসবুককেও ৬০ মিলিয়ন ইউরো জরিমানা করছে সিএনআইএল। যা বর্তমান বিনিময় হার অনুযায়ী ৫৮৩ কোটি ৭১ লাখ টাকার সমান।

সিএনআইএলের এক বিবৃতিতে বলা হয়, ফেসবুক, গুগল ও ইউটিউব থেকে খুব সহজে কুকি চলে আসে। এগুলো গ্রহণ করা যত সহজ, প্রত্যাখ্যান করা তত সহজ নয়। কুকি প্রত্যাখ্যানেও সহজ উপায় না রাখাই কাল হলো প্রযুক্তি জায়ান্টগুলোর জন্য।

এই জরিমানা আদায়ের জন্য প্রতিষ্ঠান দুটোকে তিন মাসের সময় বেঁধে দিয়েছে সিএনআইএল। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জরিমানা পরিশোধ না করলে সময়সীমা পরবর্তীতে প্রতিদিনের জন্য ১ লাখ করে জরিমানা গুনতে হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

এ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নিউইয়র্ক-এ ৭ জানুয়ারি ২০২২ ইং তারিখ থেকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট ব্যতীত কনস্যুলার সেবার জন্য সশরীরে

(Walk-in) উপস্থিতি সাময়িকভাবে স্থগিত করা হলো। যথারীতি ডাকযোগে (Postal Service) এবং শুধুমাত্র এ্যাপয়েন্টমেন্টের ভিত্তিতে কনস্যুলেটে উপস্থিত হয়ে (In-person) কনস্যুলার সেবা গ্রহণ করা যাবে। যথারীতি কনস্যুলেটের ওয়েবসাইট (www.bdcgny.org)- এর সংশ্লিষ্ট সেবা মডিউলে ক্লিক করে নির্দিষ্ট সেবা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।

ডাকযোগে (Postal Service):
ডাকযোগে সেবা গ্রহণ করার জন্য কনস্যুলেটের ওয়েবসাইট (www.bdcgny.org) হতে Create Mail Token এ ক্লিক করে ফরমটি পূরণ করে Mail Token এর Confirmation-টি খামের ভেতরে দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো। একাধিক সেবা গ্রহণকারী একটি খামে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে Mail Token-এ ক্লিক করে সকল আবেদনকারীর তথ্য সংবলিত একটি ফরম পূরণ করার অনুরোধ করা হলো।

এ্যাপয়েন্টমেন্ট ভিত্তিতে (In-person):
এ্যাপয়েন্টমেন্টের ভিত্তিতে সেবা গ্রহণ করার জন্য কনস্যুলেটের ওয়েবসাইট (www.bdcgny.org) থেকে Apply for Appointment-এ ক্লিক করে ফরমটি পূরণ করে এবং পরবর্তী ধাপে কাঙ্ক্ষিত সেবা নির্বাচন করে সুবিধা মোতাবেক নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে এ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ করা যাবে। Appointment Confirmationটি

প্রিন্ট করে অথবা নিজ নিজ সুবিধানুযায়ী সংরক্ষণ করুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : শুধুমাত্র হাতে লেখা পাসপোর্ট থেকে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট, ই-পাসপোর্ট এবং সকল প্রকার পাওয়ার অব অ্যাটর্নি ও জীবিত সনদ (Alive Certificate) সংক্রান্ত সেবাসমূহের জন্য এ্যাপয়েন্টমেন্টের ভিত্তিতে সশরীরে কনস্যুলেটে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। অন্য সকল প্রকার কনস্যুলার সেবা ডাকযোগে গ্রহণ করার জন্য সকলকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

মরদেহ দেশে প্রেরণের (Repatriation of Dead Body) নিমিত্তে কাগজপত্র সত্যায়নের জন্য কোনো এ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণের প্রয়োজন নেই।

জরুরী প্রয়োজনে নিম্নবর্ণিত টেলিফোন নম্বর/ই-মেইলে যোগাযোগ করুন: ফোন : ২১২-৫৯৯-৬৭৬৭ (অফিস চলাকালীন সোমবার থেকে শুক্রবার, সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত)। মোবাইল : ৬৪৬-৬৪৫-৭২৪২ (অফিস সময় ব্যতীত ও ছুটির দিন, শুধুমাত্র জরুরি প্রয়োজনে)।

ই-মেইল: contact@bdcgny.org

সকলের কল্যাণার্থে CDC (Centers for Disease Control and Prevention) এবং নিউইয়র্ক স্থানীয় সরকার কর্তৃক আরোপিত নির্দেশনা অনুযায়ী কোভিড-১৯ সংক্রমণরোধে বর্ণিত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে কনস্যুলার সেবা গ্রহণের জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।

জেবিবিএ নির্বাচন নিয়ে টানটান উত্তেজনা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রয়াসে গঠিত হলেও এ পর্যন্ত ব্যবসায়ীদের তেমন কোনো স্বার্থ রক্ষা করেনি বলে অভিযোগ উঠেছে। গত সপ্তাহে এ নিয়ে প্রথম আলোতে পরিবেশিত সংবাদে জেবিবিএ পাড়ায় তোলপাড় শুরু হয়েছে। জেবিবিএর সদস্য হুমায়ূন খান নামে এক ব্যবসায়ী নিহত হওয়ার পর তাঁর জন্য উত্তোলনকৃত অর্থও তাঁর পরিবার পায়নি বলে প্রকাশিত সংবাদ সদস্যদের ক্ষুব্ধ করেছে।

স্বদেশী ব্যবসায়ীদের ঐক্যের জন্য জেবিবিএ গঠিত হলেও আগেই সংগঠনটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। নেতৃত্বের কোন্দলই ভেঙ্গে যাওয়ার মুল কারণ। মামলাও করেছে একে অপরের বিরুদ্ধে। নির্বাচনে গিয়াস-তারেক ও টুকু-মনির প্যানেল মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে। নির্বাচনকে ঘিরে ব্যবসায়ীদের মধ্যে আনন্দ-উত্তেজনার সাথে হতাশাও লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কারণ জেবিবিএ গঠিত হওয়ার পর থেকে দলীয় কোন্দল লেগেই আছে। অভিষেক, মেলা ও দু-একটি অনুষ্ঠান ছাড়া তেমন কোনো সংগঠনিক কার্যক্রম দেখা যায়নি। সোলেমান আলী অভিযোগ করেন, ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আদায়কৃত চাঁদার অর্থ অহেতুক ব্যয় করা ছাড়া ভালো কোনো কার্যক্রমের চোখে পড়েনি। তিনি আরও অভিযোগ করেন, হুমায়ুন খান নিহত হওয়ার পর তাঁর পরিবারকে দেয়ার জন্য ২০ হাজার ডলার উত্তোলন করার কথা ছিল। জেবিবিএর সাধারণ সদস্যরা ৭শ ডলার উত্তোলন করেন। পরে অজ্ঞাত কারণে অর্থ সংগ্রহ স্থবির হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে জেবিবিএর সভাপতি শাহ নেওয়াজ বলেন, আমার কাছে অর্থ নিতে কেউ আসেনি।

সাবেক সাধারণ সম্পাদক তারেক হাসান খান বলেন, একটি মহল আমাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাচ্ছে। কিন্তু ভোটাররা আমাদের পক্ষে আছে।

জেবিবিএ’র নির্বাচনে সভাপতি প্রার্থী গিয়াস আহমেদ ও অপর প্যানেলের সভাপতি প্রার্থী মাহবুবুর রহমান টুকু বলেন, অতীতের কথা আমরা আর আমলে নিতে চাই না। আমরা নির্বাচিত হলে ব্যবসায়ীদের কল্যাণে কাজ করব।

অপরদিকে জেবিবিএ’র অপর অংশের আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেই অংশের আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করছেন সাবেক সভাপতি পিয়ার আহমেদ। তিনি বলেন, আমরা শীঘ্রই নির্বাচনের তারিখ ঠিক করে জানাব। পিয়ার আহমেদ অংশের জেবিবিএ’র সদ্য বিদায়ী সভাপতি আবুল ফজল দিদার বলেন, আমার এখন জ্যাকসন হাইটসে ব্যবসা নেই। তাই আমি আর জেবিবিএর প্রতিনিধিত্ব করি না। আবার যদি কখনো জ্যাকসন হাইটসে ব্যবসা করি তাহলে জেবিবিএতে যুক্ত হব।

জেবিবিএ ব্যবসায়ীদের কল্যাণে কাজ করছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, কোনো জেবিবিএ নেতারাই এখন ব্যবসায়ীদের কল্যাণে কাজ করছেন না। তাঁরা শুধু নেতা হওয়ার জন্য কাজ করছেন। জেবিবিএতে বড় ব্যবসায়ীদের অনেকেই ব্যবসায়ীদের সাথে যুক্ত নন বলে অভিযোগ তোলেন। ৯ জানুয়ারি জেবিবিএ’র নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়া ও কমিশনার বেলায়েত হোসেন জানান, ৯ জানুয়ারির নির্বাচন হবে সুষ্ঠ অবাধ ও নিরপেক্ষ।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছে জ্যাকসন হাইটস। আমেরিকার দূরান্তের রাজ্য থেকেও লোকজন সেখানে ছুটে আসেন কেনাকাটার জন্য। প্রায় ২৪ ঘণ্টা কোলাহলে থাকা জ্যাকসন হাইটস একটি নোংরা এলাকা হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছে। যত্রতত্র আবর্জনা পড়ে থাকে। পার্কিং সমস্যার কারণে সড়ক দুর্ঘটনা জ্যাকসন হাইটসের নিয়মিত ঘটনা। এসব দুর্ঘটনায় আহত-নিহত হচ্ছেন পথচারী। ডাবল পার্কিং করার ফলে সবসময় যানজট লেগেই থাকে। জ্যাকসন হাইটসে গত দুই দশক থেকে দাপটে ব্যবসা করলেও এখানকার ব্যবসায়ীদের সংগঠন এখনও নিজেদের কোনো অফিস পর্যন্ত করতে পারেনি। প্রকৃত ব্যবসায়ীদের ঐক্যবদ্ধ করার পরিবর্তে নির্বাচনে পাস করার জন্য অব্যবসায়ীদের ভোটার করার অভিযোগও উঠেছে নির্বাচনী উত্তেজনার মধ্যে।

সংস্কার নয়, ট্রাম্পের অভিবাসন আইনে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অভিবাসীদের প্রবাহ বন্ধে হিমশিম খেতে হচ্ছে বাইডেন প্রশাসনকে। অভিবাসন সংস্কার নিয়ে নতুন কিছু করার বদলে ট্রাম্প প্রশাসনের বিতর্কিত একটি অভিবাসন আইন আবার চালু করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র।

গত বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল আদালতের এক রায়ের বরাত দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এ তথ্য দিয়েছেন।

রিপাবলিকান পূর্বসূরি ডোনাল্ড ট্রাম্পের করা বেশ কিছু কঠোর অভিবাসন নীতিমালা পাল্টাতে প্রথম বছর বেশ চাপ সামলাতে হচ্ছে ডেমোক্র্যাট নেতা বাইডেনকে। যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্তে এখনও অনেক অভিবাসনপ্রত্যাশী গ্রেপ্তার হচ্ছেন। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের একটি ফেডারেল আদালতের বিচারক রায় দিয়েছিলেন, বাইডেন ট্রাম্পের অভিবাসননীতি প্রত্যাহারে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করেননি। ওই বিচারক আগস্টে নীতিটি পুনঃস্থাপনের আদেশ দেন। যুক্তরাষ্ট্র বলছে, মাইগ্রেন্ট প্রটেকশন প্রোটকলস (এমপিপি) আবার চালু করার আগে মেক্সিকো চুক্তির জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

মার্কিন কর্মকর্তারা গত বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের বলেন, অভিবাসীদের এই কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগে মেক্সিকোতে নিপীড়ন বা নির্যাতনের ভয় আছে কিনা এবং আইনি প্রতিনিধিত্বের সুযোগ আছে কিনা, তাও জিজ্ঞাসা করা হবে।

জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা (ইউএনএইচসিআর) ট্রাম্পের আমলে করা এই প্রকল্প বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে বলেছে, এটি আশ্রয়প্রার্থীদের ঝুঁকির মধ্যে ফেলে। ইউএনএইচসিআর প্রতিনিধি ম্যাথিউ রেনল্ডস এক বিবৃতিতে বলেন, ‘নীতিতে ঘোষিত সমন্বয়গুলো মৌলিক উদ্বেগগুলো মোকাবিলা করার জন্য যথেষ্ট নয়।’

ব্যাপক অভিবাসনের মাধ্যমে গড়ে ওঠা যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ব্যবস্থায় কঠোর নিয়মনীতি চালু করতে গিয়ে ট্রাম্প বেপরোয়া সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কখনও নির্বাহী আদেশ দিয়ে, কখনও অভিবাসন আইনের কঠোর বিধানের মাধ্যমে পুরো ব্যবস্থাকে বৈরী করে তোলেন তিনি।

গত ২০ জানুয়ারি ক্ষমতায় এসে প্রেসিডেন্ট বাইডেন অভিবাসন নিয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্যোগী হন। কিন্তু এর আগে তাঁকে ট্রাম্পের সময়ের বৈরী অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য লড়তে হচ্ছে। অভিবাসনের নানা বিষয়ে যেখানেই তিনি পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছেন, তাঁকে ট্রাম্পের সময়ে পাল্টে দেয়া নিয়মনীতি মোকাবিলা করতে হচ্ছে। সমন্বিত কোনো আইন প্রণয়নের আগে অভিবাসন প্রক্রিয়ার চলমান বিষয়গুলোতে পরিবর্তন আনতে গিয়ে বাধাগ্রস্ত হচ্ছেন বাইডেন।

রাজনীতিতে অস্থিরতাই দেখছেন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আইনপ্রণেতারা অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেলেন। নানা নাটকীয়তায় ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতা থেকে বিদায় নেন। নতুন প্রেসিডেন্টের শপথ অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত থাকলেন না। হোয়াইট হাউস ছাড়ার সময় আবার ফিরে আসবেন বলে ঘোষণা দিলেন ট্রাম্প। তাঁর এমন ঘোষণা নিয়ে বিদ্রূপ হয়েছে। কবে ট্রাম্প জেলে যাবেন—এ নিয়ে লেখালেখি শুরু হলো। তাঁর বিরুদ্ধে অভিশংসন প্রস্তাব আনা হলো কংগ্রেসে। শেষ পর্যন্ত ডোনাল্ড ট্রাম্পের কিছুই হলো না। দুই দফা অভিশংসন থেকে তিনি পার পেয়ে গেলেন। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে নানা তদন্ত এখনও চলমান। তবুও দিব্যি ভালো আছেন তিনি। তাঁর জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়েনি। ক্ষমতা থেকে বিদায় নেয়ার সময় থেকে তাঁকে এখন রিপাবলিকান দলে অনেক শক্তিশালী নেতা মনে করা হয়। কার্যত পুরো রিপাবলিকান দলই এখন ডোনাল্ড ট্রাম্পের নিয়ন্ত্রণে।

ট্রাম্প ঠিকই ফিরে আসছেন। হয় নিজেই আসছেন, না হয় আসছে তাঁর ভাবাদর্শ। আমেরিকার মধ্যবর্তী নির্বাচনের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে। সামান্য ব্যবধানে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ডেমোক্র্যাটদের হারানোর ব্যাপারটা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। পুনর্নির্বাচনে মুখোমুখি হওয়া অনেকেই আসছে নভেম্বরে ট্রাম্প সমর্থকদের কাছে হেরে যাওয়ার আলামত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অন্তত সাতটি রাজের গভর্নর নির্বাচনে উদারনৈতিক গভর্নরদের হেরে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। ২০২৪ সালের নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের আবার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়ে আসার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে।

বার্তা সংস্থা রয়টারের সর্বশেষ জনমত জরিপে দেখা গেছে, রিপাবলিকান দলের ৫৪ শতাংশ সমর্থকই ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ২০২৪ সালের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেখতে চায়। দলের মধ্যে জনপ্রিয়তায় তাঁর ধারেকাছেও কেউ নেই। ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডিসেন্তিস এবং সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স রিপাবলিকান দলে যথাক্রমে ১১ ও ৮ শতাংশের সমর্থন পাচ্ছেন।

২০২১ সালজুড়ে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেই আবারও প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনের কথা বলে আসছেন। সরাসরি ঘোষণা না দিলেও ট্রাম্প বলেছেন, তিনি এ নিয়ে ভাবছেন। বিপুল সংখ্যক লোকজন তাঁর প্রার্থিতায় খুশি হবে বলেছেন ট্রাম্প। প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থিতার বেলায় রিপাবলিকান দলের মধ্যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা ৪৩ শতাংশ হলেও তাঁর সাধারণ জনপ্রিয়তা দলের মধ্যে এখনও ৮০ শতাংশের কাছাকাছি। জনমত জরিপের এমন অনুকূল অবস্থা নিয়ে একজন ডোনাল্ড ট্রাম্প বসে থাকবেন না। তিনি প্রার্থী হবেন এবং নিজের ভাবধারার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তিনি আরও সক্রিয় হবেন সামনের দিনগুলোতে।

নির্বাচনের জন্য অর্থ তহবিল সংগ্রহের দিক থেকেও ট্রাম্প বসে নেই। ২০২১ সালের প্রথম ছয় মাসে তাঁর নির্বাচনী তহবিলে জমা পড়েছে ৮২ মিলিয়ন ডলার। জুলাই মাসের শেষ দিকে তহবিলে নগদ ১০০ মিলিয়ন ডলার রয়েছে বলে রিপোর্ট করা হয়েছে। ২০২০ সালের নির্বাচনে জালিয়াতি হয়েছে এবং ভোট কারচুপি হয়েছে বলে ট্রাম্প দাবি জানিয়ে এর আইনি লড়াই করার জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন। ট্রাম্প সমর্থকেরা এ তহবিলে বিপুল অর্থের যোগান দিয়ে তাঁর প্রচারণা তহবিলকে স্ফীত করেছেন।

আমেরিকার নির্বাচনী প্রচারণা আইওয়া রাজ্য থেকে শুরু হয়। সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০২১ সালে আইওয়া রাজ্যে ১৫ বার সফর করেছেন।

২০২২ সালের প্রথম প্রচারণা স্টাইলের সভা ট্রাম্প করছেন অ্যারিজোনা রাজ্যে। এ রাজ্যে সামান্য ভোটে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কাছে হেরে গিয়ে তিনি ভোট গণনায় কারচুপির অভিযোগ তুলেছিলেন।

রিপাবলিকান রাজনৈতিক বিশ্লেষক জন ব্রাবেন্ডার বলেছেন, সবাই জানে ডোনাল্ড ট্রাম্প অর্থ সংগ্রহে এগিয়ে, জনমতে এগিয়ে। এমন অবস্থায় তাঁর প্রার্থিতা নিয়ে কোনো সন্দেহ করার অবকাশ নেই। রিপাবলিকান দলের কেউ কেউ অনেকটা চুপ রয়েছেন। কোনো কারণে ট্রাম্প নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখার ঘোষণা দিলে তখনই তাঁদের সক্রিয় হতে দেখা যাবে। সবদিক বিবেচনায় ডোনাল্ড ট্রাম্পই এখন আমেরিকার রাজনীতিকে নাড়াচাড়া করছেন। অন্তত ২০২৪ সালের নির্বাচন আসা পর্যন্ত তাঁকে নিয়েই সব রাজনৈতিক আলোচনা আবর্তিত হচ্ছে।

এর পাল্টা হসেবে বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের স্বাভাবিক বিবেচনায় আবারও প্রার্থী হওয়ার কথা। আমেরিকার সবচেয়ে বয়স্ক প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁকে নিয়ে সংশয় রয়েছে। তিনি আদৌ পরবর্তী নির্বাচন করতে পারবেন কি না। জনমত জরিপেও প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের অবস্থা তাঁর অনুকূলে নয়। অনেক ঘোষণা, অনেক প্রত্যাশার মধ্যেও এখনো দৃশ্যমান কোনো অর্জন নিয়ে ডেমোক্র্যাট সমর্থকদেরও কথা বলতে দেখা যাচ্ছে না। উপরন্তু ওমিক্রনের সংক্রমণ বাইডেন প্রশাসনের জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থনীতি থমকে দাঁড়িয়েছে। জনজীবনে বিরাজ করছে হতাশা। সম্প্রতি এক সাক্ষাতকারে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেন, ২০২৪ সালের নির্বাচনে ট্রাম্প প্রার্থী হলে নির্বাচনে দাঁড়ানোর জন্য তাঁর ইচ্ছেটা আরও বেড়ে যাবে। শারীরিক কারণে বা অন্য কোনো কারণে জো বাইডেন দ্বিতীয় দফা প্রেসিডেন্ট প্রার্থী না হলে ডেমোক্র্যাট দলের মধ্যে শুরু হবে নানামুখী টানাপোড়েন। ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে নিয়ে এখনই উদারনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নানা বিতর্ক। সব মিলিয়ে আমেরিকার আসছে দিনের রাজনীতিতে এক ধরনের অনিশ্চয়তা এবং অস্থিরতাই দেখছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

আরেকদফা প্রণোদনার প্রস্তাব উঠছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

২০২১ সালের মধ্যভাগে একটি প্রণোদনা প্রস্তাব উপস্থাপন করেছিলেন। যেখানে রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ীদের জন্য মহামারিতে তাঁদের মোট লোকসান পুসিয়ে দেয়ার জন্য পাঁচ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত প্রণোদনা দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল। সিনেটের বিরোধিতার কারণে তখন এই প্রস্তাব পাস করা সম্ভব হয়নি। যদিও প্রথম উদ্যোগে রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ীদের জন্য বড় ধরনের প্রণোদনা দেয়া হয়েছিল এবং অনেকেই এ প্রণোদনার কারণে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছেন।

ওমিক্রনের দ্রুত সংক্রমণের সবকিছুকে আবার নতুন করে দেখতে হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে এখন গড়ে প্রতিদিন এক লাখ ২২ হাজারের বেশি লোকজন সংক্রমিত হচ্ছে। হাসপাতালে উপচেপড়া ভিড়। যদিও বলা হচ্ছে, ওমিক্রমনের কারণে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে না। স্বাস্থ্যসেবীরা এখনও ওমিক্রন নিয়ে নিশ্চিত কিছু বলতে পারছেন না। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মিসঙ্কট দেখা দিয়েছে। সংক্রমণের কারণে লোকজন কাজে যোগদান করতে পারছে না। সরকারী দপ্তরগুলোতেও জনউপস্থিতি নেই বলে চলে। নিউইয়র্ক পুলিশের একদিনে প্রায় পাঁচ হাজার পুলিশ কর্ম অনুপস্থিত ছিলেন গত সপ্তাহে সংক্রমণের কারণে। ফ্লাইট বাতিল হচ্ছে প্রতিদিন। লোকজনের যাতায়াত বাধাগ্রস্থ হয়ে নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এর মধ্যেই। এর দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক বিরূপ প্রভাব নিয়ে এখনও কিছু বলা হচ্ছে না প্রকাশ্যে। তবে উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় যেমন জনগণ, তেমনি সরকারেও এ নিয়ে করণীয় নির্ধারণে নানা বিকল্পের কথা ভাবা হচ্ছে।

নতুন করে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সহায়তার জন্য আগের পাস করা কোভিড রিলিফের অব্যবহৃত অর্থের সাথে ৪৮ বিলিয়ন যোগ করার কথা বলা হয়েছে প্রস্তাবিত নতুন রিলিফ প্যাকজে। এ নিয়ে আইন প্রণেতাদের মধ্যে এখনও বোঝাপড়া চলছে বলে বিস্তারিত জানা যায়নি। নানা কারণে চরমভাবে বিভক্ত মার্কিন কংগ্রেসে নতুন করে প্রণোদনা অর্থ আইন পাস করা আপাতত বেশ জটিল বলেই মনে করা হচ্ছে। যদিও এনিয়ে হোয়াইট হাউস থেকে ইঙ্গিতপূর্ণ বক্তব্য দেয়া হচ্ছে।

হোয়াইট হাউস থেকে বলা হচ্ছে, ওমিক্রনের কারণে জনস্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক অবস্থার যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য তাঁদের প্রস্তুতি। ৫ জানুয়ারি বুধবার হোয়াইট হাউসের প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রশ্ন রাখা হলে, মুখপাত্র জেন সাকী কিছুদিন আগে এক দশমিক নয় ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থবিল পাস করার কথা উল্লেখ করেছেন। স্পষ্ট করে বলা হয়নি পাস করা অর্থবিলের খাত থেকে নতুন করে প্রণোদনা দেয়ার কোনো ঘোষণা আসছে কিনা।

হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র নতুন প্রণোদনা সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব নিয়ে কিছু না বলে বলেছেন, আইন প্রণেতাসহ প্রশাসনে সার্বিক অবস্থা নিয়ে সব সময় আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে যারা কাজে যেতে পারছে না, তাদের নিয়েও প্রশাসন ও আইন প্রণেতাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলছে বলে তিনি জানান। সার্বিক অবস্থায় মনে করা হচ্ছে, আমেরিকার অর্থনীতিকে চালু রাখতে অর্থনীতির প্রাণ হিসেবে পরিচিত ক্ষুদ্র ব্যবসায় আরেক দফা ফেডারেল সহযোগিতা প্রদানের জন্য আইন প্রণেতা ও প্রশাসনের মধ্যে ঐক্য হতে পারে। আগামী কয়েকদিনের পরিস্থিতিই বলে দেবে এ নিয়ে কার্যকর কিছু হবে কিনা।

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?

Hard Money 9%

Low Income, No Problem

আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি

646-920-4799

Akib Hussain 32-65 31st Street, Astoria, NY11106

Direct Lender

★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট

আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য

● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেষ্ট রেট কম ● ইনভেষ্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাষ্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব

কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

ইউএস, বাংলাদেশ, ইণ্ডিয়াসহ ২ হাজারের বেশি চ্যানেল
১ মাস ফ্রি

72-26 Roosevelt Ave. 2nd Floor (Suite 201)
Jackson Heights NY 11372
718-565-9099

নতুন বছরে ধর্ষিতার পোশাক নিয়ে টানাটানি বন্ধ হোক!

শিতাংশু গুহ

‘দি ডেইলি স্টার’ পত্রিকায় সম্পাদকীয় পাতায় সাংবাদিক মোহাম্মদ বদরুল আহসান লিখেছিলেন, ‘নাকফুল হারানো রাত্রি’, সেটা শুক্রবার ১৬ নভেম্বর ২০০১। তিনি বর্ণনা করেছিলেন, একরাতে দুইশ’ নারীর সম্ভ্রম হারানোর করুণ কাহিনী। ঘটনা ভোলার চরফ্যাশনের, বিএনপি-জামায়াত নির্বাচনে জয়ের পর। ‘৮বছরের শিশু, মধ্যবয়সী পা-হারানো নারী ও ৭০ বছরের বৃদ্ধা—কেউই বাদ যায়নি। ধানক্ষেত, ঝোপ-ঝড়, নদীর পার, খোলা মাঠ বা ঘরবাড়িতে ধর্ষণ চলে। এক বর্বরতম ঘটনা ঘটেছে এবং মুসলমান পুরুষেরা হিন্দু নারীদের ধর্ষণ করেছে।’ গল্প নয়, সত্যি। দৈনিক জনকণ্ঠ ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০২ লিখেছিল, ৯৮.৬৮% ধর্ষিতা মহিলারা সংখ্যালঘু এবং ধর্ষক সরকারি দলের সদস্য, মুখ্যত বিএনপি ক্যাডারস।

লন্ডনের ‘দি গার্ডিয়ান’ পত্রিকা ২১ জুলাই ২০০৩-এ হেডিং করেছিল, ‘রেপ এন্ড টর্চার এম্পটিজ দি ভিলেজ’ (ধর্ষণ ও অত্যাচারে গ্রাম শূন্য)। ২০০৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিউইয়র্কে এলে আমরা তাঁকে একটি কমিশন গঠনের অনুরোধ করি, তিনি তা করেন। বিচারপতি শাহাবুদ্দিন কমিশন প্রায় ১৮ হাজার কেইস চিহ্নিত করে সুনির্দিষ্টভাবে ৫ হাজার কেইসের মামলার সুপারিশ করেছিল। কেউ কিছু করেনি? ২০০১-এ ভোলা ছিল মৃত্যুপুরী। বহুদিন ধরে ভোলার এমপি তোফায়েল আহমদ। একটা সময় ছিল যখন আমরা আব্দুল কুদ্দুস মাখন, আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদ ও আমির হোসেন আমুকে নেতা মানতাম। ২০০১-এর পর দুই দশক অতিক্রান্ত, তোফায়েল আহমদ কিচ্ছু করেননি? তাঁর মুখ থেকে জাতি তেমন কিছু শোনেনি। এত বড় একজন নেতা এলাকাবাসীর চাপা কান্না শুনতে পেলেন না, ভাবতে দুঃখ হয়? সরকাররের সদিচ্ছা হয়ত নেই। তিনিও উচ্চবাচ্য করেননি। অথচ সংখ্যালঘু ভোট পেয়েছেন ১০০%।

তোফায়েল আহমদ এখন বয়োবৃদ্ধ, রাজনীতিতে অনেকটা অবহেলিত। বছরের শেষদিনে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ দৈনিক ভোরের কাগজ হেডিং করেছে, ২০২১ সালে ধর্ষণের শিকার ৭৭৪ শিশু, যৌন হয়রানি ১৮৫ এবং নিহত ৫৯৬। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের বরাত দিয়ে পত্রিকাটি জানায়, ৭৮ শিশু বলাৎকারের শিকার হয়েছে। এ তো গেল শুধু শিশু? এ সংগঠন তাদের জানুয়ারি-জুন বুলেটিনে বলেছে, ওই ৬ মাসে ধর্ষিতা নারীর সংখ্যা ৮১৮, ধর্ষণের চেষ্টা হয়েছিল ১৮৩, ধর্ষণের পরে মৃত্যু ৩১, ধর্ষণের পর আত্মহত্যা ৮। অংকের হিসাবে পুরো বছরে সবকিছু প্রায় দুইগুণ হবার কথা? আইন ও সালিশ কেন্দ্র বলেনি, কতগুলো ধর্ষণের বিচার হয়েছে। নতুন বছরে (২০২২) ‘বিচার চাহিয়া’ কাউকে লজ্জা দেয়ার দরকার নেই? এরচেয়ে বরং ধর্ষিতার দোষ ধরুন, পোশাকের সমালোচনা করুন? ধর্ষণ আমাদের দেশে এখনও তেমন মারাত্মক অপরাধ বলে গণ্য হয় না। জজ কামরুন্নাহারের কথা মাত্র সেদিনের? বনানীর রেইনট্রি হোটেলের ধর্ষণের মামলার রায় গেছে ধর্ষিতার বিপক্ষে। সেইসাথে জজ কামরুন্নাহার পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, ধর্ষণের পর ৭২ ঘণ্টা পার হলে যেন ভিকটিমের মামলা নেয়া না হয়? সত্যি সেলুকাস, কি বিচিত্র এ দেশ!

নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে আমরা গর্ব করি এবং ধর্ষিতার পোশাক নিয়ে টানাটানি করি? পূর্ণিমা রানী শীলের মা বলেছিলেন, ‘আমার মেয়েটি ছোট, তোমরা একজন একজন করে যাও।’ ছোট্ট পূজার কথা আমরা ভুলেই গেছি, বিচারের কোনো নিউজ দেখিনি। ভারতে আসিফা ধর্ষণের পর পুরো জাতি, বুদ্ধিজীবীরা রাস্তায় নেমে এসেছিল। আসিফা ন্যায়বিচার পেয়েছিল। বাংলাদেশে ‘পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে দৈন্যতা আছে। আমরা আগে ধর্ম দেখি? সন্ত্রাসের যদি কোনো ধর্ম না থাকে, ধর্ষকেরও ধর্ম থাকা উচিত নয়? পাপ বাপকেও ছাড়ে না। ধর্ষণ হলে রাস্তায় নামুন। বিচার করুন। ২০২২ সালে ‘ধর্ষকের দেশ’ বাংলাদেশ শুনতে চাই না।

জলবায়ু পরিবর্তনের বাস্তবতা

মশিউর রহমান

ইংল্যান্ডের গ্লাসগোতে কপ ২৬ সম্মেলন হয়ে যাওয়ার পর যে প্রশ্নটা বড় হয়ে এসেছে তা হলো— আমরা কি পারব প্রতিশ্রুত এ শতকের শেষ নাগাদ প্রি-ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল সময়ের তুলনায় ১.৫ ডিগ্রী পর্যন্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধি সীমিত রাখতে? ফসিল ফুয়েল পলুশনের বড় অংশীদার চীন আর ভারতের কার্বন নিউট্রাল হওয়ার প্রচেষ্টা ২০৬০ এবং ২০৭০ পর্যন্ত বাড়িয়ে নেয়ায় সবার মধ্যে এ সংশয় থেকেই গেছে। তার পরও ডিপ্লমেট আর পরিবেশবাদীদের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রচেষ্টা বিশ্ববাসীকে আশাবাদী করেছে নিঃসন্দেহে।

গ্লোবাল ওয়ারমিংয়ের সরাসরি প্রভাবে পৃথিবীর সবদেশ সমানভাবে অনুভূত হচ্ছে না। বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাবে যে সমস্ত দেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশ তাদের অন্যতম। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ততা বেড়েছে। সি লেভেল রাইজ হওয়ার কারণে পৃথিবীর দীর্ঘতম সি বিচ স্থানে স্থানে পানিতে বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে। জলোচ্ছ্বাসে দক্ষিণাঞ্চলে আগের বেশি অংশ প্লাবিত হচ্ছে। উষ্ণতা আগের চেয়ে বেশি এবং তা দীর্ঘতর হচ্ছে। এখানে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ কানাডার কথাও উল্লেখ করা যায়। ২০২১ সালের গ্রীষ্মে শীতপ্রধান দেশটির লেটন নামের শহরে তাপমাত্রা উঠে যায় ৪৯ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে। অসহনীয় সে গরমে আগুন লেগে গোটা শহর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তার অল্প কিছুদিন পর শীতের শুরুতে প্রচণ্ড বৃষ্টিতে ভ্যাঙ্কুভার শহরের আশপাশে ভয়াবহ বন্যায় রাস্তাঘাট, রেললাইন ভেঙে আর ভূমিধসে নজিরবিহীন অবস্থার সৃষ্টি হয়। পুরো এক মৌসুমের বৃষ্টি নদী হয়ে নেমে আসে এক রাতে। এত বৃষ্টি এজন্মে কেউ দেখেনি। আর কানাডার উত্তরে আর্কটিকে আইস মেল্টিংয়ের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। পৃথিবীর বয়স প্রায় সারে চার বিলিয়ন বছর। এসময় পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘুরে এসেছে সাড়ে চার বিলিয়ন বার। এই দীর্ঘ পরিক্রমায় পৃথিবীকে অনেক উষ্ণ আর শীতল অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। এই লম্বা সময়ে বৈশ্বিক উষ্ণতা এই পৃথিবীর জন্য নতুন নয়। আর তার ফলাফল নানা খনিজ আর প্রাচুর্যে ভরপুর আজকের এই পৃথিবী। অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পৃথিবী বর্তমানে যে অবস্থায় এসেছে মানুষ বসবাসের জন্য এ হলো এক আদর্শ পরিবেশ। পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা এখনকার চেয়ে ২ ডিগ্রী বেশি অথবা ৪ ডিগ্রী কম হলেই পৃথিবী মনুষ্য বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়বে। আমরা চলে যাব প্রচণ্ড উষ্ণ অবস্থায় অথবা আইস এজে। পৃথিবী নামক এ গ্রহের লম্বা পরিক্রমার প্রতিটি ধাপের পরিবরতনে ওই সময়কার জীবজগতে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। আগের সে ধাপগুলো হয়েছে প্রাকৃতিকভাবে। আগের হয়ে যাওয়া ধাপগুলোর সাথে এখনকার বৈশ্বিক উষ্ণতার পার্থক্য হলো এখনকার এই উষ্ণতা আর জলবায়ু পরিবর্তন মানুষ দ্বারা সৃষ্ট। সূর্য প্রাণিজগতসহ পৃথিবীর সমস্ত শক্তির উৎস। সূর্যরশ্মি পৃথিবীতে আসার পর তার কিছু অংশ পৃথিবীর উপরিভাগ শোষণ করে আর বাকিটা বিকিরিত হয়। এতে পৃথিবীর উপরিভাগ উষ্ণ হয় আর গ্রীন হাউস গ্যাস সে উষ্ণতাকে ধরে রাখে। বৈশ্বিক উষ্ণতার জন্য যে গ্রীন হাউস গ্যাসকে দায়ী করা হয়, সেই গ্রীন হাউস গ্যাস ছাড়াও আমাদের চলবে না। গ্রীন হাউস গ্যাস না থাকলে পৃথিবী হতো অনেক শীতল। গ্রীন হাউস গ্যাস মূলত কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, জলীয়বাষ্প কণা আর নাইট্রাস অক্সাইড। এদের নির্দিষ্ট মাত্রার উপস্থিতি তৈরি করেছে আজকের পৃথিবীর গল্ডি লক জোন। এর যেকোনোটির অতিমাত্রায় উপস্থিতি ব্যাল্যান্স নষ্ট করে দিতে পারে। যেমন কার্বন ডাইঅক্সাইড বা মিথেন বাড়লে তা লোয়ার এট্মস্ফিয়ারে বেশি পরিমাণে তাপ ধরে রাখে, যা আবার জলীয়বাষ্প তৈরি প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করে এবং একত্রে আরও বেশি পরিমাণে তাপ ধরে রাখে। এই প্রক্রিয়া অনেকটা চক্রের মতো। আর এভাবেই হাইড্র কার্বন জ্বালানি থেকে সৃষ্ট কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এবারের কপ সম্মেলনে নেট জিরোর কথা এসেছে বার বার। নেট জিরো কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইড-শূন্য পৃথিবী নয়। এর মানে হচ্ছে কৃত্রিমভাবে যত কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হবে তার পুরোটাই টেকনোলজিক্যালি অথবা গাছপালা বা প্রাকৃতিক উৎস শোষণ করে নেবে। বলা হয়, নেট জিরোই পারে বাসযোগ্য এই পৃথিবীকে রক্ষা করতে। প্যারিস সম্মেলনে প্রচেষ্টা ছিল ২০৫০ সালের মধ্যে পৃথিবীব্যাপী নেট জিরো নিশ্চিত করা। এবার কপ ২৬ সম্মেলনে আমরা দেখলাম চীন এবং ভারতের ২০৫০ সালের টার্গেট থেকে বের যাওয়ার। এবারে গ্লাসগো সম্মেলনে কয়লা ব্যবহার সঙ্কোচনে প্যারিসের ধারাবাহিকতা ধরে রাখা হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে ইলেক্ট্রিসিটি তৈরিতে কয়লা ব্যবহার শূন্যে নামিয়ে আনতে সবাই একমত হয়েছে। একমত হয়েছে স্বল্পতম সময়ে রাস্তায় ফসিল ফুয়েল দিয়ে চলা গাড়ি কমিয়ে আনতে। পৃথিবীর বনাঞ্চল রক্ষা করতে একমত হয়েছে অনেক দেশ।

কপ সম্মেলনগুলো আমাদের আশাবাদী করে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার এ যুদ্ধ আমাদের সবার। আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য এ যুদ্ধে সফল হওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। সাত বিলিয়ন মানুষের জায়গা দেয়ার মতো আমাদের কোনো প্লানেট বি নেই। ভবিষ্যতে মানুষ হয়ত অন্য কোনো প্লানেটে তাদের কলোনি করবে। কিন্তু সে কলোনি সাত বিলিয়ন পপুলেশনের জন্য নয়। প্রিয় এ পৃথিবীকে আমাদের বাসযোগ্য রাখা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। দরকার বিশ্ব নেতৃত্বকে এগিয়ে এসে তাঁদের প্রতিশ্রুতির প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া। আর যদি না পারি তবে আমরাই হব বেঁচে থাকা শেষ প্রজন্ম যাদের পক্ষে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কিছু একটা করা সম্ভব ছিল।

ব্যক্তিত্ব এবং স্বাতন্ত্রবোধ

নাসিমা আক্তার

সৃষ্টির আদি থেকে শিশু পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে থাকে। যেমন তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটানোর জন্য তাকে কিছু সংকেত দিতে হয় হোক সেটি কান্না রাগ বা ক্ষোভের মাধ্যমে। এভাবে সে তার সব অনুভূতি প্রকাশ করে। তখন থেকেই সে তার স্বাতন্ত্র স্বত্বার বিকাশ ঘটায়। ধীরে ধীরে সে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি হয়ে ওঠে এবং তার ব্যক্তিত্বের বিকাশে ঘটে। এই ব্যক্তিত্বের বিকাশের মাধ্যমেই সে নিজের পরিচয়কে তুলে ধরে। ব্যক্তিত্ব বিষয়টি হলো, Identity এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র হলো Individuality. ব্যক্তিস্বাতন্ত্রতা হলো নিজস্ব অধিকার, আর Identity সার্বজনীন। যেটিকে অন্য কেউ মাননির্ধারণ করার সুযোগ থাকে।

তাহলে আমরা কোনটির মান আগে নির্ধারণ করব ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের নাকি ব্যক্তিত্বের? এই ব্যক্তিত্বের বিকাশই কি তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্রতা? নাকি তার স্বতন্ত্রতাই ব্যক্তিত্ব? ধরে নেয়া যাক, একজন মানুষ যখন কোনো কাজ করে বা যে কোনো বিষয়ে তার অনুভূতি বা ভাবনা-চিন্তা, চাওয়া-পাওয়া নির্ধারণ বা প্রত্যাশা করে। কারণ সৃষ্টির আদি থেকে মানুষ একজন আলাদা মানুষ হিসেবেই নিজেকে চিহ্নিত করতে ভালোবাসে। তার কাজ-কর্ম, চাওয়া-পাওয়া, চিন্তার স্বাধীনতা, চলার স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, এসব কিছুর মধ্য দিয়ে নিজেকে সে ভিন্নভাবে তুলে ধরতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। যদি এমন হয় যে সালেহা যখন তার বাবার বাড়িতে ছিল তখন সে কেমন ছিল বা কি চেয়েছিল? যখন সে শ্বশুরবাড়িতে গেল তখন সে কি চায়? (আমাদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষপটে) আমাদের সমাজে একজন পুরুষ এবং একজন নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্রতার জায়গাটা ভিন্ন। নারীদের এখনও সে যুগপোযোগী সহাবস্থানটি তৈরি হয়নি। যদি সে শ্বশুরবাড়ির সবার মন রক্ষার কাজে সারাক্ষণ নিজেকে ব্যস্ত রাখে তাহলে, তার নিজের identity বা ID বিলুপ্ত হয়ে যায়। এটি তার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। এতে তার নিজস্বতা হারিয়ে যায়। এখানে নিজের সুন্দর মতপ্রকাশ করেও সে কাজটি করতে পারে তাহলেই তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র এবং ব্যক্তিত্বের চমৎকার একটি দিক ফুটে ওঠে। একজন মানুষ যদি তার মতপ্রকাশের স্বাধীনতা চায় তাহলে সেটি কি তার ব্যক্তিত্বের পরিপন্থী? মোটেই নয়। বরং এটিই তার ব্যক্তিত্ব। তবে নিঃসন্দেহে তা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

মানুষের দক্ষতা এবং যোগ্যতার বহির্প্রকাশ, চাওয়া-পাওয়া—সর্বাপরি সবার কাছে নিজেকে প্রকাশ করার যে সাবলীলতা সেটিই তার ব্যক্তিত্ব। এটি এজন্য বলছি, কারণ মানুষ সুন্দরকেই গ্রহণ করে। যদিও সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে, ব্যক্তি যেভাবেই নিজেকে প্রকাশ করে সেটিই তার ব্যক্তিত্ব। যেমন একজন পাগল যে পাগলামী করে সেটিই তার ব্যক্তিত্ব। ভিক্ষুক যেভাবে ভিক্ষাবৃত্তি করে, সেটিও তার ব্যক্তিত্ব। অর্থাৎ মানুষের চিন্তা-চেতনা, অনুভূতি, চাওয়া-পাওয়ার প্রকাশের রূপগুলো বা ধরনগুলোই তার হলো ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। আর ওই চিন্তা-চেতনা বা চাওয়া-পাওয়াগুলো হলো তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্রতা। ব্যক্তিত্বের দ্বারা এক ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তি থেকে আলাদা করে চেনা যায়। আর ব্যক্তিস্বাতন্ত্রতা হলো নিজস্বতা বা ভিন্ন স্বত্বা। মানুষ প্রথমত নিজেকে ভিন্ন স্বত্বা বা আলাদা একজন মানুষ বলে তৈরি করে। দ্বিতীয়ত তার সমগ্র দক্ষতা দিয়ে সে নিজেকে সাবলীলভাবে প্রকাশ করে। ব্যক্তিত্ব বা স্বাতন্ত্রবোধ দুটো পাশাপাশি চলতে থাকে। একটি ছাড়া অন্যটি অচল। তবে সূক্ষ্ম বিচারে এসব কিছু আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। কারণ আমরা দুটি বিষয় নিয়ে তেমন ভাবি না। তবে একজন সৃষ্টিশীল মানুষ কখনোই ব্যক্তিত্বকে কলুষিত করতে পারে না। যেমন সে নিজেকে ভিন্ন একটি স্বত্বা হিসেবে তুলে ধরতে চায়। তেমনি ব্যক্তিত্বের বিচারেও তিনি ততটাই সৃষ্টিশীল বা গঠনমূলক থাকবেন।

তাহলে আপাদমস্তক ব্যক্তিত্বটি কি? যদিও কথায় বলা হয়, মানুষ যে যেমন সেটিই তার ব্যক্তিত্ব। খুব সাদাসিধে এবং কেমন যেন অতৃপ্তি রয়ে গেল। মানে আমরা কি চাই? আমরা চাই প্রত্যেকটি বিষয়ের সুন্দর বা সাবলীল প্রকাশ। অবশ্যই যে যেমন তেমনটাই তার ব্যক্তিত্ব। কিন্তু সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আমরা এটুকুতে সীমাবদ্ধ থাকতে চাই না। তাহলে চোর-ডাকাত বা সমাজের অসাধু মানুষের এ ধরনের ব্যক্তিত্বগুলো আশকারা পেয়ে যায়। সততা এবং সত্যবাদিতা, সাবলীলতার মধ্যেই মানুষের সুন্দর ব্যক্তিত্ব এবং স্বতন্ত্রতা প্রকাশ পায়।

করে সেটিই তার স্বাতন্ত্রতা। তাহলে তার ব্যক্তিত্ব কোনটি? মোদ্দা কথা, ব্যক্তি যে কাজটি করল সে কাজ করাটি তার স্বাতন্ত্রতা। আর তিনি ওই কাজটি সম্পন্ন করার জন্য যে প্রকৃতির মেধা বা যোগ্যতা বিনিয়োগ করে বা প্রয়োগ করে কাজটি সম্পন্ন করেছেন সেটিই তার ব্যক্তিত্ব। মন এবং মানসিকতা যেমন দুটো অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটি স্বত্বার দুটি ভিন্ন রূপ। তেমনি স্বাতন্ত্রতা এবং ব্যক্তিত্বও একে অপরের পরিপূরক। একই ব্যক্তির দুটো ভিন্ন প্রকাশ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র হলো ‘ব্যক্তি স্বাধীনতা।’ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র এমনই একটি ব্যক্তিত্বের মাপকাঠি যা তাকে আলাদাভাবে ভিন্ন একটি ইউনিট বা ব্যক্তিস্বত্বা রূপে চিনতে সাহায্য করে। সব মানুষেরই মাঝে কিছু না কিছু স্বাতন্ত্রবোধ কাজ

ইংরেজি নববর্ষ পালনের হিড়িক বা প্রবণতা মূলত তারুণ্যনির্ভর।

বাঙালিদের ইংরেজি নববর্ষ উদযাপন

আবদুস শহীদ

মহাকালের আবর্তে আরও একটি বছরকে পেছনে ফেলে শুরু হলো নতুন ইংরেজি বছর ২০২২। সময়ের পার্থক্যভেদে রাত ১২টা এক মিনিটে ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টে সারাবিশ্বের মানুষ উৎসব আর আনন্দে বরণ করে নেয় ২০২২ সালকে। বাঙালিরা খুবই ভাগ্যবান জাতি। তারা বছরে দুবার নববর্ষ উদযাপন করতে পারে।

এই দুটি নববর্ষের পার্থক্য শুধু ঋতুতে। একটির শুরু গ্রীষ্মে, অন্যটির শুরু শীতে। গ্রীষ্ম আর শীত যা-ই হোক না কেন, নতুন বছরকে বরণ করার আনন্দ সে অনির্বচনীয়। খ্রিস্টাব্দের নতুন বছর সোজা বাংলায় যাকে আমরা ইংরেজি নববর্ষ বলি, তাকে বরণ করার একটি ‘রকিং’ ব্যাপার আছে। হয়ত ব্যাপারটা ইউরোপীয় বলে, হয়ত ব্যাপারটার সঙ্গে আমাদের ২০০ বছরের ‘প্রতিপালক’ ইংরেজদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে বলেই।

আজ এই একুশ শতকের প্রায় সিকি ভাগের বেশি বয়স চলে যাওয়ার কালে বাঙালি এই খ্রিষ্টীয় বছরকে যেভাবে নিজেদের মতো বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে উদযাপন করে, গত দশকের ষাট, সত্তর বা আশির দশকেও ব্যাপারটা সেরকম ছিল না। সাধারণ্যে ডিসেম্বরের ৩১ তারিখ বা জানুয়ারির ১ তারিখ বিশেষ কোনো অর্থবহ ব্যাপার ছিল না। এলিট ক্লাসের পালনীয় একটা অনুষ্ঠান ছিল এই ‘নিউইয়ার’। সাধারণ বাঙালি ছিল দূরবর্তী দর্শকমাত্র। এই দিনটিতে সরকারী ছুটি থাকত। বাড়ির কর্তা একমাত্র সরকারী কর্মচারী হওয়ার সুবাদে বাড়িতে ভালো-মন্দ রান্না হতো। এই ভালো-মন্দ খাবারের সূত্র ধরেই মধ্যবিত্ত বাঙালি নতুন ইংরেজি নববর্ষের কথা মনে রাখত। এ সংস্কৃতি যে বাঙালি মানসপটে যে কিছুটা ব্যঙ্গের চোখে দেখত, গোরা সাহেবদের এই আচার পালন, সেটা বোঝা যায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের এই ব্যঙ্গাত্মক কবিতা থেকে। ‘বিলেতির বায়ান্ন দেব ধরিয়া বিক্রম/বিলেতীর শকে আসি করিলা আশ্রম।/খ্রীষ্টমতে নববর্ষ অতি মনোহর/প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ যত শ্বেত নর’। এই ব্যঙ্গ আবার স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশে একটু অহংকার হিসেবে ধরা দিয়ে ছিল। কিন্তু বাঙালির অহংকার বেশি দিন টেকেনি। নব্বইয়ের দশকে ইংরেজি নববর্ষ আবার বানের পানির মতো ঢুকে গেছে বাঙালির জীবনে। তারপরও বলা যায়, ইংরেজি নববর্ষ পালনের হিড়িক বা প্রবণতা মূলত তারুণ্যনির্ভর। তাদের দৌড় শুধু ছাদবিহীন রেস্তোরাঁয় খোলা আকাশের নিচে সামনে পরিবার কিংবা বন্ধুবান্ধব মিলে কিছু সুস্বাদু খাবার সাথে পানীয় কিংবা ভারতীয় বংশোদ্ভূত চৈনিক খাবারের কদর। এখন অবশ্য ডিজিটাল যুগে বেড়ে গেছে তারুণ্যের দৌরাত্ম্য। এখন পরিবারের সবাই মিলে লংড্রাইভে যায়, সমুদ্রসৈকতে বছরের শেষ সূর্যাস্ত দেখে কিংবা রিসোর্টে গিয়ে হৈহুল্লোড় করে ইংরেজি নববর্ষ উদযাপন করে। আবার অতিউৎসাহী কিছু তরুণ আতশবাজি ফুটিয়ে আর ফানুস উড়িয়ে ইংরেজি নববর্ষ পালন করেছে।

২০২২ সালের থার্টিফার্স্ট নাইটে একসঙ্গে অনেক বেশি ফানুস ওড়ানোর কারণে একাধিক স্থানে আগুনের ঘটনাও ঘটেছে। ইংরেজি নববর্ষকে সামনে রেখে সংস্কৃতির নামে বাঙালি সামাজে চালু হয়েছে অনেক অপসংস্কৃতি, যা বাঙালি ঐতিহ্যকে কলুষিত করছে,। এসব ভবিষ্যতে সামাজিক অবক্ষয় মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে নিঃসন্দেহে।

তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বের সৌন্দর্যের সন্ধানে

শেখর ভট্টাচার্য

তাজউদ্দীন আহমদ

তাজউদ্দীন আহমদকে কেউ বলেন ইতিহাসের রূপকার, কেউ বলেন ইতিহাসের নির্মোহ নির্মাতা। তাজউদ্দীন আহমদ নিজে ইতিহাসের অজানা, অচেনা কেউ হয়ে থাকতে চেয়েছেন। ইতিহাস তাঁকে দৃশ্যমান করুক, তাজউদ্দীন তা কখনো প্রত্যাশা করেননি। তাজউদ্দীন সজ্ঞানে বলে গেছেন, 'তুমি ইতিহাসে এমনভাবে কাজ করো যেন ইতিহাসে কোথাও তোমাকে খুঁজে পাওয়া না যায়।' ইতিহাসের এমন নির্মোহ, নিরাকার, প্রত্যাশাহীন নির্মাতার সংখ্যা পৃথিবীতে যে খুব বেশি নেই তা আমরা বলতে পারি।
তাজউদ্দীন আহমদের সুযোগ্য কন্যা শারমিন হোসেন তাঁকে নিয়ে যে বই লিখেছেন, বইটির শিরোনাম, "তাজউদ্দীন আহমদ নেতা ও পিতা"। আমরা যখন তাঁর অসীম সাহসী নেতৃত্ব, চরিত্রের দৃঢ়তা, উদ্দেশ্য লাভের জন্য আন্তরিক নিবেদন প্রত্যক্ষ করি তখন তাঁকে মনে হয়, ইতিহাসের ঘোর অন্ধকার থেকে আলোর পথে উত্তরণের একজন সাহসী 'ত্রাতা'। তাজউদ্দীন তাঁর সন্তানদের পিতা আর আমাদের কাছে তিনি নেতা ও 'ত্রাতা'।

তাজউদ্দীন আহমদের মতো বিশাল মানুষকে উন্মোচন করার জন্য প্রচুর গবেষণার প্রয়োজন আছে। তা যে খুব বেশি পরিমাণে হচ্ছে না তা আমরা বলতে পারি। মুক্তিযুদ্ধকে জানার একটি ছক তৈরি হয়ে গেছে দেশে। সেই ছক বা বৃত্তের বাইরে কেউ যেতে ইচ্ছুক নন। ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতাযুদ্ধ পর্যন্ত আমরা ইতিহাসকে অনুসন্ধান করি দফাওয়ারী আন্দোলনের ভাঁজে। সেই ভাঁজের ভেতরে থাকে প্রধানত আন্দোলনের রুটিন বা ধারাবাহিক বর্ণনা। ইতিহাসের পেছনের ইতিহাসকে গবেষণা করে উন্মোচন করার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় খুব কম। বঙ্গবন্ধু বা তাজউদ্দীনের মতো নেতাকে আমরা যদি দফা বা আন্দোলনের মাইলস্টোনের আশে পাশে অন্বেষণ করি তাহলে তাঁদের ব্যক্তিত্বের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও বহুমাত্রিকতাকে খুঁজে পাওয়া কঠিন।

২৫ মার্চ গভীর রাতে বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী গ্রেপ্তার করার পর জাতির ক্রান্তিলগ্নে নেতৃত্বের সকল দায় অসীম সাহস নিয়ে গ্রহণ করেন তাজউদ্দীন আহমদ। জাতীয় জীবনে সবচেয়ে বড় দুর্যোগ ও গৌরবের এই সময়ে তাজউদ্দীন যদি একটিমাত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভুল করতেন তাহলে আমাদের ইতিহাস ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হতে পারত। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর সময় তাঁকে একাই একটি সরু সুতার ওপর দিয়ে হাঁটতে হয়েছে, যার নিচে ছিল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। তিনি জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য বানিয়ে ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চে পাকিস্তান হানাদার
বাহিনীর চোখ এড়িয়ে ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের সঙ্গে ঢাকা ত্যাগ করেছিলেন। জীবনকে আগাম উৎসর্গ করেছিলেন তিনি মাতৃভূমির জন্য। বাঙালি জাতির এই অচেনা, ভয়াবহ পথে এগিয়ে যাওয়ার সময় তিনি তাঁর পরিবারকে কী বার্তা দিয়ে গিয়েছিলেন? তিনি একটি চিরকূটে তাঁর প্রাণপ্রিয় স্ত্রী সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন লিলিকে লেখেন "লিলি, আমি চলে গেলাম। যাবার সময় কিছুই বলে আসতে পারিনি। মাফ করে দিও। আবার কবে দেখা হবে জানি না... মুক্তির পর। তুমি ছেলেমেয়ে নিয়ে সাড়ে সাত কোটি মানুষের সাথে মিশে যেও। তাজউদ্দীন আহমদ ব্যক্তিগত জীবনে আবেগকে তেমন প্রাধান্য দিতেন না, এর মানে এই নয় যে তিনি ছিলেন আবেগহীন। তিনি দেশ মাতৃকার দুর্দিনে নিজেকে যেমন সমপর্ন করেছেন মাতৃভূমির কাছে একইভাবে পরিবারকেও মাতৃভুমির সন্তানদের সাথে মিশে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন।

তাজউদ্দীন আহমদ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯২৫ সালে বর্তমান ঢাকা জেলার কাপাসিয়া উপজেলার দরদরিয়া গ্রামে। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ঢাকা কারাগারে রাতের অন্ধকারে পাক-মার্কিন দোসর মোশতাক ও সামরিক বাহিনীর কিছু সংখ্যক পাক-মার্কিন এজেন্ট তাজউদ্দীনসহ জাতীয় চার নেতাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। সেই হত্যাকাণ্ড ও এর পেছনের গল্প বলা আজকের লেখার উদ্দেশ্য নয়।

আজকের লেখার উদ্দেশ্য, তাজউদ্দীন আহমদ যে কত বড় মহীরুহ ছিলেন সে সম্পর্কে সামান্য ঈঙ্গিত প্রদান করা। তাজউদ্দীনের এই সফল ও ত্যাগী জীবনকে চারটি পর্বে ভাগ করা যায়। ১৯২৫ থেকে পাকিস্তান অর্জনের পূর্বপর্যন্ত প্রথম পর্ব, পাকিস্তান অর্জনের পর থেকে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্ব, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে একই বছরের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত অর্থাৎ বাংলাদেশের বিজয় অর্জনের মূহূর্ত পর্যন্ত তৃতীয় পর্ব এবং ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল থেকে ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত জীবনের শেষপর্ব।

তাজউদ্দীন আহমদ যখন সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন তাঁকে ভারতের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে এবং ভারতের প্রভাবমুক্ত থেকে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার এক বিশাল চ্যালেঞ্জের সামনে নিয়ে আসে। তিনি ও ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম ৩০ মার্চ সীমান্ত পার হওয়ার পরেই তাঁদের সাথে সাক্ষাত হয় ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তরক্ষী প্রধান ইন্সপেক্টর জেনারেল গোলোক মজুমদারের সঙ্গে। গোলক মজুমদারকে তাজউদ্দীন তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্ব ও স্বকীয় ধরনে জানিয়ে

> বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাপ্নিক কবি, জাতির পিতা আর তাজউদ্দীন হলেন বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের মাঠের লড়াইয়ের নেতা। দুজন দুজনের পরিপূরক। বঙ্গবন্ধুকে বুঝতে হলে যেমন তাজউদ্দীনকে বুঝতে হবে। একইভাবে তাজউদ্দীনকে বুঝতে হলে বঙ্গবন্ধুর দর্শন জানতে হবে।

দেন ভারত সরকারের সাথে তাঁর আলোচনা হবে তখনই যখন সরকারের পক্ষ থেকে তিনি ও মুক্তিযুদ্ধের নেতাদের আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়, তিনি সুস্পষ্টভাবে গোলক মজুমদারকে অবগত করেন তিনি ও তাঁর সহযোগী নেতারা স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রতিনিধি। তাজউদ্দীনের কথা শুনে বিস্মিত হয়েছিলেন হয়েছিলেন আইজি মজুমদার। তাঁর রাষ্ট্রনায়কোচিত ব্যক্তিত্ব ও দূরদর্শিতার প্রমাণ পেয়েছিলেন তিনি এই দুরদর্শী প্রস্তাবে। তাজউদ্দীন আহমদের প্রস্তাব অনুযায়ী ভারত সরকার এপ্রিল ৩, ১৯৭১ সালে তাজউদ্দীন আহমদকে আমন্ত্রণ জানায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী

ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আলোচনার জন্য। প্রথম সাক্ষাতে তাজউদ্দীন একজন স্বাধীনতাকামী জাতির নেতা হিসাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সামনে বাংলাদেশের মানুষের পক্ষ থেকে অন্যান্য বিষয়ের সাথে সুস্পষ্টভাবে কিছু বিষয় বিনয়ের সাথে উপস্থাপন করেন। তাজউদ্দীনের সুস্পষ্ট বক্তব্য শুনে আমরা বিস্মিত হই। তাজউদ্দীন বলেছিলেন,"এটা আমাদের যুদ্ধ। আমরা চাই ভারত এতে জড়াবে না। আমরা চাই না ভারত তার সৈন্য দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে আমাদের স্বাধীন করে দিক। এই স্বাধীনতার লড়াই আমাদের নিজেদের এবং আমরা এটা নিজেরাই করতে চাই।"

১৯৭১ সালের জটিল ভূ-রাজনীতি বুঝতে না পারলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে বোঝা কষ্টকর। ঠাণ্ডা যুদ্ধ চলছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে ওয়ারশ জোট ও যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ন্যাটো জোটের মধ্যে। এটি ছিল আধিপত্য বজায়ের কঠিন লড়াই। বিশ্বরাজনীতির মোড়লিপনা অব্যাহত রাখতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি। অস্ত্র দিয়ে কূটনীতির যাতাকলে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে স্তব্ধ করাই ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ন্যাটো জোটের লক্ষ্য। পাকিস্তানের সাথে চীনের ঐতিহাসিক বন্ধুত্বও বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য ছিল একটি বিরাট বাধা। এরকম একটি ভয়াবহ সময়ে তাজউদ্দীন আহমদ সাড়ে সাত কোটি মানুষের অদম্য দেশপ্রেমকে পুঁজি করে নিয়মতান্ত্রিক পথে এগিয়ে যান।

দেশের মাটিতেই শপথগ্রহণ হবে, এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। সেই আকাঙ্ক্ষা অনূসারেই ১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে দেশি-বিদেশি সাংবাদিক সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে মন্ত্রিসভার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান ও স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এপ্রিল মাসে ভেতরেই বাংলাদেশ নামক দেশের গোড়াপত্তনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কর্মকাণ্ড, সভ্য ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধরন অনুযায়ী তিনি সমাপ্ত করতে সক্ষম হন। সরকার গঠনের পর থেকেই তাঁকে বহুমুখী অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকে মোকাবেলা করতে হয়। স্বাধীন বাংলা সরকারের মধ্যেই ছিল পাকিস্তানের পক্ষের ষড়যন্ত্রকারীরা।

ষড়যন্ত্রকারীদের নেতা ছিলেন ছিলেন মন্ত্রিসভার পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক। পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন-কিসিঞ্জার সরকারের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করে

স্বাধীনতা নস্যাৎ করার উদ্যোগ নেয়। তাজউদ্দীন আহমদ এসমস্ত ষড়যন্ত্রকে দৃঢ়ভাবে মোকাবেলা করতে সক্ষম হন। নীতি, নৈতিকতার দিক থেকে এক অনন্য মানুষ ছিলেন তাজউদ্দীন। পারিপার্শ্বিক রাজনৈতিক বিষয়কে সঠিকভাবে অধ্যয়ন করার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ।

কৌশলী নেতৃত্ব ও কর্তব্যনিষ্ঠা, সময়ের থেকে এগিয়ে থাকা প্রগতিশীল চিন্তার কারণে তাঁর ভাষায় বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় সফল 'ধাত্রির' ভূমিকা তাজউদ্দীন পালন করতে পেরেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বের গুণাবলী পর্যবেক্ষণ করে উপমহাদেশের প্রখ্যাত রাষ্ট্রনায়ক ইন্দিরা গান্ধীও তাঁর গুণগ্রাহী হয়ে পড়েন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সমগ্র জাতির সামরিক, বেসামরিক বাহিনী, নানা মত, নানা পথের মানুষদের সংহত করে জাতীয় ঐক্যকে সুদৃঢ় রাখার কৃতিত্ব তাঁকে না দিলে অবিচার করা হয়। তাজউদ্দীনকে না জানলে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানা হয় না। তাঁকে না বুঝলে বঙ্গবন্ধুকেও বোঝা অসমাপ্ত থেকে যায়।

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাপ্নিক কবি, জাতির পিতা আর তাজউদ্দীন হলেন বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের মাঠের লড়াইয়ের নেতা। দুজন দুজনের পরিপূরক। বঙ্গবন্ধুকে বুঝতে হলে যেমন তাজউদ্দীনকে বুঝতে হবে। একইভাবে তাজউদ্দীনকে বুঝতে হলে বঙ্গবন্ধুর দর্শন জানতে হবে। এঁদের সম্মিলিত দর্শন, আন্দোলন ও যুদ্ধ হলো আজকের বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে পর্যটনের ডিজিটাল রূপান্তর

দেলোয়ার জাহিদ

বাংলাদেশের পর্যটন উন্নয়নের পথিকৃৎ বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার অব্যবহিত পর অর্থাৎ ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে রাষ্ট্রপতির এক আদেশ (নং-১৪৩) দ্বারা এ পর্যটন করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করেন। দেশে পর্যটনকে একটি শিল্প হিসাবে বিকশিত করতে উন্নয়ন ও পর্যটন আকর্ষণগুলোকে প্রদর্শন এবং বিপণন এ করপোরেশনের কাজ। ১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে এর কার্যক্রম শুরু। এ করপোরেশনটিকে দুটি দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে— এরমধ্যে ১. 'পর্যটন শিল্পের বিকাশ এবং উন্নয়ন' এবং ২. সারাদেশে 'পর্যটকদের জন্য সুবিধা সৃষ্টি এবং এগুলো পরিচালনা' করা।

বাংলাদেশে ডিজিটাল রূপান্তর একটি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করছে। যেহেতু দেশের কোম্পানিগুলো তাদের ডিজিটাল কৌশল শুরু ও নিখুঁত করার লক্ষ্য কাজ করছে। ডিজিটাল ব্যবসায়িক রূপান্তরের সাথে যারা সফল তারা দ্রুত ডিজিটাল পরিবেশ পরিবর্তনের সাথে সাড়া দেবে এবং নতুন ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং প্রক্রিয়াগুলিকে আলিঙ্গন করবে—এটাই প্রত্যাশিত। বিদেশে বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি সৃষ্টি করার জন্য পর্যটনের কৌশলগত একটি পরিকল্পনার প্রয়োজন, সেই সাথে প্রয়োজন অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং পর্যটকদের সেবা প্রদান। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন দেশের বিভিন্ন সম্ভাবনাময় স্থানে পর্যটন সুবিধাদি সৃষ্টি এবং ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগের পথ তৈরি করেছে। এখন পর্যন্ত করপোরেশনটি সারাদেশে পর্যটকদের সেবা প্রদানের জন্য ৪৭টি বিভিন্ন প্রকার পর্যটন সুবিধা, যেমন: হোটেল, মোটেল, রেস্তোরাঁ, বার, পিকনিক স্পট, সুইমিংপুল, পর্যটন তথ্যকেন্দ্র ইত্যাদি সৃষ্টি করেছে। ১৯৭৯ সাল থেকে দেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরগুলোয় শুল্কমুক্ত বিপণী পরিচালনার মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নভাবে সেবা প্রদান করে আসছে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন। শুল্কমুক্ত বিপণীসমূহে অধিকাংশ সামগ্রী বিদেশ থেকে সরাসরি আমদানি করা এবং এর ব্যবসায়িক সুখ্যাতি রয়েছে। বিশ্বের সকল বিখ্যাত শুল্কমুক্ত বিপণীসমূহের সাথে সৃষ্টিলগ্ন থেকেই পরস্পর বোঝাপড়া ও সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে।

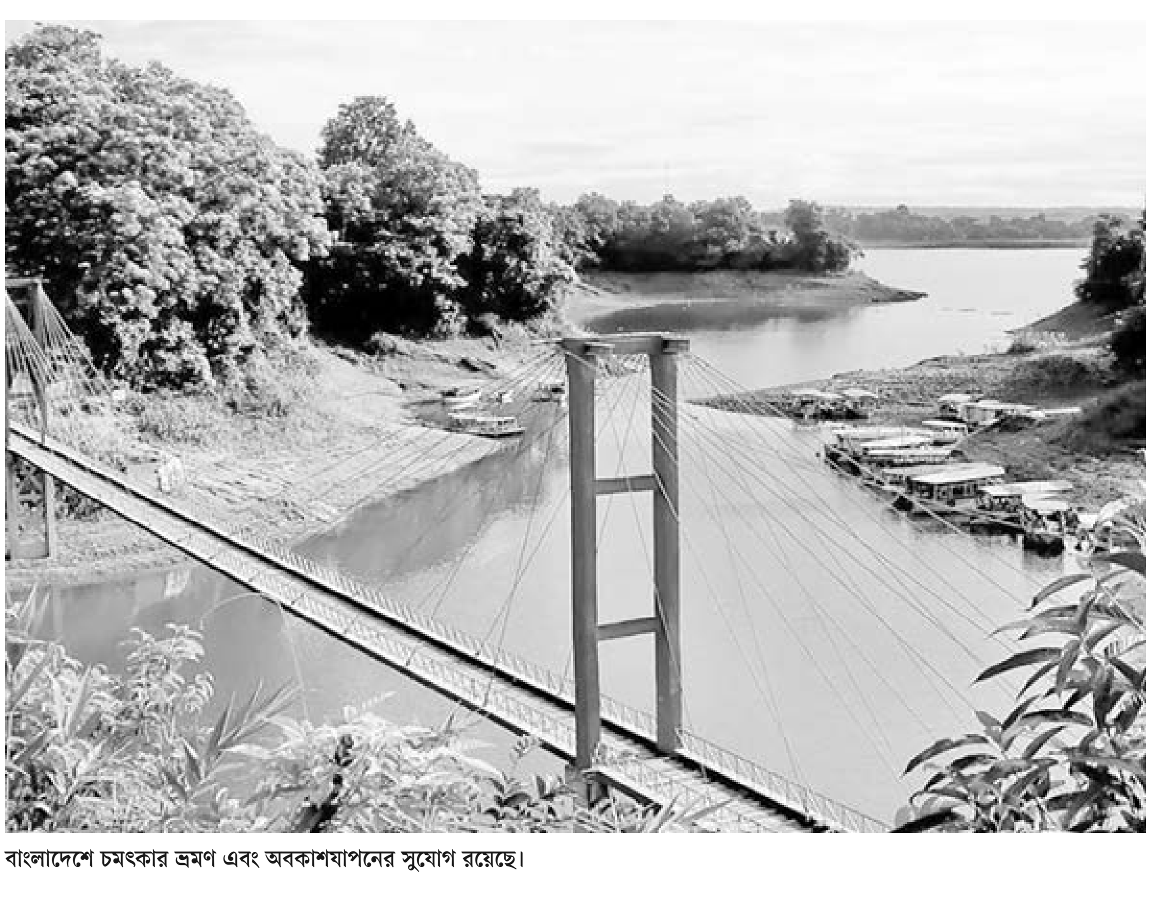

বাংলাদেশে চমৎকার ভ্রমণ এবং অবকাশযাপনের সুযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশে চমৎকার ভ্রমণ এবং অবকাশযাপনের সুযোগ রয়েছে। এদেশ একটি পরিবেশবান্ধব মৌলিক সম্পত্তি, চিরহরিৎ গাছ এবং গুল্মসহ মাঝারি উচ্চতার পাহাড়ী বৈচিত্র্য, বহিরাগত সমুদ্রের উপকূল এবং এর মার্জিত ঝুড়ির মধ্যে রয়েছে সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বনভূমি। যেহেতু শিল্পটি এখনও টেকসই পর্যটনের পদ্ধতিগুলো অনুসরণের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। এর অব্যাহত বৃদ্ধিকে উপভোগ করতে উন্নত দেশগুলোর অভিজ্ঞতাকে অনুসরণ করা দরকার।

কোনো দেশের পর্যটন একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে আকর্ষণ, রেস্তোরাঁ, বিনোদন এবং আরও ভাল পরিষেবা তৈরির দিকে পরিচালিত করে। এটি অন্যান্য শিল্পে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। যেমন : কৃষি, পরিবহন এবং উৎপাদন। স্থানীয় সম্প্রদায়ের ওপর ইতিবাচক প্রভাবের সাথে, স্থানীয় এলাকায় জীবনযাত্রার মান এতে বৃদ্ধি পেতে পারে। ভোক্তাদের ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। কারণ আরও বেশি লোক একটি নির্দিষ্ট স্থানের প্রতি আকৃষ্ট হবে। শিল্পের বৃহত্তম খাতগুলোর মধ্যে একটি হলো পর্যটন পরিষেবা।

পর্যটন শিল্পের পরিষেবা কর্মীদের কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ছাড়াও অনেক দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। পর্যটন পেশায় কর্মজীবন মানে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একজন রক্ষক এবং কর্মজীবীকে বিশ্বদূত হতে হবে এবং একটি পরিপূর্ণ ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন দেশি-বিদেশি যাত্রীদের সুবিধার্থে দক্ষতার সাথে বাজারের অনুশীলন করবে। সমগ্র সুরক্ষা ডিজাইনার সমস্ত টুরিস্ট মার্কেট আলাদা করে বলতে সাহায্য করবে এবং পছন্দের স্থানগুলোর পরিষেবা পরিকল্পনা তৈরি এবং তা উপস্থাপন করবে। পর্যটকদের বিনিয়োগের সিদ্ধান্তগুলো সাধারণত তাদের আত্মবিশ্বাস ও পছন্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেহেতু নির্দিষ্ট ভ্রমণকারীর ইনভেস্টমেন্ট কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যের সাথে তার আশা ও পর্যবেক্ষণ জড়িত। বাংলাদেশে ভ্রমণের সাথে যুক্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ জটিলতা সাধারণত ভ্রমণকারীরা বিবেচনায় আনে। যেমন: অতিরিক্ত মানুষ, স্বাস্থ্যজনিত বিপর্যয়, অপ্রয়োজনীয়তা, রাজনৈতিক সমস্যা, আইনশৃঙ্খলা, স্থানীয়দের আতিথেয়তা ইত্যাদি।

বাংলাদেশে অবকাশযাপনের অনেক সুবিধা রয়েছে। সাধারণত বাংলাদেশের জন্য ভ্রমণের পূর্ববর্তী সুবিধাগুলো এবং অতিরিক্ত মজাদার বাজারগুলো এবং সেজন্য দক্ষ বাজার অনুশীলনে সাইন আপ করার নতুন উপায়গুলোর ওপর পুনরায় ফোকাস করলে অর্থাৎ পর্যটনের ডিজিটাল রূপান্তর অনেক সুবিধা এনে দিতে পারে।

পর্যটন শিল্পের সমস্যা : এমন অনেক সমস্যা রয়েছে যা অনেক জটিল পরিস্থিতি তৈরি করে শিল্পে পর্যটনকে প্রভাবিত করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রাজনৈতিক সমস্যা। পর্যটন খাত অন্যান্য সমস্যা দ্বারা প্রভাবিত। যেমন: ধর্মঘট, খারাপ কাজের মান এবং সন্ত্রাসবাদের জন্য কূটনৈতিক সতর্কতা, পরিবহন ও যোগাযোগের অভাব, প্রশিক্ষিত পর্যটন জনবলের অভাব এবং ভাল মানের হোটেলের অভাব ইত্যাদি (Ahamed, 2017, Howladar, 2015)।

বাংলাদেশে পর্যটনের প্রচারমূলক প্রযুক্তির ব্যবহার খুবই সীমিত দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান, ধর্মীয় স্থান, নদী, উপকূল, পাহাড়, বন, জলপ্রপাত, চা-বাগান ছাড়াও ঐতিহাসিক স্থান, বিখ্যাত মসজিদ, বৌদ্ধ মন্দিরসহ বহু আকর্ষণীয় স্থান রয়েছে। যার প্রচারমূলক কৌশল পর্যটকদের আকর্ষণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। বাংলাদেশের পর্যটন খাত অনেক ধরনের প্রচারমূলক কৌশল অবলম্বন করতে পারে। এরমধ্যে : ১. সামাজিক মাধ্যম বা অনলাইনে প্রচার। ২. স্যাটেলাইটের মাধ্যমে প্রচার। ৩. বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে প্রচার। ৪. বিক্রয়সামগ্রী প্রচার। ৫. সংবাদপত্রে পর্যটন সংক্রান্ত নিবন্ধ ও পর্যালোচনা প্রকাশ। ৬. শিশু-কিশোরদের আকৃষ্ট করতে বিজ্ঞাপন।

বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অবদান রাখার মতো বহুমাত্রিক সক্ষমতা রয়েছে সমুদ্র-সৈকত কক্সবাজারসহ অন্যান্য পর্যটন স্থানে। কিন্তু সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাস এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাওয়ার পথে সৃষ্টি হচ্ছে নানান প্রতিকূলতা। সাম্প্রতিক কিছু ঘটনায় পর্যটন শিল্পের ওপর কিছুটা হলেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। বিশেষ করে স্থানীয় প্রশাসন বিষয়গুলোকে আরও জটিল করে তুলেছে। বিশ্বব্যাপী টেকসই উন্নয়ননীতি প্রচারের জন্য পর্যটন শিল্পের বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাগুলোকে ভালো অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বিবেচনা করা দরকার। পর্যটন শিল্পে কর্মসংস্থান ও আয়ের অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে বাংলাদেশ। পর্যটনের ডিজিটাল রূপান্তর বাংলাদেশের এ খাতকে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের অগ্রযাত্রার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

বাংলাদেশকে টেকসই উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন, প্রচার ও বাস্তবায়নের জন্য পর্যটন শিল্পের বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাগুলোকে চিহ্নিত করে তা সমাধান করতে হবে।

বাণিজ্যিক সমকাল

এবি সিদ্দিক

বাণিজ্যিক সমকালে
প্রেমের আকাশেও বাম্পার ফলন!
এভাবেই
এগিয়ে যাচ্ছে মহাকাশীয় জীবন-যাত্রা...
আমরাও
পালকিকে ঢেলে সাজিয়েছি কপ্টারে!
হিজলতলীর হাটেও
দেদারসে বিক্রি হচ্ছে
আন্তঃনগর জীবনের উত্তরাধুনিক কলকব্জা!
ঢাউস সাইজের মোবাইল নিয়ে
এখন একাই কথা বলে
গাড়িয়াল ভাইয়ের জন্য অপেক্ষমান নারী!
বৈশাখী মেঘের কাছে জল চাওয়ার দিন শেষ!
পান থেকে চুন খসলেই ঘুড্ডি উড়ে যায়
কংক্রিটের শীতল ঘরে!
ঐতিহ্যের হাটে গোল্লাছুটের বল
বাতাসে ভেসে ভেসে চলে যায় মাঠের বাইরে
এবং দর্শক নন্দিত ছয় এর জয়জয়কার!

মিউটেশন

নিলয় গোস্বামী

যুবতী অরণ্য,
মেঘ শুয়ে আছে সবুজের সীমাহীন ছাদে।
ভিজে চলছে গুহাচিত্রের তুলতুলে শরীর।
পাইনের লিবিডো ভরে দেয় ভূমির বিয়োনো রুপ।
সংলাপে কার্বন মাদি হরিণীর ঘোর শীৎকার ঢাকছে।
ভেসে আসছে আয়নার শরীর।
পাতার ব্রহ্মতালুতে নাগপঞ্চমী সাজিয়েছে জোনাকির থাবা।
আলোর চৌকাঠ ভেঙে উবে আসে প্রতিবাদী
ধাতব প্রহর।
মুচমুচে ইংগিতে মিউটেশন বদলে দেয়
কসমিক প্রণয়।
সত্তার ধ্বংসস্তুপের ছাই
আজ শিয়রে অতীত জমিয়ে রেখেছে,
বৃক্ষমাচায় ক্রমশ বেড়ে যায় নির্ঘাত অন্তিম।
মমির হিমঘরে জেগে ওঠে রূপের আগুন।

হেমন্তে আসবো ফিরে

গোলাম রববানী

আজ থেকে লক্ষ-কোটি হেমন্ত পরে
বাংলাতে হিম কুয়াশার পিঠে চড়ে
হিমেল রাতে ভরা পূর্ণিমারো আলো হয়ে
বাউলগানে নবান্নের উৎসবে
কিংবা শস্যোৎসবে কৃষকের মাঠে
আমি আসবো ফিরে শীত হাওয়াতে হেঁটে

প্রত্যাশার উদ্গিরণ

বাসব রায়

স্বস্তির বাতাসে হঠাৎ ঝড়ের কানাকানি
ভোরের শুরুতেই সূর্যাস্তের হাতছানি-

নবান্নের আগেই ঝরে গেছে ধান
হাহাকার গোলায় অদ্ভুত ইঁদুর-প্রাণ-

ছুতোর লেশ ধরে ভিটেয় ঘুঘুর নাচ
সয়ে যাওয়া শরীরে পুরনো একগুঁয়ে ধাঁচ-

অবসাদে ঘিরে থাকা আধমরা জীবন
পথচেয়ে; কবে হবে প্রত্যাশার উদ্গিরণ৷

ফিরে চলো পথিক

পলাশ পোড়েল

ফিরে যাব আদিম পুরুষ কিছু দিনে
এই মাটিতে জনমেলার তাঁবু ছেড়ে
ভেঙে ভেঙে ভেসে ভেসে দিয়ে যাবো
পায়ে পায়ে ধুলোর অপরাহ্নে স্বপ্নময় কাঁকন
কার যেন হাতে হাতে যেন কার!
চোখে চোখে চিনিয়ে দেয় মুখ ও মুখোশ
এত ক্ষত কোথায় লুকোবো বুঝি না
এমন কোমল রোদ ভেসে গেল মান অভিমানে
বিষণ্ণ সন্ধ্যায় অন্ধকার ঘাঁটতে ঘাঁটতে,
ক্লান্ত ঘরে-ফেরা স্বভাব বশে পথ চিনে
ডাক শুনে ফিরে চলো পথিক।
এত পদাবলী এত গান সাজিয়ে রাখে সই
আমি কার জন্য উৎসবে রেঙেছি
ফিরে ফিরে তাকাও ঠিকানা রেখেছি বুকে
আগুন তোকে ছুঁয়ে যাবে একদিন।

প্রেমের কবিতা

ওয়াহিদার হোসেন

জলছবি আঁকছে কেউ জলের ভেতর
নূপুর পা সমেত ডুবিয়ে
ছোটবেলার এক অলৌকিক দিঘি
তোমার চুলের ঘন অন্ধকারের মতো
তাতে আছে একটা ভ্রমর
ভ্রমরের ভেতর রাক্ষসের প্রাণ
আমি তোমাকে এভাবে বাঁচাতে চাই গুণ্ডা
রাক্ষসদের হাত থেকে
তুমি আমার রূপকথার চিরকেলে রাজকন্যা।

হারানোর গল্প

অপরাহ্ণ সুসমিতো

ছোট সাপটা বড় সাপটার পাশ দিয়ে যাচ্ছে। দুটো সাপই দেখতে সুন্দর। কালো রঙ তবে মানব মনের মতো ডোরাকাটা। বড় সাপটা কিছুক্ষণ আগে দুটো বড় ইঁদুর সাবাড়ের পর এক ধরনের আলস্য টেনে নামিয়েছে শীতের বিকেল রোদের মতো। ছোট সাপটা অযথাই ফণা তুলল বড়টাকে দেখে। বাচ্চাটা জানে তার বিষ নেই, ফণাই সম্বল। কোনো কোনো দেশের ছোট ছোট দলের মতো। বড়টা টের পাচ্ছে তার অনুপম খোলসে যে শীত আসছে ধীরে। উত্তরের বিষলক্ষ্যা বাতাসের আগমনী কুচকাওয়াজ সে ধারণ করে। জিভের ডগায় শীতের ঘ্রাণ টের পায় সে। একটা গভীর গর্তের সিন্দুক সন্ধানে আছে সাপ।

গাছের পাতা থেকে নেমে আসা মথ নতুন প্রজাপতি জন্ম দেবার প্রসব আনন্দে বিভোর। মাঝারি মাত্রার এক অভিনেতা সেকেন্দার মথ দেখে কবিতার লাইন ভাবল :

মথ পোকা গায়ে এসে বসে কেন? আমি কি রেশম?

চট করে কবির নামও মনে পড়ে; সুরাইয়া খানম।

প্রেগনেন্ট মতো এক মহিলা, নির্বিকার ভঙ্গিতে একটা বড় গাছের আবডালে শাড়িটা কোমর পর্যন্ত তুলে বসে পড়ে। ব্যথা ছাপিয়েসে পরিষ্কার ঘাসে পেশাব করবে। তলপেটে দ্বৈত চাপে তার মেজাজ খিনখিনে হয়েছিল অনেকক্ষণ। মা কিছুক্ষণ আরামে চোখ বন্ধ রাখে, দূরে খসখস শব্দে খানিকটা সন্ত্রস্ত হয়ে তাকায়। আবার শান্ত ভঙ্গিতে ঘাসের দিকে দেখে তার পেশাবে অজস্র বুদবুদ। মেয়েটা মাকে ডাক দেয়;

: মা মা সাপ দুইটা

সেকেন্দারের মা কথাটায় পাত্তা দেয় না।

সেকেন্দার আলীর বাড়িতে দেয়াল আয়না নেই। তার আছে ছোট একটা আয়না। সে আবার এই আয়নাটা লুকিয়ে রাখে। তার কাজই হলো ঘুম থেকে উঠে জানালার পাশে দাঁড়াবে। সকালের আলো তার মুখে পড়বে। একটা আলো মৃদু করে মুখে নাকে চিবুকে চুলে লেগে থাকবে, তখনই তার আয়না পর্ব শুরু। সেকেন্দার আলী তখন নিজেকে সুন্দর ভাবতে শুরু করে। তখনই নিজেকে আয়নায় দেখে।

নারকেলের একটা মালায় কাল রাতের বৃষ্টি জমেছে বলে কয়েকটা চড়ুই লেজ নাচিয়ে ওখানে ভিজছে। সে আয়না থেকে চোখ সরিয়ে ওদিকে তাকায়। জানালার বাইরে এক টুকরো নৈমিত্তিক পৃথিবী। কড়ই গাছ সুপারি গাছ। তার ফাঁক গলে আকাশের ছাদ। আয়নায় নিজের গোঁফ, থুতনির নিচে দৃঢ় ভাঁজ,
চকচক দাঁত, ঢেউ
খেলানো চুল আর গোঁফের নিচে তার ঝুলে থাকা হাসি। সে প্রতিদিন নিজের প্রেমে পড়ে। স্কুলমাস্টার রমণী মোহন বলতেন, পুরুষ হলো সিংহ। সিংহের কেশর থাকে, পুরুষের থাকবে গোঁফ। সে নিজের গোঁফ দেখে আর স্যারকে স্মরণ করে পুলক ছড়ায় নিজের পৌরুষে।

সেকেন্দার টের পাচ্ছে তার চারপাশ থেকে ঘণ্টা উড়ে যাচ্ছে। গ্রাম বাতাসে শিমুল তুলো উড়ছে। সে দাঁড়িয়ে আছে স্টেজের মাঝখানে। গ্রিনরুমে ঘামে ভেজা উৎকণ্ঠিত ঝুমঝুমি ধনুকের মতো প্রস্তুত। তার সংলাপ শেষ হলেই স্টেজে ঢুকে পড়বে ঝুমঝুমি। তারা দুজনে এখন কোরাস গান করবে।

শ্মশানে কবরে ঘুম জাগাও জাগাও
বানিয়েছি ডুগডুগি বাজাও বাজাও

সেকেন্দার হয়ত জন্ম অভিনেতা। অধিকারী প্রায়ই ঝুমঝুমি আর সেকেন্দারকে নাচ করতে শেখায়, নতুন নতুন মুদ্রা।

চড়ুই পাখিগুলোকে নারকেলের মালায় আর দেখা যাচ্ছে না, সুপারি গাছের আড়ালে আকাশটা দেখা যাচ্ছে না। সেকেন্দার হয়ত স্টেজে আর নেই তবু আয়না থেকে তার মুখ সরছে না। সে স্বপ্ন দৃশ্যের সুবাস পায়। তার শরীর হয়ত পুরান কিন্তু তার স্বপ্নদৃশ্য আঁকা প্রতিদিন নতুন। এই সব দৃশ্যরাশি কি প্রথমে নয়নে আসে তারপর স্বপ্নে, নাকি আগে স্বপ্নে পরে নয়নে আয়নায়?

দূর থেকে মা ডাক দেয় তাকে। একবার মনে হলো তাকে ডাকছে আবার মনে হচ্ছে তাকে না, অন্য কাউকে। তবুও সে জোরে জবাব দেয়, মায়ের ডাকে। নিজেকেই নিজে বলে;

: পৃথিবীর সব মায়ের ডাকে তার সন্তানের ছায়া পড়ে

সেকেন্দার জানালা থেকে সরে দাঁড়ায়, আয়নাটা লুকিয়ে রাখে তার জামার নিচে। কার যেন একটা বেদনার ছায়া ঘরময় হেঁটে বেড়ায় ওর সাথে। ঝুমঝুমি কি তার সাথে হাঁটে নাকি অধিকারীর শাসন গরম চোখ?

মা আবার তার অলসতা, বেকারত্ব নিয়ে হৈ রৈ করে ওঠে বাড়িঘর ছড়িয়ে। সেই একই দৈর্ঘ্যে, টোনে ও যন্ত্রণার স্বরগ্রামে। সেকেন্দার হনহন করে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। এই বেরিয়ে পড়ার মাঝে সেই চড়ুইগুলোর মতো লেজ নাচানো নেই।

কড়ই গাছের সাথে সে দড়ি ঝুলায়, দেখলে মনে হবে আত্মহত্যা করবার আয়োজন। সে আয়নাটা বের করে আর পকেট থেকে কাঁচি।

গোঁফ কেটে ফেলল সেকেন্দার আর তখনই সাপদুটো এঁকেবেঁকে কোথায় যে চলে গেল। মা, মেয়ে বা সেকেন্দার কেউ তা দেখল না।

অনুগল্প

নিউইয়র্কের অফিসিয়াল শীতকাল শুরু হয়ে গেছে ২১ ডিসেম্বর থেকে। তবে শীত এখনও মানুষকে যতটা না জবুথবু করতে পেরেছে; তারচেয়েও বেশি জবুথবু করে তুলেছে করোনার নতুন ভেরিয়েন্ট ওমিক্রন। ওমিক্রন-ভীতি নিয়েই নিউইয়র্কাররা বিভিন্ন পার্টি, সভা-সমিতি, গেট টুগেদার করছেন। স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, দোকানপাট, রেষ্টুরেন্ট —সবকিছু এখনও খোলা রয়েছে। মাস্ক পরা এবং সোশ্যাল ডিসটেন্স আক্ষরিক অর্থে পুরোপুরি পালন না হলেও আধাআধি পালিত হচ্ছে। বড়দিন এবং নিউ ইয়ার্সের লম্বা ছুটি কাটিয়ে সবাই যার যার কর্মক্ষেত্রে ফিরতে শুরু করেছে। সাথে নিয়ে আসছে ডেল্টা এবং ওমিক্রনের সংক্রমণ। সিটির বিদায়ী মেয়র বিল ডি ব্লাসিও ঘোষণা করেছেন ‘স্টে সেফ এন্ড স্টে ওপেন’ নীতি। নিরাপদ থাকুন, খোলা থাকুন— উদ্যোগের অংশ হিসাবে আরও কোভিড পরীক্ষা এবং আরও ভ্যাকসিনের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। বন্ধুরা, জানুয়ারি হলো ‘অনুগল্প’ পাতার জন্ম মাস। আসুন আমরা সবাই মিলে অনুগল্প পাতাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাই। ২০২২ সাল সবার জন্য সুস্থ, শুভ, নিরাপদ হোক— এই প্রত্যাশা। —শেলী জামান খান

জাদুকর

সোহানা নাজনীন

বছরের প্রথম সাপ্তাহটা শুরুই হতো নতুন ক্যালেন্ডার আর ডায়েরি যোগাড় করে। আম্মা সদ্য কেনা বইগুলো সযত্নে মালাট করে দিতেন, যদিও স্কুলে পড়ার চাপ থাকত না। জানুয়ারি মাস কেটে যেত বার্ষিক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে। সকাল হতেই চারিদিকে মাইকে শুধু পুরোনো দিনের বাংলা গান বাজত। বাসের সামনে ব্যানার লাগিয়ে বনভোজনেও যেত সবাই।

আমি তখন লালমাটিয়া স্কুলে ক্লাস টুর ছাত্রী। একদিন শুনলাম স্কুলে জাদু দেখান হবে। জনপ্রতি ৮ আনা করে চাঁদা ধরেছে। পরদিন সকালে পয়সা হাতের মুঠোয় করে স্কুলের গেট দিয়ে ঢুকতে যাব। এমন সময় চোখ চলে গেল কাঠের ঠেলার দিকে। বরই, পেয়ারা, কতবেল, চালতার আচার সাজিয়ে বসে আছে। দক্ষ হাতে ঠেলাওয়ালা

আমড়া ছিলছে, কোয়া কাটছে, লাল মরিচের গুঁড়া মাখানো লবণে ডুবাচ্ছে —এ যেন একটা শিল্প। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো হেঁটে গেলাম ওইদিকে। ৮ আনা দিয়ে যা কিছু কেনা যায় মুহূর্তে কিনে ফেললাম। গেট দিয়ে ঢোকার আগেই পেটে চালান হয়ে গেল আম্মার ভাষায় তথাকথিত নিষিদ্ধ খাবার। স্কুলে তখন হই হই ভাব। আজ জাদুকর

আসবে, বেঞ্চগুলো সরিয়ে জায়গা করা হয়েছে। এক বান্ধবী বলল,

“কিরে, তোর পয়সা কোথায়?”

“নেই” —আমি বিকারগ্রস্ত উত্তর দেই।

“তাহলে তো তোকে জাদু দেখতে দেবে না।”

মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। বিদ্যুৎ বেগে বাইরে দৌড়ে গেলাম। ঠেলাওয়ালার কাছে ফেরত চাইলাম আমার ৮ আনা। ঢ্যাঙ্গা লোকটা লাল লাল দাঁত বের করে অন্যদিকে নির্বিকার ভঙ্গিতে তাকিয়ে বলল, “তুমি চালতা-বরই খাইলা, আবার এখন পয়সাও ফেরত চাও। এ কেমন বিচার?” অমনি আমি শীতকালের ধুলায় পড়ে গড়াগড়ি, সাথে চেঁচামেচি জুড়ে দিলাম। ঠেলাওয়ালা বেগতিক দেখে আমাকে ৮ আনা ফেরত দিয়ে জানে বাঁচল যেন।

জাদুকর জাদু দেখাচ্ছে। একগাদা দোপাটি ফুল চাবিয়ে খেয়ে পেট থেকে গোলাপী-সাদা রঙের ফিতার মতো বের করল। জিহ্বার ওপরে ধারালো ব্লেড রেখে গান গাইল। পলকহীন চোখে জাদু দেখে বিজয়ের হাসি হেসে আমি বাড়ি ফিরেছিলাম। সেই ছোট্টবেলায় মতো বছরের প্রথমে এখনও কিছু চমকের জন্য অপেক্ষায় থাকি, যদি সেই কোঁকড়া চুলে মাথাভর্তি ঠেলাওয়ালা অথবা মুখে রঙ মাখা জাদুকরের মতো কেউ যদি মুঠোভর্তি আনন্দ নিয়ে আসে!

যুদ্ধের কালোরাত

বিলকিস রহমান দোলা

নতুন বউ মিরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘটে গেল ঘটনাটা! এক পাকসেনা হঠাৎ করেই এক ঝটকায় মিরাকে টেনে নিয়ে বিছানার মধ্যে ফেলে দিল। তারপর অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে শাড়ি তুলে মিরার যোনিপথে প্রবেশ করিয়ে দিল বেয়োনেটের মতই ধারালো পুরুষাঙ্গটি। মিরা অসহ্য যন্ত্রণায়, ভয়ে চিৎকার করতেও ভুলে গেল। কেবল বোবা

মানুষের মতো গোঙ্গাতে গোঙ্গাতে, থরথর করে কাঁপতে লাগল তার রক্তাক্ত দেহটি।

মিরার উচ্ছিষ্ট দেহটি ফেলে যাওয়ার সময় তার কানের ঝুমকা জোড়াও হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে নিয়ে গেল সেই নরাধম। সেই অসহ্য কষ্টের কথা স্বামী মজিদের সাথে শেয়ার না করে পারেনি মিরা। এরপর বহু রাত নির্ঘুম কাটিয়েছে মজিদ!

মহিষ

রোমেল রহমান

গ্রামে অতিকায় এক মহিষ হাজির হলো। বিরাট বাঁকানো শিঙ তার! কোত্থেকে মহিষটা এলো তা জানা নেই! লোকেরা ভাবল, মহিষটা আশীর্বাদ! মহামারী ভাইরাসের নিদান হিসেবে এসেছে সে! লোকেরা বলতে লাগল, মহিষটাকে ছুঁতে পারলে তাকে আর স্পর্শ করবে না ভাইরাস! ফলে নিরীহ মহিষটা বিপাকে পড়ে গেল। সবাই দৌড়ে এসে তাকে স্পর্শ করতে লাগল! খাবার দিতে লাগল যাতে মহিষটা থিতু হয় এবং বাড়িশুদ্ধ লোকেরা তাকে ছুঁতে পারে! গভীর রাতে এক ভাইরাস আক্রান্ত রোগী মহিষটাকে জড়িয়ে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল, যেন তার অসুখটা সে নিয়ে নেয়! ফলে কিছুদিনের মধ্যে গ্রামের সবাই ওই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মরতে শুরু করল! মহিষটা হাঁটতে হাঁটতে পাশের গ্রামে ঢুকলে সেদিন ওই গ্রামের সবাই গ্রাম ছেড়ে পালাল! তারা বলাবলি করল, মহিষের রূপ ধরে ভাইরাস এসেছে কিংবা যমদূত মহিষে চড়ে এসেছে সবাইকে তুলে নিতে! মহিষটা এভাবে জনহীন গ্রাম ছেড়ে হাঁটতে

অভিমান

রোমেনা লেইস

প্রচণ্ড মন খারাপ আশিকের। বাইরের আকাশের অবস্থাও খারাপ। ঝোড়ো হাওয়া বইছে। জানালার কপাটের ফাঁক গলে ঝোড়ো হাওয়ার সাথে বৃষ্টির পানি ঢুকছে। টেবিল থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তাড়াতাড়ি সরিয়ে আলমারিতে রাখল। তখনি সোমার ছবিটা পড়ে গেল। ঝনঝন করে কাচ ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে।

আশিক আর সোমার তিন বছরের সংসার। বেশ কিছুদিন থেকে নিত্য ঝগড়াঝাটি হচ্ছে। আজ অফিস থেকে ফিরে তুমুল কথা কাটাকাটি হলো। রাগে গজগজ করতে করতে ওয়াশরুমে গেলো আশিক। বের হয়ে এসে দেখে সোমা ওর সুটকেস নিয়ে বেরিয়ে গেছে।

রিকশায় সদরঘাট যাচ্ছে সোমা। ঠুনঠুন ঘণ্টা বাজিয়ে অটোরিকশা সদরঘাট এসে পৌঁছাল। অভিযান-১০ নামে বেশ ঝকঝকে একটা লঞ্চ দেখে সোমা ওতেই একটা কেবিন নিয়ে তিনতলায় গিয়ে ওঠে। মনের ভেতর প্রচণ্ড এক যন্ত্রণা হচ্ছে। আবার বাসা থেকে বের হয়ে আসতে পেরে বেশ আনন্দ হচ্ছে। একা একা বোঝ মজা। আর খুঁজেও পাবে না। হুহ। শিক্ষা হবে এবার। এই লঞ্চ যাচ্ছে বরগুনা। বরগুনায় ওর চেনা কেউ থাকে না। হলজীবনে এক বান্ধবী ছিল। সে বরগুনা থাকত। এখন চট্টগ্রাম থাকে। লঞ্চ ছেড়েছে। দরজা খুলে বাইরে দাঁড়িয়ে দেখে লঞ্চ মাঝনদীতে এসে গেছে। সূর্য ডুবে গেছে। লালচে আভা ছড়িয়ে আছে। আকাশভর্তি তারা। সেলফি তুলল কয়েকটা। কেবিনে ফিরে সোফায় বসল। ছবিগুলো এডিট করে একটা ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে লিখল— অজানার পানে।

আশিক ভাঙ্গা কাচগুলো তুলে ঝাড়ু এনে ঝারল। একটা কাচ লেগে হাত কেটে রক্ত বের হলো। সোমার ছবির দিকে তাকিয়ে বলল, “চলে যাবার কী দরকার? কই গেলে?”

মোবাইলে রিং দিল। রিং হলো। ধরলো না। টেক্সট করল। উত্তর নেই। ফেসবুকে ছবি দেখে বুঝতে চেষ্টা করল কোনো অজানার পানে যাচ্ছে। ওর বাবার বাড়ি তো রাজশাহী।

শীতের রাত। নদীর ঠাণ্ডা। তবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কেবিন। বেশ উষ্ণ। সোমা ঘুমিয়ে পড়ে। হঠাৎ ঘুম ভাঙল। গরম একটু বেশি অনুভূত হচ্ছে। দরজা খুলতেই দেখে আগুনের হল্কা। দাউ দাউ আগুন জ্বলছে। ফোনে কল দিল আশিককে। রিং হচ্ছে। ধরে না। আর সময় নেই। আগুন গ্রাস করে নিচ্ছে। সাঁতার জানে না। তবুও পানিতে ঝাঁপ দিল।

অতিবৃষ্টি অরণ্যের মাঝে কিছুক্ষণ

রাজিয়া নাজমী

চারদিকে এত সুনসান নীরবতা। এ তুমি কোথায় নিয়ে এলে!

- তোমার ভালো লাগছে না?

-কী ভীষণ শান্ত চারদিক। কোলাহল নেই। নেই ধোঁয়ার গন্ধ, কোনো আর্তনাদ, চিৎকার-চেঁচামেচি। আমরা কোথায় এসেছি?

-তুমি অনেকদিন ধরে একটু সময়ের জন্য বাঁচতে চেয়েছিলে। তাই তোমায় নিয়ে এসেছি অতিবৃষ্টি অরণ্যের মাঝে। মানুষের ভিড় থেকে নিজেকে আড়াল করে তুমি অনেকক্ষণ নিজের মতো করে এখানে বাঁচতে পারবে। চোখ মেলে দেখ কি গভীর সবুজ চারপাশ। তোমার পোশাক, মুখের আবরণ খুলে ফেলে তুমি এই ঘন সবুজ অরণ্যের ভেতর একা ঘুরে বেড়াও তোমার নগ্ন শরীরে। বিশুদ্ধ বাতাসে প্রাণভরে শ্বাস নিয়ে নাও। কান পেতে শোন পাখি আর অরণ্যের ভালোবাসার গান। এই সবুজ রহস্যময় অরণ্যের গভীর নির্জনতায় তুমি কিছুক্ষণ অন্তত ভুলে থাকতে পারবে সভ্যতার চাপে পিষ্ট তোমার জীবনকে।

-তোমার ভালো লাগছে না?

-হ্যাঁ লাগছে! কিন্তু আমি তোমায় কি করে খুঁজে পাব?

-আমাকে ঠিক খুঁজে পাবে! আমি আছি, আমি থাকব এই নির্জনতার শেষ প্রান্তে আর কোলাহল মুখরতার শুরুতে- সীমান্তে!

বাণ বিদ্ধ জীবিকা

মাহফুজা আরা পলক

রুমকির বাবা একটা কারখানায় কাজ করত। কারখানার দূর্ঘটনায় হঠাৎ তিনি মারা যান। মা এবং পাঁচ ভাইবোনের সংসারে রুমকি বড় মেয়ে হওয়ায় সংসারের সকল ভার তার ওপর বর্তায়। চাপা গায়ের রঙেও তাকে লাবণ্যময়ী বলা যায়। পাড়ার বখাটে ফজল তাকে খুব মহব্বত করে। চালচুলোহীন ফজলকে রুমকি পাত্তা দেয় না। তার এখন কঠিন সময়। পড়াশোনার জোর নেই, ছয়টা উদরের বোঝা ও ভবিষ্যত তার কাঁধে। নিরুপায় রুমকি কাজের খোঁজে পথে নামে। কোনো এক রাতে নিশাচর বাউণ্ডুলে ফজলের পিছু নেয় একটি নেড়ি কুকুর। ঘন কুয়াশার চাদরে মোড়ানো ঢাকা শহরের একটি রাস্তার পাশে নিয়ন বাতির ল্যাম্পপোস্টের নিচে দুটি ছায়া দেখতে পায় সে। ছুরি হাতে কাছে গিয়ে

নেশাতুর চোখে তাকিয়ে দেখে কড়া মেকাপ ও লাল টকটকে লিপস্টিকে ঠোঁট রাঙিয়ে কোমড়ে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে কারও সাথে রসিয়ে কথা বলছে যে, সে তার চিরপরিচিত লাবণ্যময়ী। নিয়ন বাতির আলোয় চারটি ছায়া পড়েছে, সেখানে নেশার ঘোরেই হয়ত সে দুটি নেড়ি কুকুরের ছায়া দেখতে পাচ্ছে।

মাচা সিঙ্গার

কেয়া চ্যাটার্জী

“জিন্দেগী এক সফর, হ্যায় সুহানা/ ইয়াহা কাল ক্যায়া হো কিসনে জানা?”

লাল, নীল আলো জ্বলছে স্টেজে। দীপক স্টেজের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত হেঁটে হেঁটে গান গাইছে। বিশ্বকর্মা পুজোর রাত। ফ্যাক্টরিতে গানবাজনার আয়োজন হয়েছে। এসেছে স্পেশাল কিশোর কণ্ঠী— দীপক সেন। নেশাতুর শ্রোতা টাকা উড়িয়ে দেয় স্টেজে। দীপক কুড়িয়ে নিয়ে মাথায় ঠেকায়। আয়োজক চোখের ইশারায় বুঝিয়ে দেয়, “ভাগ আছে কিন্তু”। পুজো থেকে নিউ ইয়ার পর্যন্ত সমস্ত স্লট বুকড দীপকের।

সঙ্গত দেয় মিস রিটা বা মিস নিশা। ওরা কেউ আশা কণ্ঠী, কেউবা লতা। এই ক'টা দিন ভালো ইনকাম হয়। বাকি মাসগুলো ভাঁড়ে মা ভবানী।

প্রোগ্রামের শেষে খাবারের প্যাকেটটা সযত্নে ব্যাগে ঢুকিয়ে নেয় দীপক। বাড়িতে হয়ত মা না খেয়েই অপেক্ষা করছে। টাকাটা গুনে নেয়। বাবলুদা না থাকলে এটুকুও জুটত না বরাতে। রবীন্দ্র সংগীত, ভজন গেয়ে বেড়াত নানা অনুষ্ঠানে। তবে তার সংখ্যা বড় কম। কম আয়ও। বাধ্য হয়েই বাবলু দা'র প্রস্তাবে রাজি হতে হলো। না হলে সংসার থেমে যেত। চটুল গান না হলে কি আর পুজোর রাত জমে? দীপক সেন হয়ে উঠেছে জনপ্রিয় মাচা সিঙ্গার।

গেটের পাশেই বসে আছে মা। একমাত্র ছেলে রাত জেগে রোজগার করতে গেছে। চোখে কি আর সহজে ঘুম নামে? দীপক এসে দাঁড়ায়। ওরা ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে যায়। ঘুমন্ত বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় দীপক। লোকটা একদিন নিশ্চয় উঠে দাঁড়াবে। নিজের ঘরের দেয়ালে টাঙানো একটা ছবির সামনে ধূপ জ্বেলে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। মনে

মনে বলে, তুমি আছো তাই তো আমি আছি। ব্যাকব্রাশ চুল, সরু গোঁফের সাদা-কালো ছবিটা কি মুচকি হাসল? দীপক বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। স্বপ্ন দেখে নতুন ভোরের। দীপকদের অন্তরের বালিয়াড়িতে পদচিহ্ন রেখে যান কিশোর কুমার।

দীপক আবার হারমোনিয়ামটা কোলের কাছে টেনে নিয়ে বসে। নাইবা শুনল কেউ তার প্রাণের গান। সে নিজে তো নিজের জন্য গাইতেই পারে। দীপক গেয়ে উঠল। রাতের আকাশ গুটিসুটি মেরে শুনতে বসল ওর গান।

জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন অব নিউইয়র্ক ইন্‌ক (জেবিবিএ)

Jackson Heights Bangladeshi Business Association of NY Inc (JBBA)

Election Commission 2021-2022

Wish you a Happy New Year 2022

সম্মানিত JBBA NY Inc-এর ভোটারবৃন্দ

আগামী জানুয়ারী ০৯, ২০২২ রোজ রবিবার "জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশ অব এনওয়াই ইন্‌ক"এর ২০২২-২০২৩ সালের কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সকল সম্মানিত ভোটারদের নির্বাচনী আচরণ বিধি অনুযায়ী ভোটদানে অংশগ্রহন করে আপনাদের পছন্দের প্রার্থী নির্বাচন করার জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি।

সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার স্বার্থে আপনাদের সহযোগিতাও একান্তভাবে কাম্য ।

নির্বাচন কমিশন

মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়া
ভারপ্রাপ্ত চিফ ইলেকশন কমিশনার
৯১৭-৮৬৮-১৫৭৫

জাফর মিতা
ইলেকশন কমিশনার
৩৪৭-২৬৮-৫৮১৬

আবুহেলেন হোসেন
ইলেকশন কমিশনার
৯১৭-৪৯৬-৭৯৬৬

বেলায়েত হোসেন
ইলেকশন কমিশনার
৯১৭-২০৯-৮১৯১

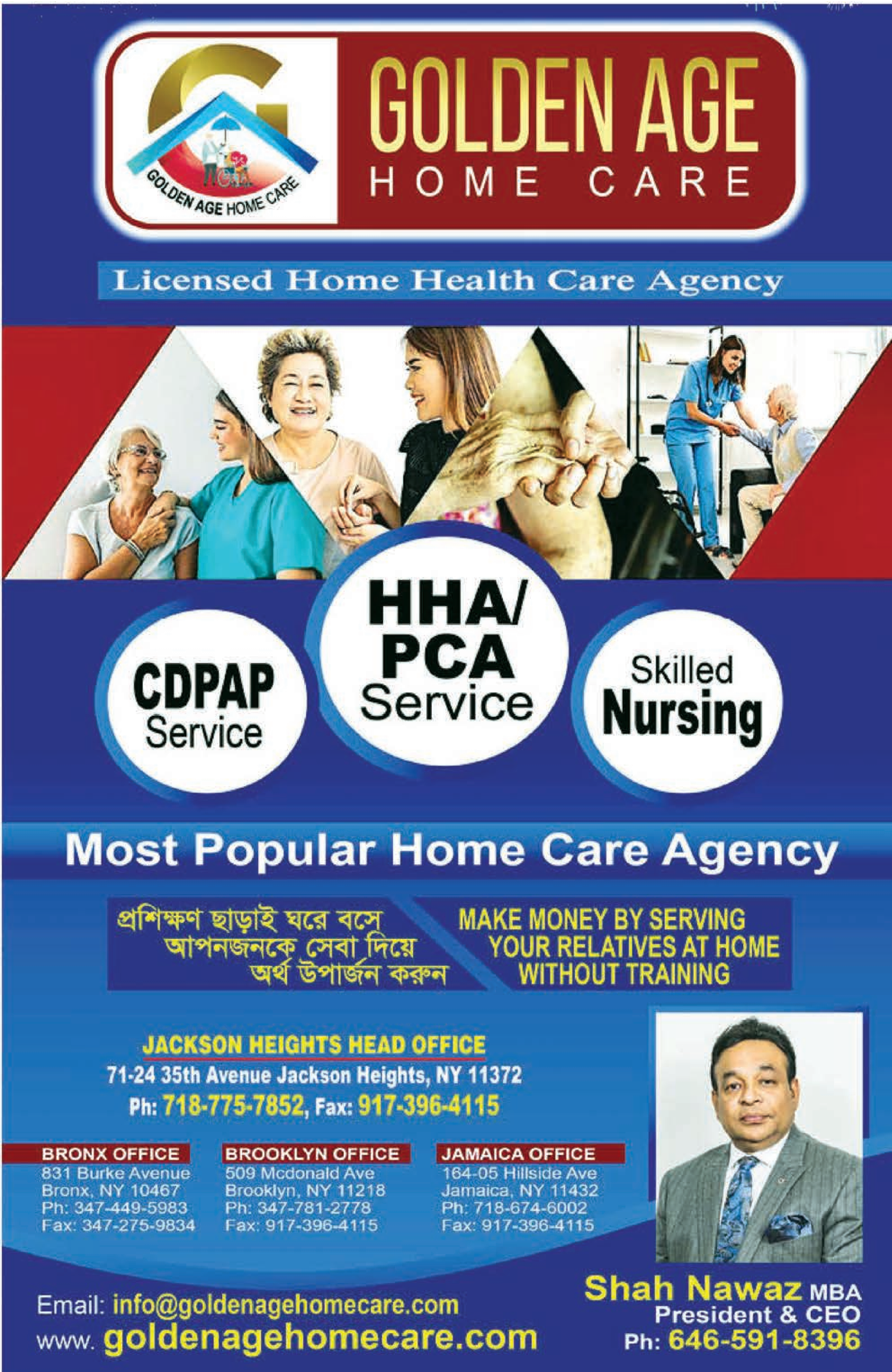
GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
CDPAP Service
HHA/ PCA Service
Skilled Nursing
Most Popular Home Care Agency
প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে আপনজনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
MAKE MONEY BY SERVING YOUR RELATIVES AT HOME WITHOUT TRAINING
JACKSON HEIGHTS HEAD OFFICE
71-24 35th Avenue Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
BROOKLYN OFFICE
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 347-781-2778
Fax: 917-396-4115
JAMAICA OFFICE
164-05 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-674-6002
Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com
www. goldenagehomecare.com
Shah Nawaz MBA
President & CEO
Ph: 646-591-8396

MHC
Marks Home Care
মার্কস্ হোম কেয়ার
প্রশিক্ষণ এবং সার্টিফিকেট ছাড়াই উপার্জনের সুযোগ।
প্রিয়জনের সান্নিধ্যে সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
আকর্ষণীয় সাপ্তাহিক আয়ের নিশ্চয়তা
আমরা নুতন গ্রাহক এবং এজেন্সী ট্রান্সফার সাদরে গ্রহণ করছি।
We Welcome Agency Transfers and New Clients.
FOLLOW US ON
FOR LATEST EVENTS, PRIZES AND GIVEAWAYS
বিস্তারিত জানতে কল করুন
718-697-7707
E-mail : info@markshhc.com | www.markshhc.com
Bronx
1232 Virginia Ave
Bronx, NY 10472
1514 Castle Hill Ave
Bronx, NY 10462
Brooklyn
413 Bay Ridge Ave
Brooklyn, NY 11220
219 Church Ave
Brooklyn, NY 11218
1122 Coney Island Ave
Suite 220 (2nd fl.)
Brooklyn, NY 11230
1208 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Queens
40-04 Junction Blvd
Corona, NY 11368
37-20 74th Street
Jackson Heights
NY 11372
148-37 Hillside Ave
Jamaica, NY 11435
Hicksville
217 Bethpage road
Hicksville
NY 11801
Buffalo
1049 Broadway St.
Suite # 4
Buffalo, NY 14212

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

6 January 2022, Thursday, 5th Year, Issue 251, 40 Pages

৬ জানুয়ারি ২০২২, ২২ পৌষ ১৪২৮, ৩ জমাদিউস সানি ১৪৪৩, বৃহস্পতিবার

ইসলাম

পারিবারিক জীবনে ইসলাম

শামীম সিদ্দিকী

পরিবারই হলো সমাজ জীবনের প্রথম ভিত্তি। স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, বাবা-মা, ভাই-বোনদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একান্নবর্তী পরিমণ্ডলকে পরিবার বোঝায়। এদের সমন্বয়ে সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব অত্যাধিক। মহান আল্লাহ তা'আলা আদি পিতা হজরত আদম (আ.)ও আদি মাতা হজরত হাওয়ার (আ.) মাধ্যমে পৃথিবীতে পারিবারিক জীবনের সূচনা করেছিলেন, যা এখনও বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলা পারিবারিক বন্ধনকে মজবুত করার লক্ষ্যেই পরিবারের প্রথম বিন্যাস বৈবাহিক চুক্তির পদ্ধতি চালু করেছেন, যা হজরত আদম ও হাওয়া আলাইহিস সালামের মাধ্যমে শুরু হয়ে ধীরে ধীরে বিস্তৃতি লাভ করেছে। নৃবিজ্ঞানী

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

শর্তের বিষয়ে সময় চেয়েছে বাংলাদেশ

মার্কিন সামরিক অনুদান

ঢাকা ডেস্ক

কোন কোন বাহিনীর উন্নয়নের জন্য অনুদানে দেয়া অর্থ কীভাবে ব্যয় হবে, তা জানতে চেয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। নতুন শর্তে মার্কিন সামরিক অনুদান গ্রহণে বাংলাদেশ রাজি কিনা, তাও জানতে চাওয়া হয়েছে।

গত ১ ডিসেম্বর ঢাকায় পাঠানো চিঠিতে ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রাথমিক জবাবে অর্থাৎ সম্মতিপত্র পাঠানোর সময় বেঁধে দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। এ নিয়ে অভ্যন্তরীণ আলোচনা শেষ না হওয়ায় ১৫ দিনের সময় বাড়ানোর অনুরোধ করে ঢাকা। যুক্তরাষ্ট্রের তরফে তাতে আপত্তি করা হয়নি। দ্বিতীয় দফায় সময় চেয়েছে বাংলাদেশ।

মার্কিন অনুদান গ্রহণে বাংলাদেশ নীতিগতভাবে সম্মত। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে ওয়াশিংটনকে এ সংক্রান্ত সম্মতিপত্র পাঠাতে ঢাকা নতুন করে আরও

> লিহেই আইনের নতুন সংযোজিত ধারায় বলা হয়েছে, কোনো দেশের নিরাপত্তা সংস্থা বা বাহিনী যদি নির্যাতন, আইনবহির্ভূত হত্যা, গুম ও ধর্ষণজনিত কোনো অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকে, তবে ওই সংস্থাকে অনুদান দিতে পারবে না মার্কিন সরকার।

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

ভ্যাকসিনের ওপর নির্ভর করছে ওমিক্রনের ক্ষতিকর প্রভাব

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্ক সিটিতে ওমিক্রন সংক্রমণ খুব দ্রুত ছড়াচ্ছে। স্কুলগুলোতে প্রতিদিন সংক্রমণ ও আক্রান্তের সংখ্যাও বাড়ছে। এ কারণে বেশ কিছু স্কুল এরইমধ্যে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবীরা বলছেন, ক্রমবর্ধমান ওমিক্রন ডেল্টার তুলনায় কম বিপজ্জনক। কিন্তু নিউইয়র্ক সিটির জরুরি বিভাগের বিশিষ্ট এক চিকিৎসকের মতে, এটি নির্ভর করে আপনি টিকা নিয়েছেন কিনা তার ওপর।

ওমিক্রন নিউইয়র্কে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। গত চার সপ্তাহের তুলনায় এখন প্রতিদিন গড় ৭৯ শতাংশ এবং হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সংখ্যা ৬৪ শতাংশ বেড়ে গেছে। নিউইয়র্কে কোভিড-১৯ পরীক্ষায় প্রতি তিনজনের মধ্যে একজনের পজিটিভ পাওয়া যাচ্ছে। সংক্রমণ শিশুদের ক্ষেত্রে দ্বিগুণ বাড়ছে। হাসপাতালের জরুরি বিভাগে রোগীদের

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৫

মননশীল চিন্তা-দর্শনে শিশু চারুলতা

এইচ বি রিতা

মেয়ে বড় হয়ে অন্যকে সাহায্য করতে সফল কোনো বিত্তশালী ব্যক্তি হতে চায়, নাকি আর্টিস্ট হতে চায়—এ প্রশ্নের জবাবে যখন ৭ বছর বয়সী মেয়েটি তার বাবাকে বলে, 'আমি এখনই বিত্তশালী। কারণ আমি অন্যের প্রতি উদার, আমি বরং আর্টিস্ট হব', তখন তার বয়সের বেশি চিন্তা-ভাবনা ও যুক্তি দর্শন আমাদের ভাবিয়ে তোলে।

এই মেয়েটির নাম সুয়াইবা সৈয়দ। চারুলতা নামেই সে বেশ পরিচিত সবার কাছে। কুইন্সের ট্যালফওর্ড লওন এলিমেন্টারি স্কুলে (পিএস-৫০) দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী। ৭ বছর বয়সী মেয়েটি স্কুলের পড়াশোনার পাশাপাশি রঙ-চিত্র, অঙ্কন, ক্যালিগ্রাফিসহ মুভি ও বই পড়তে খুব পছন্দ করে। সম্প্রতি তার মা তামান্না গাজীর ফেসবুক টাইমলাইনে পোস্ট করা চারুলতার আঁকা দুটি ক্যালিগ্রাফি পাঠক ও দর্শকদের নজর

সুয়াইবা সৈয়দ

কেড়েছে। একটি ছিল রঙতুলিতে আঁকা 'আল্লাহ্', আরেকটি ছিল কালার পেন্সিলে আঁকা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'। চারুলতা এক বছর সাত মাস বয়সে আমেরিকা আসে। আমেরিকান উচ্চারণেই অক্ষর, বর্ণ, শব্দ

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

সম্পাদক: ইব্রাহীম চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও পরিবেশিত: ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, স্যুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২, ফোন: ৭১৮-৩০৮-৫০২০, ই-মেইল: নিউজ: news@prothomalony.com, বিজ্ঞাপন: cm@prothomalony.com